বিশেষ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ

প্রণাম দেশনায়ক

১ ও ২ : রাজ্য সঙ্গীতমেলার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২০

৩ : ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ভার্চুয়াল উদ্‌বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। ৮ জানুয়ারি, ২০২১

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ-৫২ সংখ্যা ৮-১২
বর্ষ-৫৩ সংখ্যা ১-১০

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

উন্নয়নের অভিমুখ ৪

- স্বামীজির আদর্শে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী ৪
- অনলাইন পড়াশোনা : প্রত্যেক দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া পেল ১০ হাজার টাকা ৪
- 'দুয়ারে সরকার'-এর সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা ৫
- আদিবাসী, তপশিলিদের দ্রুত সার্টিফিকেট প্রদান, 'দুয়ারে সরকারে'র সাফল্যে টুইট মুখ্যমন্ত্রীর ৬
- 'চোখের আলো'র সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৭
- করোনা পরিস্থিতিতে ভাল পরিষেবার জন্য 'স্কচ অ্যাওয়ার্ড' পেল বাংলা ৮
- ১৫ লক্ষ বিধবা ভাতা ও পেনশনের আবেদনে অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার ৮
- ধূপগুড়ির দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা রাজ্য সরকারের ৯
- সাংবাদিকদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হোক, চান মুখ্যমন্ত্রী ৯
- আমফান মোকাবিলায় দুর্গতদের পাশে রাজ্য সরকার ১০
- সূচনা 'পথশ্রী' অভিযানের, সারাই হবে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা ১১
- মা প্রকল্প : ৫ টাকায় গরীবের পাতে এবার ডিম-ভাত ১৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক
আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

প্রচ্ছদ পরিচিতি
নেতাজির ১২৫তম জন্মদিনের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পদযাত্রা— শ্যামবাজার থেকে রেড রোড।

প্রচ্ছদ অলংকরণ- **সুরজিৎ পাল**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা: ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

বিশেষ প্রতিবেদন

- প্রকল্পের হাত ধরে ১৪
- মুখ্যমন্ত্রীর 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' বিশ্ব দরবারেও প্রশংসা লাভ করল ২০
- পাড়ায় সমাধান ২৬
- নতুন আলোয় বাঁকুড়া ৩২
- পাহাড়ের উন্নয়নে আরও দরাজ মুখ্যমন্ত্রী ৩৮

বিশেষ নিবন্ধ

মুখ্যমন্ত্রী মমতার মানবিক মানসিকতার প্রচার চাই: দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪৩

ফিরে দেখা

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য কনক্লেভ ২০১৯ ৪৫

শিরোনামে

নেতাজিকে উপলব্ধি করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী ৪৯
নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণার দাবি
নেতাজি অখণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য লড়াই করেছিলেন : মুখ্যমন্ত্রী ৫৩
বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৫৫
মাতৃমা-এর উদ্‌বোধনে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী ৫৮
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১ ৬০

ফটোফিচার ৬২

দপ্তর কথা ৬৪

করোনা অতিমারি মোকাবিলায়
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ৬৪

বঙ্গদর্শন ১০৪

জেলায় জেলায় পর্যটন কেন্দ্র ১০৫
সুন্দরবন ১২৯

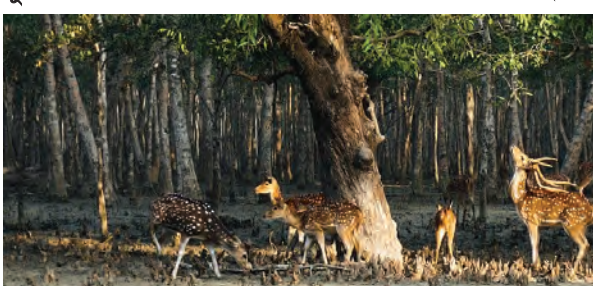

ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-এর ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলি একত্রে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল।

স • স্পা • দ • কী • য়

আন্তরিকতার ছোঁয়ায় উন্নয়ন সফল হয়

ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নয়ন এবং নানা প্রয়োজনমুখী প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজ্যের উন্নয়ন। বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নই অন্যতম প্রধান লক্ষ্য যে সরকারের, সেই সরকারকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নিতে হয়। বৈচিত্র্যের বাংলায় প্রয়োজনের চরিত্রও বিচিত্র। প্রয়োজনের বিভিন্নতাও চোখ টানে। তাই প্রকল্প তৈরিতেও লাগে আন্তরিকতা ও মনোযোগ। প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ আরও কঠিন।

দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের অভিজ্ঞতায় বর্তমান রাজ্য সরকার এখন অনেক সমৃদ্ধ। যাঁদের জন্য সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে, তাঁদের কাছে সেটা পৌঁছে দেওয়া সবচেয়ে বড়ো কাজ—এই উপলব্ধিতে সরকার ঋদ্ধ হয়েছে।

করোনা-অতিমারির কারণে রাজ্যে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, প্রকল্পের হাত ধরেই এর সমাধান খুঁজেছে রাজ্য সরকার। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন প্রকল্পের শুধু সূচনা হয়নি, এর সুযোগ-সুবিধাও যাতে সকলে নিতে পারে সেই জন্যও দুয়ারে সরকার বা পাড়ায় পাড়ায় সমাধান নামে প্রকল্প তৈরি হয়েছে।

এখন সেই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে যাতে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও অর্থ গলে না যায়, অকারণ অপচয় না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ সরকার। উদ্দেশ্য, প্রকল্পের হাত ধরেই সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্র যথাযথভাবে প্রস্তুত হোক।

উন্নয়নের জন্য যে সব প্রকল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে, সেই সাফল্যও ধরা পড়েছে জেলায় জেলায়। তৈরি হয়েছে রাস্তাঘাট, সেতু, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র, সংশোধনাগার, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, কৃষক বাজার, কর্মতীর্থ। সেজে উঠেছে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটনের নতুন নতুন ধারায় আলোকিত হচ্ছে জেলার প্রান্তিক অঞ্চলও। সঙ্গে চলেছে পরিবেশ ও জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের কাজ।

দপ্তরকথা বিভাগে করোনা-সংক্রান্ত তথ্য ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হল।

নিবন্ধ লেখকের মতামত নিজস্ব। অনিচ্ছাকৃত যে কোনও ত্রুটি মার্জনীয়।

উন্নয়নের অভিমুখ

স্বামীজির আদর্শে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

১১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে বাবুঘাটে গঙ্গাসাগরের মেলার শিবিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিবেকানন্দের ছবিতে ফুল ও মালা দেন। এদিন বাবুঘাটের গঙ্গাসাগরের শিবির থেকেই মুখ্যমন্ত্রী কাশীপুর এবং গঙ্গাসাগর অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন।

এ দিন তিনি বলেন, হিন্দু ধর্ম কী এবং এই ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মিল কোথায় এই নিয়ে শিকাগোতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামীজি। উনি প্রথম ব্যক্তি যিনি আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুস্থানের মাথা উঁচু করেছিলেন। বিবেকানন্দ কারও একার নন, তিনি আমাদের সকলের। বিবেকানন্দই হলেন দেশের প্রকৃত নেতা। তাঁর আদর্শ নিয়েই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বহু সমস্যার মুখে পড়েছে আমাদের দেশ। সেই পরিস্থিতি অতিক্রমও করে এসেছি। তবু দেশকে ভাঙতে পারেনি কেউ। এ দেশকে ভাঙতে দেব না। দেশের নানা সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে মানুষের মধ্যে যেন কোনও বিভাজন না থাকে। দেশকে এক রাখার জন্য আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ভারতের মনীষীরা কারও একার সম্পত্তি নন। তাঁরা সকলের। তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। তাঁরা কোনও জাতি বা ধর্মকে ছোট করে দেখেননি। সকলকে নিয়ে চলতে শিখিয়েছেন।

গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগ জড়িত। পরিস্থিতির প্রয়োজনে ছোটো করেই মেলার পক্ষপাতী, কিন্তু বন্ধ করা যাবে না কারণ এটা আমাদের সেন্টিমেন্ট। সবচেয়ে কঠিন গঙ্গাসাগর যাওয়া। কারণ কুম্ভমেলায় যাওয়ারও রেলপথ আছে। শুধু গঙ্গাসাগর জল পেরিয়ে যেতে হয়। গঙ্গাসাগরে এখন পরিষেবার উন্নতি হয়েছে। তাই গঙ্গাসাগরে এখন বারবার যাওয়া যায়। প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ আসেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আগে গঙ্গাসাগর যেতে হলে ট্যাক্স দিতে হত, আমরা বন্ধ করেছি।

১২ জানুয়ারি-১৭ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে কোনও দুর্ঘটনা হলে (যেন না হয়) প্রত্যেকে ৫ লক্ষ টাকা করে বিমা পাবেন। আমাদের মন্ত্রীরা ওখানে থাকবেন যাতে মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। আমায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁরা রিপোর্ট দেবেন। তাড়াহুড়ো করবেন না, পুলিশের সিস্টেম ফলো করুন। আমরা ওখানে থাকার ব্যবস্থা, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা করেছি। ই-স্নানেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

অনলাইন পড়াশোনা : প্রত্যেক দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া পেল ১০ হাজার টাকা

২১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে নবান্নে ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৭ দিনের মধ্যে নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০,০০০ টাকা পাবে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। ওইদিন থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে রাজ্যের ৯ লক্ষ পড়ুয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাবে। বাজারে একসঙ্গে ন'লাখ ট্যাব বা স্মার্টফোন পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হচ্ছে। তাহলে পড়ুয়ারা নিজেদের পছন্দমতো ডিভাইস (ট্যাব বা স্মার্টফোন) কিনে অনলাইনে পড়াশোনা করতে পারবে। সব পড়ুয়াদের আমার অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যারা যারা উপস্থিত, প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দেওয়া হবে। ছাত্রদের কেউ মাথা নত করতে পারে না, ছাত্ররা স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়, ১৮ বছর কোনও বাধা মানে না। যে যেখানেই যাই না কেন, আমাদের অস্তিত্ব মনে রাখতে হবে। কোনওরকম সাহায্যে লাগতে পারলে, আগামীদিনে আরও ভাবব। ভবিষ্যতে যেখানেই থাকবেন, মাতৃভূমিকে ভুলবেন না।

‘দুয়ারে সরকার’-এর সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

বাংলার মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। মাত্র দেড় মাসের মধ্যে রাজ্যের ২ কোটি মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার রেকর্ড গড়ল ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি। ৯ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে নজিরবিহীন সাফল্য টুইট করে রাজ্যবাসীকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ১১টি জনদরদী প্রকল্পের মধ্যে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের গ্রাহকের সংখ্যা সর্বাধিক। এই ‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরগুলি থেকে কোন সরকারি প্রকল্পে কতজন সুবিধা পেয়েছেন তার পরিসংখ্যান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি। চলল ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২ মাস ধরে রাজ্যের সর্বত্র সরকারি ক্যাম্প করে একাধিক জনদরদী প্রকল্পের সুবিধা দিতে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী, কৃষক বন্ধু, জয় জহর-সহ ১১টি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। শিবিরে গিয়েই হাতে হাতে পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী টুইটে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেই পরিষেবা পেয়েছেন ৬২ লক্ষ মানুষ। তফসিলি বন্ধু প্রকল্পে ৭ লক্ষ, কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ৪ লক্ষ মানুষ, এছাড়াও কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, আদিবাসীদের জন্য জয় জহর প্রকল্পের সুবিধাও অনেকে পেয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্মসূচি বিশাল সাফল্যের মুখ দেখায় এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক সরকারি আধিকারিক-কর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আদিবাসী, তপশিলিদের দ্রুত সার্টিফিকেট প্রদান, 'দুয়ারে সরকারে'র সাফল্যে টুইট মুখ্যমন্ত্রীর

কর্মসূচি শেষ হওয়ার ১৫ দিন আগেই টার্গেট পূরণে রেকর্ড গড়ে চলেছে রাজ্য প্রশাসনের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি। ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ টুইট করে ফের সেই সাফল্যের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। টুইটে তিনি লেখেন, ১ মাসেরও কম সময়ে, রাজ্যের তপশিলি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে ১০ লক্ষেরও বেশি SC/ST/OBC সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। এরপর তিনি কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্যবাসীর একেবারে দোরগোড়ায় সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পৌঁছে দিতে ডিসেম্বর মাস থেকে দু'মাস ব্যাপী এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। দেড় মাসের মধ্যে ২ লক্ষ মানুষ এই শিবিরে এসে সুবিধা পেয়েছেন। তাদের নানা সমস্যার সমাধান হয়েছে। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মাধ্যমেই যাতে রাজ্যের প্রত্যেক আদিবাসী, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই সার্টিফিকেট পৌঁছে যায়, সেই নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে কাজ দ্রুতই হচ্ছে। এক মাসেরও কম সময়ে ১০ লক্ষ এসসি, এসটি, ওবিসিদের হাতে এসেছে জাতিগত শংসাপত্র।

৪ জানুয়ারি, ২০২১
চোখের আলোর সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নবান্ন সভাঘরে ৫ বছরব্যাপী প্রকল্প 'চোখের আলো'-র সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হল, বয়স্কদের ছানি অপারেশন করা এবং নবীন থেকে প্রবীণ অর্থাৎ নবজাতক থেকে বৃদ্ধ সকলের চোখের চিকিৎসা ও অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৫ বছর রাজ্য জুড়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ২০ লক্ষ মানুষের ছানি অপারেশন করা হবে। এবং বিনামূল্যে দেওয়া হবে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার চশমা। এছাড়া সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হবে। রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ পড়ুয়ার চক্ষু পরীক্ষা করা হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও শিশুদের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা হবে। ২০২৫-এর মধ্যে সকলের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা হবে। এমনকী যেসব শিশু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায় তাদের সকলের চোখ পরীক্ষা করা হবে এই প্রকল্পে।

প্রথম পর্যায়ে ৫ জানুয়ারি থেকে ১২০০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরের ১২০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্রকল্পটি চালু হবে। পরে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

এই প্রকল্পের নামকরণ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। লোগোটাও করেছেন তিনি। ৩০০-র বেশি চোখের সার্জেন ও প্রায় ৪০০ জন অপটোমেট্রিস্ট এই কাজে যুক্ত থাকবেন। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ট্রমা কেয়ারের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এতে উপকৃত হবেন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর-সহ সারা উত্তরবঙ্গের মানুষ।

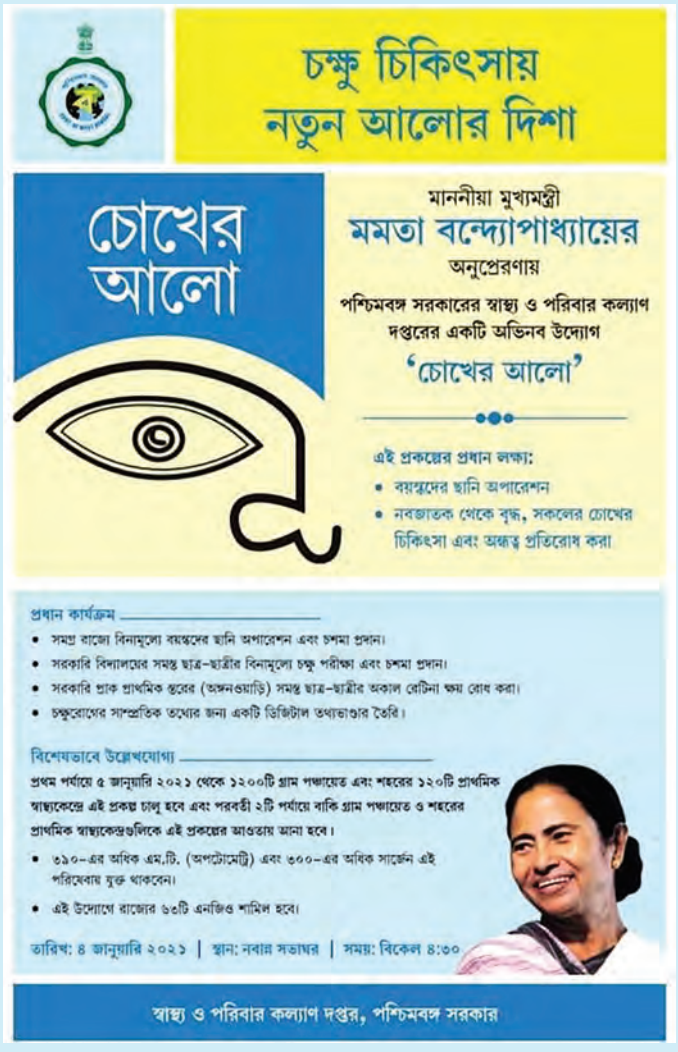

১৮ জানুয়ারি, ২০২১
করোনা পরিস্থিতিতে ভাল পরিষেবার জন্য ‘স্কচ অ্যাওয়ার্ড’ পেল বাংলা

কোভিড মোকাবিলা এবং জনপরিষেবায় অসাধারণ কাজের সুবাদে আরও একবার জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত বাংলার সরকার। এই দুই বিভাগে ‘স্কচ গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড’ পেল বাংলা।

১৬ জানুয়ারি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা হয়েছে আর সেখানেই করোনাকালে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা খুব ভাল কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার জিতে নিয়েছে। এছাড়া যানজট নিয়ন্ত্রণেও প্রশংসনীয় কাজ করেছে রাজ্য সরকারের পরিবহণ সংস্থা। এর আগেও নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘স্কচ অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এবার সেই মুকুটে যোগ হল আরেক পালক। কোভিড পরিস্থিতিতে ও লকডাউন পর্বে জরুরি ভিত্তিতে পরিবহণ ব্যবস্থা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে তা নিয়েও একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যকর্মী, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা তার মধ্যে অন্যতম। জনপরিষেবার জন্য বাংলা ‘স্কচ অর্ডার অফ দ্য মেরিট’ পুরস্কার লাভ করেছে এবং SBSTC-র মাথায় উঠেছে ‘স্কচ গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড’।

২১ জানুয়ারি, ২০২১
১৫ লক্ষ বিধবা ভাতা ও পেনশনের আবেদনে অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি জানান, উদ্বাস্তুদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছে, রাজ্যের সব নার্সিংহোম এবং হাসপাতাল আবশ্যিকভাবে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এছাড়া, ১৫ লাখ বিধবা ভাতা ও পেনশনের আবেদনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ৬০ বেডের হাসপাতাল ছিল, বেড সংখ্যা বাড়িয়ে ২৫০ করা হচ্ছে। আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দুয়ারে সরকারের চতুর্থ পর্যায় চলবে। কিন্তু মানুষের আরও আগ্রহ, ইচ্ছাপ্রকাশ দেখে এবং যারা দেরিতে এই প্রকল্পের বিষয়ে জানতে পেরেছেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখে আরও এক দফায় এই কর্মসূচি চলবে। আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুয়ারে সরকারের ৫ম পর্যায়ের কর্মসূচি চলবে।

এখনও পর্যন্ত ২ কোটির বেশি মানুষ দুয়ারে সরকারের শিবিরে হাজির হয়েছেন। ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনের কাজ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। বিধবা ভাতা এবং পেনশনের জন্য ১৫ লাখ

আবেদন জমা পড়েছিল। ১০০ শতাংশ আবেদনেই অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। আগামীকাল সেই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে। কথা দিয়েছিলাম উদ্বাস্তুদের যোগ্য মর্যাদা দেব। আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ধরে সার্ভে করে প্রতিটি কলোনিকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। গত দু-বছরে ২১৩ উদ্বাস্তু কলোনিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কোনও উদ্বাস্তু বাদ যাবেন না। ৩০ হাজার পাট্টা দিয়ে দিয়েছি। ১২০০০ তৈরি আছে, যে কোনও সময় বিলি করা হবে। আরও ৩১টি কলোনিকে অনুমোদন দিলাম। ৩৮৪০ জন পাট্টা পাবে। অতএব ইতিমধ্যেই মোট ২ লক্ষ ৭৯ হাজার পাট্টা ইস্যু হয়েছে। মতুয়ারাও পাট্টা পাবেন, ইতিমধ্যেই অনেকে পেয়েছেন।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে প্রায় ২১ হাজার স্কুল। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ, বই জুতো দেওয়া হয়। ১০০ শতাংশ স্কুলে মিড ডে মিল চালু যা কোভিডের সময়েও বন্ধ হয়নি। স্কুলছুটের হার মোট ৯%। রাজ্যে ৪২২টি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল, ১৫৬১টি হিন্দি মিডিয়াম স্কুল, ৪৮২টি উর্দু মিডিয়াম স্কুল, ৩৬৭টি নেপালি মিডিয়াম স্কুল, ৩৪টি ওড়িয়া মিডিয়াম স্কুল, ২৫টি তেলুগু মিডিয়াম স্কুল আছে। গত ২ বছরে ১২১টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি হয়েছে। এ-রাজ্যে মোট ৭৫০টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল আছে, আগামীদিনে আরও হবে। রাজ্যে তৈরি হয়েছে ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ৫১টি নতুন কলেজ, ৭ হাজার নতুন স্কুল, ২৭২টি আইটিআই এবং ১৭৬টি পলিটেকনিক কলেজ।

ঐক্যশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে ২.৪০ কোটি ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে ৯০ লক্ষ তপশিলি ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রী। স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ পেয়েছে ৫.৫০ লক্ষ। কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৭০ লক্ষ ছাত্রী। সিলিকন ভ্যালির জন্য অল্প মূল্যে নিউটাউনে জমি দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নতুন রেট করতে বলা হয়েছে। একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। রেট ফ্লেক্সিবল করা হবে, যাতে সকলেই সুবিধা পান। নার্সিংহোম এবং হাসপাতালগুলিকে অনুরোধ করব সামাজিক সুরক্ষা দিতে। অনেকে সুবিধা পাচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, সকল নার্সিংহোম এবং হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আবশ্যিকভাবে থাকবে। যত খরচ হবে তার জন্য যাতে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ থাকে সে ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। পর্যালোচনা করবে কমিটি।

২০ জানুয়ারি, ২০২১
ধূপগুড়ির দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা রাজ্য সরকারের

ধূপগুড়িতে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত ১৪ জনের পরিবারকে আড়াই লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের ৫০ হাজার ও যারা অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন তাদের ২৫ হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার।

বুধবার পুরুলিয়ায় নতুন প্রকল্পের উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। গতকাল রাতেই আমি খবর পেয়েছি। অরূপ বিশ্বাসকে পাঠিয়েছি। গৌতম দেব যাচ্ছেন। মৃত্যুর কোনও বিকল্প হয় না। সবাইকে বলব, এই শীতকালে কুয়াশা থাকার সময় সাবধানে গাড়ি চালানো উচিত। আর তাড়াহুড়ো করে জীবন না দিয়ে, একটু সময় লাগে লাগুক, ধীরে গাড়ি চালান।

২০ জানুয়ারি, ২০২১
সাংবাদিকদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হোক, চান মুখ্যমন্ত্রী

পূর্ব কলকাতা বাইপাস সংলগ্ন বরুণ সেনগুপ্ত সংগ্রহশালার উদ্‌বোধনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথিতযশা সাংবাদিক তথা 'বর্তমান'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বরুণ সেনগুপ্তের স্মরণে গড়ে উঠেছে এই মিউজিয়াম। কলকাতা পুরসভার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সংগ্রহশালাটি তিনতলা। এখানে রয়েছে দুটি আর্কাইভ, একটি সেমিনার হল এবং একটি অডিটোরিয়াম। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান যুগে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

এদিন তিনি বলেন, ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাইয়ের ঘটনার পর বরুণদার পরামর্শে একটি বিশেষ ফান্ড তৈরি করেছিলাম। সেই টাকায় একুশে জুলাইয়ের আহত এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হয়। কিছু টাকা ভূমিকম্পের জন্য দান করা হয়েছিল। মাথা বিক্রি করে সাংবাদিকতা হয় না। বরুণদা সেই নির্ভীক সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মাথা নত না করে সাংবাদিকতা চালিয়ে যেতে হবে। যদি সংবাদপত্রকে অবাধে লেখার অনুমতি না দেওয়া হয় তবে কি কোনও গণতন্ত্র প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারে? গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা যায় না। আমি চাই আগামী দিনে সাংবাদিকদের জন্য ইনস্টিটিউশন বা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হোক।

আমফান মোকাবিলায় দুর্গতদের পাশে রাজ্য সরকার

নবান্ন কন্ট্রোলরুমে মুখ্যমন্ত্রী

২০২০ সালের ২০ মে ওড়িশা আর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়ে জনজীবনকে প্রভূত ক্ষতির মুখে ফেলেছিল আমফান। আমফান একটি থাই শব্দ, যার অর্থ আকাশ। পশ্চিমবঙ্গে এই ঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে এ-রাজ্যে যত ঝড় আছড়ে পড়েছে, আমফান তার মধ্যে সবথেকে বেশি শক্তিশালী। উপকূলে বাতাসের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৫০-১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়েছিল। কমপক্ষে বহু মানুষের মৃত্যু হয় এ-রাজ্যে। তার মধ্যে কলকাতারই

প্রায় ১৫ জন। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতেই শয়ে শয়ে বাড়ি ভেঙে পড়ে। বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম বন্যার জলে ভেসে যায়।

২০০৯ সালে আয়লার থেকেও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমফানের দাপটে। শুধুমাত্র কলকাতাতেই প্রায় ৫০০০ গাছ নষ্ট হয়েছে ঝড়ে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ২৭০ বছরের পুরনো সেই বটবৃক্ষেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেন। মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সূচনা ‘পথশ্রী’ অভিযানের সারাই হবে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা

রাস্তাঘাটের হাল ফেরাতে নতুন প্রকল্প ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ থেকেই ‘পথশ্রী অভিযান’ নামে এই প্রকল্পের সূচনার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। গোটা রাজ্যে মোট ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা এই প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী টুইটারেও জানিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তাগুলিকে একটি অভিন্ন প্রকল্পের ছাতার তলায় এনে সারিয়ে ফেলার উদ্যোগ এই প্রথম।

পথশ্রী প্রকল্পের সূচনার কথা মুখ্যমন্ত্রী যেমন টুইটারে জানিয়েছেন, তেমনই নবান্নের তরফ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিশদে জানানো হয়েছে। পথশ্রীর আওতায় মেরামতির জন্য ৭ হাজার রাস্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। মেরামতির মোট দৈর্ঘ্য হবে ১২ হাজার কিলোমিটার। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে রাস্তা সংক্রান্ত যে সব অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছেছিল, তার ভিত্তিতেই মেরামতির তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

নানা ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ জেনে নেওয়ার চেষ্টা কয়েক বছর থেকেই শুরু হয়েছিল। সিএমও-র (মুখ্যমন্ত্রীর দফতর) তরফেও একটি ‘গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল’ (অভিযোগ প্রতিবিধান বিভাগ) খুলে রাজ্যবাসীর অভাব-অভিযোগ জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর জন অভিযোগ দপ্তর-সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা সংক্রান্ত যে সব অভিযোগ জমা পড়েছিল, তার ভিত্তিতেই ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তাকে মেরামতির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

সড়ক যোগাযোগ মসৃণ করে তোলা এবং বহু নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করা বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় থেকেছে। তাঁর বিগত ৯ বছরের শাসনকালে অনেক নতুন রাস্তা রাজ্যে তৈরিও হয়েছে। নবান্নের তরফে বৃহস্পতিবার

যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তার হিসেব অনুযায়ী পূর্ববর্তী সরকার ৯২ হাজার ২৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছিল। আর পশ্চিমবঙ্গে এখন রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৩০ কিলোমিটার। বর্তমান সরকারের অধীনে সড়ক পরিকাঠামো ২৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে শুধু নতুন সড়ক তৈরি করা নয়, তৈরি হয়ে থাকা সড়কগুলি মসৃণ রাখার বিষয়েও যে সরকার সমান যত্নশীল, পথশ্রী অভিযানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন।

মমতা মনে করেন, উন্নয়নের ভিত হল ভাল সড়ক পরিকাঠামো। তাই ২০২০-২১ সালের বাজেটেও সড়ক খাতে প্রায় ৫ হাজার ৭৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে পথশ্রী অভিযানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণেও জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নাগরিকরা কী ভাবে এই প্রকল্পে শামিল হবেন, তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়কদের উপরে। রাস্তা সারাই হল কি না, তা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকেই জানানো যাবে। মেরামত হওয়া বা না হওয়া, দু'ক্ষেত্রেই রাস্তার ছবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

মা প্রকল্প

৫ টাকায় গরিবের পাতে এবার ডিম-ভাত

দরিদ্র মানুষের জন্য রাজ্য সাকারের উদ্যোগে প্রতিদিন সুলভে দুপুরবেলার অন্নসংস্থান। ''মা'' প্রকল্প শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১। রাজ্যের শহর ও মফঃস্বল এলাকার মানুষের জন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত মানবিক এবং অনন্য। জনদরদি এই প্রকল্প কীভাবে রূপায়িত করছে রাজ্য সরকার, তা দেখতে হাজির ছিলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার নিকলো, ব্রিটিশ কাউন্সিলের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ডিরেক্টর দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ। ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুরত মুখার্জী ও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম প্রমুখ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী, যেখানে যেখানে কমিউনিটি কিচেন হচ্ছে, সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে কথা বলেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বারবার নজর দিতে বলে মুক্যমন্ত্রী জানাল, 'মা' এমন একটি শব্দ, যার মধ্যে মমতা রয়েছে। তাই প্রকল্পের নাম 'মা' দেওয়া হয়েছে। অ্যচলে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হলেও অনেকেই বাইরে খান। তাঁদের রান্না করা খাবার হলে সুবিধে। তাই এটি চালু হল। গরিব মানুষের জন্য এটি করা হলেও যে কেউ ৫ টাকা দিয়ে দুপুরে পেট ভরতি ভাত, সবজি, ডাল, ডিম খেতে পারবেন। সরকার প্রতি প্লেট খাবারে ১৫ টাকা ভরতুকি দিচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা এই প্রকল্পে কাজ করবেন। ক্রমে সারা রাজ্য জুড়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত কমদামে স্বাস্থ্যকর খাবার পাওয়া যাবে। আর্থিকভাবেও বহু মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রকল্পের হাত ধরে

অতিমারীর বিশ্ব সব ছকই পাল্টে দিয়েছিল। স্তব্ধ জীবনযাত্রার অনভ্যস্ত অভ্যাসের সঙ্গে চলছিল জীবন-মৃত্যুর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

বিশ্বমানবের এই চরম সংকটে দিশাহারা মাবনসভ্যতা। করোনার আপাতঅদৃশ্য ভাইরাস শুধু আতঙ্ক ছড়ায়নি। কিছু প্রাণ নিয়েও চলে গেল।

উন্নত দেশগুলোও পারেনি করোনার মৃত্যুগতি থামিয়ে দিতে। অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে করোনার কাছে। অথচ প্রয়াস চলেছে। অহরহ। বিশ্বজুড়ে। কি করে ওই অদৃশ্য ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচানো যায় মানব জাতিকে। আবার মানুষ ছন্দে ফিরছে। সঙ্গে রয়েছে করোনার ছোবল। সেই চরম বিপদের মধ্যেও চলেছে মোকাবিলার দৃঢ় পদক্ষেপ।

থেমে থাকেনি পশ্চিমবঙ্গ।

প্রাণহানির সংখ্যাকে যতো কম রাখা যায়, আক্রান্তের সংখ্যা যতো কম থাকে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে যতো বেশি সময়মতো পরিষেবা দিয়ে বাঁচানো ও সুস্থ করা যায় তার চেষ্টা চলেছে।

স্বাস্থ্যসাথী হয়ে দুয়ারে সরকার

পশ্চিমবঙ্গ। ২০১১ তে এর নবনির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিমারিতে কিছুটা ব্যাহত হয়েছে উন্নয়নের স্বপ্ন ছোঁয়ার কাজ।

কিন্তু যেটা জরুরি ছিল সেই কাজে বাংলার সরকার সাফল্য ছুঁলো অনায়াসে। ভেঙে পড়া অর্থনীতির ঝাপটাকে সামলালো। সমাজের সব স্তরের মানুষের ঘরে পৌঁছে গেল দিনযাপনের সুবিধা।

হ্যাঁ। ঠিকই। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা। করোনা-পূর্ব সময়েই চলছিল একের পর এক প্রকল্প ঘোষণা ও রূপায়ণের কাজ। সেই কাজ তো চলছেই। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী নানা প্রকল্প। লকডাউনের মধ্যেও নিরলসভাবে এইসব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রান্তিক মানুষদের কাছেও। তাই প্রতিরোধ করা গেছে অনাহার-মৃত্যু।

বিশ্বজুড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া জনজীবন গুছিয়ে নিতে যে সময় লাগবে সেটা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য বিষয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জনগণের দুমুঠো খাবারের দায় যখন সরকারকে নিতে হয় সে বড়ো সহজ কাজ নয়। খাদ্যসাথী প্রকল্পের সঙ্গে জুড়ে আছে যাদের জীবন শুধু তাদের জন্যই নয়,সব মানুষের জন্য বিনাপয়সায় চাল, গম, ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে যেমন রাজ্য সরকার তেমনি সকলের কাছে সময়ে পৌঁছে দেওয়ার কাজে রাখা হয়েছে নিপুণ নজরদারি।

তাই লক্ষ লক্ষ কাজ খোয়ানো মানুষ যেভাবেই হোক এই অতিমারি যেমন প্রতিরোধ করে চলেছে তেমনি স্তব্ধ হয়ে যাওয়া অর্থনীতির প্রত্যক্ষ কুপ্রভাব কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

রাজ্যের মূলধারার মানুষের কথাই আগে বলি। উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষেরাও এই অতিমারিতে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। উচ্চ আয়ের মানুষেরাও রাতারাতি আয়হীন হয়ে পড়েছে। সেই মার্চ থেকে আজ নতুন বছরের প্রায় দু-মাস পেরিয়েও এক পয়সাও ঘরে ঢোকেনি কত মানুষের। বিনা পয়সার রেশন,কিছু জমানো টাকা,কারো সামান্য সাহায্যের পাশাপাশি পেয়েছে কিছু সরকারি প্রকল্পের সুবিধা। কিন্তু সব সুবিধা সবার জন্য নয়। শুধুতো খাওয়া পড়া নয়, রোগভোগের চিন্তায় কপর্দকশূন্য মানুষ বড়ো অসহায়। মৃত্যু শুধু যে করোনাই নিয়ে আসবে তা তো নয়। লাইন দিয়ে তো দাঁড়িয়ে আছে হাজারো রোগ।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। করোনা-আবহে এসত্য আরও প্রকট হল। তাই রাজ্যের সকল মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে সরকারের চিন্তা স্বাভাবিক। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে পরিবর্তনের সরকার সেকথা অতি নিন্দুকেও স্বীকার করতে বাধ্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেসব মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলি তৈরি করা হয়েছিল, প্রাথমিক হাসপাতালগুলিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল, উন্নত করা হয়েছিল সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং চালু হয়েছিল বিনা পয়সার পরিষেবা, হয়েছিল গরিব বড়োলোক সকলের জন্য।

তারপর এল সরকারি চাকরিজীবীদের পাশাপাশি আরও অনেকের জন্য স্বাস্থ্যবিমা। যার ফলে বেসরকারি হাসপাতালে নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ মিলল। এল ক্যাশলেসের সুবিধা। এল অনেক মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসাথী। তবু দেখা গেল আরও অনেক মানুষ এইসব সুবিধার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। অথচ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' র কথা ভাবতে হবে।

বিনা দ্বিধায়, এই অতিমারিতে বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসাথীর ঘোষণা হল। আর্থিক সমস্যার ভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যভাবনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হল। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে এটুকু বোঝা হয়ে গেল প্রতিটি প্রাণের দাম কত। হয়তো সে একটি সংখ্যা। তবু।

তাই এই সুদীর্ঘ দিন ধরে চলা অতিমারির মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সবচেয়ে বড়ো উদ্যোগ সকলের জন্য স্বাস্থ্যসাথী।

শুধু ঘোষণা নয়। আমরা জানি, সরকারি লাল ফিতের ফাঁস তো বহুল প্রচলিত একটি কথামাত্র নয়। তাই কোনোভাবে কোনো দেরি করা নয়। অতিমারির কারণে বহুদিন সুচিকিৎসা থেকে মানুষ বঞ্চিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড। করোনা যখন ঘরের কড়া নেড়েই চলেছে তখন মৃত্যু ঠেকাতে নেমে পড়েছে একদল মানুষ। দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে এই নির্ভীক কর্মীবাহিনী। সরকারি, আধা সরকারি কর্মী-আধিকারিকরা।

মানুষ দেখছে সরকার তাদের দুয়ারে এসেছে। এইভাবে কাজ এর আগে দেখা গেছে কি? প্রশ্ন তাদের মনে মনে।

করোনায় যখন সামাজিক দূরত্ব বজায়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন সরকারকেই তো আসতে হবে দোরে দোরে।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা ভাববে কে?

ভাববে সরকার।

আদিবাসী মানুষেরা আজও স্বচ্ছন্দে থাকতে পছন্দ করে তাদের অভ্যস্ত জীবনযাপনের ধারাবাহিকতার মধ্যে। কিন্তু যেটা তাদের প্রাপ্য সেটা তাদের পাইয়ে দিতে হবে। হাতে তুলে দিতে হবে।

ভারতের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে যেসব জনগোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্কে লেখার কথা, তারা হল এই আদিবাসী মানুষেরা। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা ছড়িয়ে আছে।

রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের বয়স ষাট পেরিয়ে গিয়েছে তাদের সকলকে প্রতিমাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

ধরা যাক, মালতি সোরেনের কথা। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের এক গ্রামে মাটির বাড়ির দাওয়ায় বসে বসে মালতি সোরেন হাঁড়িয়া খাচ্ছিলো। চাটাই পেতে বসে আছে পুতি বৌ লক্ষ্মী। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। মালতির কাছ থেকে শুনছিল পুরোনো দিনের কথা। সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। নব্বই পেরোনো মালতি সোরেন ইংরেজ বাবুদের দেখেছিল। তারপর অনেক বাবুরা এল গেল। কেউ এমন করে তাদের কথা ভাবেনি। মাস গেলে হাজার টাকা হাতে পান মালতি। তার জন্য পঞ্চায়েতের বাবুকে ধরতে হয়নি। মালতির বুড়ো শশী সোরেনও পাচ্ছে টাকা। পাচ্ছে চাল। সরকার ঘর করে দিয়েছে। আলো এনে দিয়েছে। হাসপাতালে পয়সা লাগে না।

মালতি সোরেনরা আজ বুঝতে পারে ওর দাদু সূর্য সোরেন ইংরেজদের তাড়াবার জন্য কেন লড়াই করত। এখন কত সুখ। আর ভুখা পেটে হাড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকতে হয় না।

মালতি সোরেনের ঠাকুরদার ঠাকুরদারা যে লড়াই শুরু করেছিল সেই লড়াই এর সুফল মিলছে। তাদের কথা ভাববার লোক এসে গেছে। এইটুকু বেশ বুঝতে পারে মালতি।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের হাত ধরে বাংলায় এসেছে পরিবর্তন

সীমিত অর্থ। প্রয়োজন সীমাহীন।

অথচ অঙ্গীকার পরিবর্তনের।

সমাধানের পথ তাই নতুন রেখায় আঁকা হবে। অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আর হলোও তাই।

২০২০-২১ সালের রাজ্য বাজেট থেকে নিচের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল।

তপশিলি জাতির জন্য 'বন্ধু' প্রকল্প

বাংলার তপশিলি জাতির বয়স্ক মানুষদের কল্যাণের জন্য 'বন্ধু' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়।

এই প্রকল্পে ৬০ বছরের বেশি বয়সের তপশিলি জাতির মানুষ, যাঁরা অন্য কোনও পেনশন পান না, এরকম ১০০ শতাংশ মানুষকেই প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে। এর ফলে, আনুমানিক ২১ লক্ষ তপশিলি জাতির মানুষ উপকৃত হবেন।

এই প্রকল্পের জন্য ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদের প্রস্তাব করা হয়।

আদিবাসীদের জন্য 'জয় জহার' প্রকল্প

রাজ্যের আদিবাসী সমাজের বয়স্ক মানুষদের কল্যাণে 'জয় জহার' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়, যেখানে ৬০ বছরের বেশি বয়সের আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ১০০ শতাংশ মানুষ, যারা অন্য কোনও পেনশন পান না, তাদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুমানিক ৪ লক্ষ আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হবেন। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদের প্রস্তাব করা হয়।

বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা

রাজ্যের নির্মাণ কার্যে, পরিবহণ ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষকে সরকার 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনার' মাধ্যমে নিখরচায় বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে-যেমন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা বিকলাঙ্গতার জন্য ক্ষতিপুরণ, স্বাস্থ্য বিষয়ে সুবিধা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য অনুদান ইত্যাদি। এছাড়াও, এই যোজনায় তারা প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুবিধা পান, যেখানে এখন এঁদের মাসে ২৫ টাকা জমা দিতে হয় ও রাজ্য সরকার মাসে ৩০ টাকা এই ফান্ডে দেয়। এই প্রকল্পে জমা টাকা সুদসহ ৬০ বছর বয়স হলে বা অকালমৃত্যুতে বা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে এককালীন তুলে নেওয়া যায়।

'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'র পরিবর্তে 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা' নামে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করছি। এই নতুন প্রকল্পের মধ্যে নিখরচায় অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও, প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধাও এদেরকে বিনামুল্যে দেওয়া হবে। প্রতি মাসে রাজ্য সরকারের নিজের অংশের ৩০ টাকা ছাড়াও উপভোক্তার প্রদেয় মাসে ২৫ টাকা রাজ্য সরকার নিজেই বহন করবে। এর ফলে অন্যান্য সুবিধা সহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্যও অসংগঠিত শ্রমিক ভাই-বোনদের কোনো টাকা দিতে হবে না। এই প্রকল্পটি ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে কার্যকরী হবে। আনুমানিক ১.৫ কোটি পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

বাংলাশ্রী প্রকল্প

এই সরকার ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে (MSME) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ এরাই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এই ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে, আরও জোর দেওয়ার জন্য ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে 'বাংলাশ্রী' নামে একটি নতুন উৎসাহ প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব করা হয়। যেসব MSME ১লা এপ্রিল, ২০১৯ থেকে স্থাপিত হয়েছে তারাও এই নতুন উৎসাহ প্রকল্পে আসার সুযোগ পাবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে নতুন ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

নতুন MSME Park স্থাপন

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে একটি অগ্রণী রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের NSS-এর রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে ৮৮.৬৭ লক্ষ MSME সংস্থা আছে। বিগত ৮ বছরে ৪৯টি MSME Cluster-এর জায়গায়, ৫৩৯টি Cluster তৈরি হয়েছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য পরিকাঠামো অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যে, ৫২টি MSME Park চালু রয়েছে এবং আরও ৩৯টি পার্ক তৈরির মুখে।

রাজ্যের MSME ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আগামী ৩ বছরে রাজ্যে আরও ১০০টি নতুন MSME Park তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়, যার মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থান হবে। এইজন্য ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

কর্মসাথী প্রকল্প

রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে 'কর্মসাথী প্রকল্প' নামে একটি নতুন

প্রকল্প ঘোষণা হয়। এই প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে, প্রতি বছর ১ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়মিত আয়ের সংস্থান করা হবে। এর জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লগ্নির নতুন প্রকল্পে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্যের অধীনস্থ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে এই ঋণ দেওয়া হবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের সহায়তায় বেকার যুবক-যুবতীরা ছোটো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা খুচরো ব্যবসা শুরু করে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

চা-সুন্দরী

রাজ্যের ৩৭০টি চা-বাগানে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক স্থায়ীভাবে কর্মরত আছেন যাদের মধ্যে ৫০ শতাংশই মহিলা ও সিংহভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া ছাড়াও নিখরচায় বিদ্যুৎ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মিড-ডে মিল ও আরও বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের অনেকেরই টাকার অভাবে নিজের কোনো বাসস্থান নেই। তাই চা-বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের আবাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'চা-সুন্দরী' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে রাজ্য সরকার নিজের অর্থে চা-বাগানে স্থায়ীভাবে কর্মরত গৃহহীনদের জন্য এই আবাসনের ব্যবস্থা করবে। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

হাসির আলো

গত ৮ বছরে রাজ্যে ৯৯.৯ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে উপভোক্তাকে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, গরিব মানুষদের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত গরিব, তাদের কম দাম সত্ত্বেও বিদ্যুতের খরচ দিতে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়।

এইরকম গরিব মানুষের সহায়তার জন্য 'হাসির আলো' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। এই প্রকল্পে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব যাঁরা ত্রৈমাসিকে ৭৫ ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন (Life Line Consumer) তাঁদের সম্পূর্ণ বিনামুল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। রাজ্যের প্রায় ৩৫ লক্ষ গরিব পরিবার এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। এইজন্য ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

২০১১ থেকে ২০২০ সাল। সময়টা বড়ো কম নয়। ২০২১ এ পা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। যদিও অতিমারির প্রায় একটা বছর লক্ষ্যপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু পরিস্থিতি মোকাবিলায় কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি সরকার।

একদিকে আমফান। অন্যদিকে করোনা। সমস্যা জর্জরিত রাজ্যবাসীর পাশে সরকারি প্রকল্পের সহায়তার হাত।

জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তপশিলি ও আদিবাসী পরিবারের মানুষ প্রাণিপালনের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। যেসব অঞ্চলে জল অপ্রতুল সেখানে প্রাণিপালন আয়ের বড়ো উৎস। যদিও এই ব্যাপারে জল প্রয়োজন নিয়মিতভাবে, পরিমাণে কম হলেও।

জল সমস্যার বিষয়টিতে নজর দেওয়া হয়েছে।

জলসম্পদ ও ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মাধ্যমে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয় রাজ্য জুড়ে। ১০০ দিনের কাজের সুযোগ দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে এই প্রকল্প বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে। পুরোন জলাশয় সংস্কার ও নতুন জলাশয় কাটার ফলে প্রাকৃতিক জল ধরে রাখা হচ্ছে। মাছের চাষ, গবাদি পশু পালন, সেচের কাজ, পারিবারিক কাজ সবক্ষেত্রেই মূল্যবান জলসম্পদ ব্যবহার করা যাচ্ছে।

এইসব অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মাটির ওপর থেকে নিচের দিকে জল ক্রমশ গড়িয়ে চলে যায়। এই ঢালু ভূমির জলধারণ ক্ষমতাও কম। ফলে বর্ষায় জলের অপচয় ঘটে। এই জল ধরে রাখা জরুরি।

এই ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও সচেতনতার অভাব দেখা যায়। এই বিষয়টি অবহেলা করার ফলে সমস্যাগুলি সমাধানের পথ পাচ্ছে না। পরীক্ষামূলকভাবে কোথাও কোথাও কিছু কাজ হলেও ব্যাপকভাবে এর প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিপ্রযুক্তির সফল মেলবন্ধন প্রয়োজন। এই কাজ ক্ষেত্রীয় স্তরে করার জন্য সরকারিভাবে কৃষিপ্রযুক্তি সহায়ক নিয়োগ করা হচ্ছে।

একফসলি জমিগুলিকে সারা বছর ধরে ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। উদ্যানপালনের মাধ্যমে অল্প জলে সারা বছর জমির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। তবে সবধরনের জমিতে উদ্যানপালন সম্ভব নয়। এর উপযোগী করে তুলতে হলে অর্থের প্রয়োজন।

শুধুমাত্র আবহাওয়া-নির্ভর হয়ে থাকলে কৃষি-অর্থনীতি নতুন দিশা দেখাতে পারবে না। এই সত্য বাংলার প্রান্তিক এলাকার জমি-নির্ভর মানুষও বুঝতে পারছেন। নানা উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসতে চাইছে তারা। তাই শুধুমাত্র ধান চাষ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না তারা। নতুন নতুন ফল, ফুল, সবজি চাষেও এগিয়ে আসছে। সরকার নানাভাবে সাহায্য করছে। তৈরি হচ্ছে বহুমুখী প্রকল্প। কিন্তু যা কিছুই ভাবা হোক না কেন, জল সবথেকে আগে জরুরি বিষয়।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পাথুরে মাটিতে তৈরি হচ্ছে আমবাগান, বেদানাবাগান, ড্রাগন ফলের বাগান। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষেরা সমবেত উদ্যোগে এই ধরনের আয়সৃজনকারী কর্মে মেতেছে। শিখছে চাষবাস, উদ্যানপালন, প্রাণিপালনে স্বল্প জলের ব্যবহার। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সাহায্যে সাফল্যের দেখাও মিলেছে। এইভাবে জঙ্গলমহলের পরিশ্রমী মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে।

আগে যারা দল বেঁধে পুবে নাবাল খাটতে যেত, পশ্চিমাঞ্চলের রূপ ফিরিয়ে দিচ্ছে তারাই। আজ তারা ঘরমুখী। এক থালা ভাতের জন্য আজ তাদের ভাবতে হয় না। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। স্কুলে যাচ্ছে। পাচ্ছে খাবার, বই, জামা, জুতো। পাচ্ছে শিক্ষার আলো। গ্রামগুলোয় আলো আছে ঘরে ঘরে। খাবার জলও পৌঁছে গিয়েছে অনেক গ্রামের ঘরগুলোতে। কন্যাশ্রী ঘরের মেয়েদের জাগিয়ে দিয়েছে। স্বপ্ন দেখছে ওরা নিজের মতো জীবন গড়ে নেবার। শিক্ষাশ্রীর টাকা পাচ্ছে তপশিলি ও আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা। সবুজসাথীর সাইকেলের আশায় স্কুলছুটের সংখ্যা কমেছে। যেমন কন্যাশ্রীর ২৫,০০০ টাকার জন্য মেয়েরা স্কুল ছাড়ার কথা ভাবতেই পারে না। আজ আর এর জন্য প্রচারের দরকার পড়ে না।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান—এই তিনের প্রয়োজন সবার আগে। খাদ্য সুরক্ষার পাশাপাশি সরকার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। সরকারি সাহায্যে শহরে, গ্রামে সকলের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা হয়েছে। গত দশ বছরে হয়তো প্রকল্পের নামের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঘর পেয়েছে লাখো লাখো মানুষ।

ঘরে আলো এসেছে, মানে ২৫ ওয়াট আলো পাচ্ছে সরকারি অর্থে। পথঘাটের উন্নতি হয়েছে। জঙ্গলে ঘেরা গ্রামগুলো ঝা চকচকে পাকা রাস্তায় উন্নতির গল্প শোনাচ্ছে।

দূরকে কাছে নিয়ে গিয়েছে। পথের দুপাশে আলো। যানবাহনের সুবিধা বেড়েছে। মানুষ এখন নিজের মতো করে জীবন গড়েছে।

তবু প্রয়োজন ফুরোয় না। যতদিন যায় চাহিদার রকমফের ঘটে।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির শহর

আর গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার নিরিখে পার্থক্য অনেক কমেছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দুটি ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এসেছে। সড়ক, সেতু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল—সবক্ষেত্রে গত দশ বছরে চিত্রটা পাল্টে গিয়েছে। গ্রামগুলো সেজে উঠছে নতুন করে। ঘরে ঘরে টিভি, কম্পিউটার। হাতে হাতে স্মার্ট ফোন। অতিমারি আরও কম সময়ে বেশি করে 'ডিজিটাল বাংলা' গড়ে দিল। প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনে গ্রাম-শহর এক ছন্দে হাঁটছে। ছাত্রছাত্রীদের সরকার এখন ট্যাব/স্মার্ট ফোন কেনার জন্য টাকা দিচ্ছে। এর কোনও আর্থিক ভেদাভেদ নেই, অর্থাৎ পরিবারের আয়ের কোনও শর্ত নেই। একটু ভেবে দেখতে পারি আমরা। এই অতিমারির দীর্ঘ সময়ে সরকারের ভাঁড়ারেও সঞ্চয় তেমন হচ্ছে না। তার ওপর করোনা-মোকাবিলায় চার হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। নানা সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে অতিমারির মোকাবিলা করতে হচ্ছে সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে (উচ্চমাধ্যমিক) একটি করে ট্যাব বা ফোন-পিছু দশ হাজার করে টাকা দিতে যে মোট অর্থ ব্যয় হয় তার পরিমাণটা কম নয়।

প্রচুর মানুষ আজ কর্মহীন পুরোপুরিভাবে। অনেকেই অর্ধ-বেকার। অনেকের আয় এখন সামান্য। হঠাৎ করে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেক উচ্চবেতনের মানুষ। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। অভাবনীয় এই ঘটনার শিকার বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ। সেজন্য আগে দরকার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানো। অপচয় বন্ধ করতে মানুষের পাশে সরকার এগিয়ে এসেছে। নানাভাবে সমাজের নানা ক্ষেত্রের নানা স্তরের মানুষের জন্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে।

মাটির সৃষ্টি, স্নেহের পরশ, প্রচেষ্টা এই প্রকল্পগুলি করোনা আবহে নতুন করে শুরু হয়েছে।

১৩ মে, ২০২০, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এক নতুন প্রকল্পের। গ্রাম বাংলার গরিব মানুষকে আর্থিক সঞ্জীবনী দিতে পারে এই ঘোষণা। নতুন এই প্রকল্পের নাম 'মাটির সৃষ্টি'।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'দুরন্ত বৈপ্লবিক কর্মসূচি ঘোষণা করছি। জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের সঙ্গে বৈঠক করছি। ৫০০০০ একর জমি এতে আসবে। আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ এতে উপকৃত হবে। পরিবেশ বান্ধব প্রজেক্ট। নাম 'মাটির সৃষ্টি'। শুধু তাই নয়, তিনি জানান, ইতিমধ্যে ৬৫০০ একর জমিতে প্রাথমিক স্তরে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্টতই জানান, 'বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমানে অনেক জমি পড়ে রয়েছে। সরকারের ও কৃষকেরও। মাটি খুব রুক্ষ বলে কৃষকরা কিছু করতে পারেন না। আমরা প্ল্যান করেছি, এই মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষ, পশু পালনের মতো কাজ চলবে। স্থানীয় চাষিদের দশ-কুড়ি একর ও সরকারি জমি নিয়ে মাইক্রো প্ল্যান তৈরি করা হবে, কো অপারেটিভ গড়া হবে, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাজে লাগানো হবে। কোনও ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে না। ১০০ দিনের কাজে লাগানো হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও ঘোষণা করেন, লকডাউন উঠলেই বাংলার প্রতি জেলায় সার্ভে শুরু হবে। আর সেই সার্ভে হবে মহামারী-কেন্দ্রিক। ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে বাংলায় শুরু হবে এই সার্ভে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিভিন্ন মহামারীর ক্ষেত্রে এই সার্ভে কাজে লাগবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা কাজের প্রমাণ দিয়েই আত্মনির্ভর হয়েছি। সবাই বিদেশে অর্ডার দিয়েছে, আমরা ঘরে বসে থাকিনি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়েছিলাম। WHO-এর মান্যতা হিসেবেই আমরা পিপিই তৈরি করেছি। ৭.৫ লাখ পিপিই, ৪৫ লাখ মাস্ক তৈরি করেছি। ১৩.২ লাখ কর্মসংস্থান হল। ভারতের অন্যান্য রাজ্য তো করতে পারেনি। নেই আমাদের কিছু। তবু আমরা আশার আলো জ্বালাবার চেষ্টা করছি।'

লকডাউনের জেরে ভিনরাজ্যে আটকে রয়েছেন বাংলার অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক। চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'স্নেহের পরশ' নামে একটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন তিনি। সেই প্রকল্পের আওতায় ভিনরাজ্যে আটকে থাকা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে রাজ্য। এককালীন ১,০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়।

যাঁরা সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুযোগ-সুবিধা বা সামাজিক পেনশন পান না, সেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রচেষ্টা প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। এর মাধ্যমে মাথাপিছু এককালীন এক হাজার টাকা পাবেন ওইসব শ্রমিক।

এককথায় বলা যায়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু নয়, জীবনের যে কোনো বিপর্যয়ে, অতিমারিতে সরকারি প্রকল্প বড়ো ভরসা এই রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রীর ‘দুয়ারে সরকার’ ও ‘পাড়ায়-সমাধান’ বিশ্ব দরবারেও প্রশংসা লাভ করল

‘দুয়ারে সরকার’ এবং ‘পাড়ায় সমাধান’ এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে পৌঁছে গেল। ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচি শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ জনগণ পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইউনিসেফ এর উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিগণ এক ওয়েবনারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁদের কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে এই প্রকল্পগুলির সদর্থক দিকটি। শুধু তাই-ই নয়, এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে তৃণমূলস্তরে নিয়ে যাওয়ার সরকারি প্রচেষ্টারও প্রভূত প্রশংসা করেন এইসব সংস্থার মুখপাত্ররা। তাঁরা প্রত্যেকেই এই অভিনব সরকারি কর্মসূচিকে এক অনবদ্য প্রয়াস বলে অভিহিত করেন। অতিমারির অবসানে এঁরা প্রত্যেকেই এই রাজ্যে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যাতে এইরকম এক কর্মসূচির প্রয়োগ ও তার উপযোগিতাগুলি তাঁরা স্বচক্ষে দেখতে পারেন।

এই বিশাল কর্মসূচির দুটি ভাগ আছে, (১) 'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান'। 'দুয়ারে সরকার' মূলত সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার দুয়ারে পৌঁছবার প্রয়াস। এই কাজে তৃণমূল স্তরের পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসগুলিকে নিয়ে সরকারের ১২টি মূল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প রূপায়ণের ফাঁকগুলিকে বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এবং যারা বিভিন্ন কারণে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা এখনও সঠিকভাবে পাননি, তাঁদের দোরগোড়ায় গিয়ে এই সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকার

১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্প পাঁচ পর্যায়ের পরে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-তে শেষ হয়েছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সরকারি প্রচেষ্টা এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছে। রাজ্যের কয়েক কোটি মানুষের কাছে এই প্রকল্প পৌঁছে গেছে যার জন্য এই উদ্যোগকে, বিশ্বের এক অনবদ্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান প্রচেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

পাঁচ দফা কর্মসূচির পর দেখা গেছে এক রেকর্ড সৃষ্টিকারী কয়েক কোটি লোক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এ ব্যাপারে বলা যায়, এই কর্মসূচি কিন্তু এখনও পূর্ণমাত্রাতেই চালু রয়েছে। তাই আশা করা যাচ্ছে প্রকল্প শেষ হলে আরও কয়েক লক্ষ লোককে এই পরিষেবার আওতায় আনা যাবে। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মাধ্যমে ১২টি মূল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পকে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে যে সব নাগরিক এইসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এই প্রকল্পগুলির আওতায় আসতে পারেননি, তাঁদেরকে এই সুরক্ষা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'দুয়ারে সরকার' এ যে ১২টি মূল প্রকল্প আছে এক নজরে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হল,

দুয়ারে সরকারের প্রকল্পগুলির নাম

১) খাদ্যসাথী, ২) স্বাস্থ্যসাথী, ৩) জাতিগত শংসাপত্র, ৪) শিক্ষাশ্রী, ৫) জয় জহর, ৬) তপশিলি বন্ধু, ৭) কন্যাশ্রী, ৮) রূপশ্রী, ৯) ঐক্যশ্রী, ১০) ১০০ দিনের কাজ, ১১) কৃষক বন্ধু, ১২) মানবিক।

দুয়ারে সরকার পরিষেবার জন্য প্রায় ৩৩ হাজার ক্যাম্প বসানো হয়। যেখানে ২ কোটি ৭৫ লাখের বেশি লোক এইসব ক্যাম্প থেকে পরিষেবা নিতে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পাখির চোখের মতো নজরে রেখেছেন প্রতিটি পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গের শেষ জনপদ অবধি যাতে পৌঁছতে পারে তার প্রতি।

(১)	খাদ্যসাথীতে	পরিষেবা দেওয়া হয়েছে	২০,১৩,৬৩৯ জনকে
(২)	স্বাস্থ্যসাথীতে	”	৮৫,১৩,০০৬ ”
(৩)	জাতি-উপজাতি	সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে	২২,১০,৭৮০ ”
(৪)	শিক্ষাশ্রী	”	৩১,১০১ ”
(৫)	জয় জহর	”	৭,৯২১ ”
(৬)	তপশিলিবন্ধু	”	৩৯,৮৮৬ ”
(৭)	কন্যাশ্রী	”	৩,৬৫,২৫৪ ”
(৮)	রূপশ্রী	”	৯৮,৮৭৬ ”
(৯)	ঐক্যশ্রী	”	৫,৪৮,৪৭৭ ”
(১০)	১০০ দিনের কাজ	”	১২,১২,৯৩০ ”
(১১)	কৃষক বন্ধু	”	১১,২৫,৫৭৯ ”
(১২)	মানবিক	”	৪৬,২৩৯ ”

পাড়ায় সমাধান

'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি যা কিনা সমান্তরালভাবে চলেছে। এটি মূলত গঠিত হয়েছে শহরবাসীকে বিবিধ পরিষেবা দেওয়ার জন্য। শহরাঞ্চলের মানুষকে পুরসভা বা সিভিক বডিগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবারের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার, কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের যুক্ত

করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতার দিক (technological inputs)—যেমন আইটি সিস্টেম, জিপিএস সিস্টেম ইত্যাদি এগুলোর মাধ্যমে এক সফল এবং দ্রুত সাহায্য প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে টাস্ক ফোর্স তৈরি করে এর সময়ভিত্তিক প্রয়োগ ও পরিষেবা প্রদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে এই প্রকল্পগুলির ব্যয় বৃদ্ধি লক্ষণীয়। ২০০৯-১০ সালে সামাজিক সুরক্ষা খাতে তদানীন্তন সরকার ১১,৮৭৫ কোটি টাকা খরচ করে। বর্তমান সরকার ২০১৯-২০ সালে বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে সেটি নিয়ে যায় ৬৩,৮৯৬ কোটিতে। পূর্বতন সরকার থেকে এটি ৪৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকেই এই প্রকল্পের গুরুত্ব কত তা বোঝা যায়।

এই কর্মসূচির পিছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছে তা হল এই সরকারের মানুষের কাছে পৌঁছাবার এক পর্বতপ্রমাণ অঙ্গীকার। সরকারি প্রকল্প শুধুই কাগজে-কলমে বন্দি থাকবে, তা রূপায়ণ করতে লাগে এক দীর্ঘসূত্রিতা—এই অপবাদ ঘোচাতে পেরেছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক সুকঠিন প্রশাসন। 'পাড়ায় সমাধান' নামক এক নতুন নীতি প্রচলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, এই কাজগুলির সার্থক রূপায়ণই সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারবে। সেই ভাবনা থেকেই এই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ কারণেই এই কর্মসূচিটি এত দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পাড়ায় সমাধানের প্রকল্পগুলির নাম

১) পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা, ২) পানীয় জল, ৩) বিদ্যুৎ ও রাস্তার আলো, ৪) রাস্তা, ৫) নিকাশি ব্যবস্থা, ৬) চিকিৎসক

পরিশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক। 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান', রাজ্য সরকারের এই দুটি প্রকল্পই দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে এগুলিকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করার জন্য। বিগত ২/৩ মাস ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি—কিভাবে হাজারে হাজারে লোক তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পগুলিতে জড় হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন, সারা বাংলার ৩৪২টি ব্লক, ১১টি পুরসভা, ৭টি পৌর কমিশন, ৩৯টি সরকারি দপ্তরকে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সরকারি পরিষেবা জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেবার প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এই সরকারের প্রাক-নির্বাচনী কোনও নির্বাচনী-প্রচার মূলক কর্মসূচি নয়।

এই বিষয়ে একটি গুরুতর প্রসঙ্গ অবতারণা করার প্রয়োজন। ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় West Bengal Right to Public Services Act 2013 আইনটি প্রচলন করেন। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পই যাতে জনগণ পরিষেবা রূপে পেতে পারে তার রূপায়ণ করা। 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' এই দুটি কর্মসূচিই ওই দায়বদ্ধতার ফসল।

প্রকল্প অনুসারে জেলাভিত্তিক সাফল্য

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	পরিষেবা প্রদান					
		(১) খাদ্যসাথী	(২) স্বাস্থ্যসাথী	(৩) জাতিগত শংসাপত্র	(৪) শিক্ষাশ্রী	(৫) জয় জোহার	(৬) তপশিলি বন্ধু
১.	আলিপুরদুয়ার	৪৪৮০৯	১০৭২৭৬	৫৬৫২৪	৩৬৮	৭৭৭	৭৯০
২.	বাঁকুড়া	৯৮২৭৬	২৭৯৩১৯	৫৭০১১	২২৮৭	৫৮২	২৭৫৩
৩.	বীরভূম	১৩৬৩১৮	২৪৬৯৭২	৩৮৪৮৪	১২১৪	৪২৬	৩১৮৪
৪.	কোচবিহার	৩৮৩৪৬	১৫৪৮২৩	১৬৭৬৮৪	১৪৪০	০	১৮৮০
৫.	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	১৫৮৫২৪	৭৪৮১০৬	৩৪০৩৫৯	৪৩৪৪	৮২	৬৩০৫
৬.	দক্ষিণ দিনাজপুর	১৩২৮৩	৯৭০১৪	৭০১১২	১৩৫৪	৪৪১	১৪৩৬
৭.	দার্জিলিং	৩৯২৪৭	১৬৬৭৮৯	৩৬৯৭৯	৯৮১	৮৩২	২১৮
৮.	হুগলি	১৬৩০০০	৪৫৯৩৪৯	১২৩৫৯৩	১২৭১	১৭৬	১৬৭৮
৯.	হাওড়া	৭৯৮১৫	৫৯৯৬৫৬	৪৫৯৫৯	৫৩৫	২	১২০০
১০.	জলপাইগুড়ি	৪৭৫০৮	৬৫৭৬২	১০৩২৩৬	২৪৯৪	৭৮৩	৩৪০৭
১১.	ঝাড়গ্রাম	১৫১৬০	৯৯৩৫১	১৬৯৩৯	৬০০	৯৮৩	৮২১
১২.	কালিম্পং	৭০৯৭	২০৭৯৩	৮৩৭৪	১৪	৭৩	১৮
১৩.	মালদা	৯১৯৪৫	৩৫৩৮০২	১৭৬৭৫৭	১১২৯	২৮১	২২৪৩
১৪.	মুর্শিদাবাদ	৭৬১৩৪	৯৭১৬০৪	১০০৩৬৩	৮২০	৫২	১০০৮
১৫.	নদিয়া	১৩৮১৫৪	৪০৫৮৫০	১৬৮১২৪	২২৫৩	৩২	১২৮৮
১৬.	পশ্চিম বর্ধমান	৫৬৫৯৪	৪৩৪৫৪৯	৫৯৭৫৯	৫২৪	১২৭	৮৫৩
১৭.	পশ্চিম মেদিনীপুর	১৪৪৪৪২	৩৫৬৪৯৬	৫০৭৮৮	৯৯৫	৬৮৬	১৪৫২
১৮.	পূর্ব বর্ধমান	১৬৯৮৭১	৪৩৯৩১৫	৮৪১৪৫	২৩০৬	২৭৮	২৫৭৭
১৯.	পূর্ব মেদিনীপুর	১২৮০৯৩	৪৪৭৮৬৪	৬২৯৮৮	৮১৫	৪৪	১৮৮৪
২০.	পুরুলিয়া	৯৯৮৪৮	২৩৫৮৩৫	৯৭৮৩৪	৭৮৭	১০৬২	৬৩৯
২১.	উত্তর ২৪ পরগনা	১৪৪৬৯৮	১০৬৩৬৫৭	১৪২০৪১	২৮০২	৬৮	২৫৬৮
২২.	উত্তর দিনাজপুর	৮০৩৩৮	১৮৮৪৮৪	১৯৬৩৬৪	১১৮৯	১৩১	১৩৭৮
২৩.	কলকাতা	৪২১৩৯	৫৭০৩৪০	৬৩৬৩	৫৭৯	৩	৩০৬
	মোট	**২০১৩৬৩৯**	**৮৫১৩০০৬**	**২২১০৭৮০**	**৩১১০১**	**৭৯২১**	**৩৯৮৮৬**

প্রকল্প অনুসারে জেলাভিত্তিক সাফল্য

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	পরিষেবা প্রদান					
		(৭) কন্যাশ্রী	(৮) রূপশ্রী	(৯) ঐক্যশ্রী	(১০) ১০০ দিনের কাজ	(১১) কৃষকবন্ধু	(১২) মানবিক
১.	আলিপুরদুয়ার	৫৫৫৯	৩২২৮	৪৫২৩	১০৬৬৪৪	১০৩৫১	৭৪৭
২.	বাঁকুড়া	১৮১২২	২৭৩৮	৭১৬৯	১০৮৬৪	৪১০৯৮	১৬১৬
৩.	বীরভূম	১৪৩০৩	২৫৪১	২৬৮১৫	৪০০৩৫	৭২১০৪	২৩৭৬
৪.	কোচবিহার	১৪৪৮৮	৫৩২৪	১২৫০২	১০১৪০৩	৪৫৫৭২	১৭৮৯
৫.	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৩৭৮০৪	৯১৮০	৮৯৭১৫	১৫১৪৭৯	৮০৩০২	৪২৯২
৬.	দক্ষিণ দিনাজপুর	৭৮২১	১৯৪৬	১৩৯১৩	১৮২১৫	২২১৭৭	৮৬৪
৭.	দার্জিলিং	৩৫৯৪	১৩৪২	৩৮৮	২৫৭৫৭	১৩২৫	৪৩৪
৮.	হুগলি	২৪০১৪	৪১৪৯	১৯০৭৯	৪৫৮৪৯	৭৭৯৯৯	১১৬৭
৯.	হাওড়া	১৮৩৬৬	৫১২৮	২৬১৪১	১৫৩৭৫	২৫২৯০	৭৯৭
১০.	জলপাইগুড়ি	৮০১৬	২৭০৮	৪৩৭১	১৬৬০৯৬	১১৯০৫	১১৮৯
১১.	ঝাড়গ্রাম	৫২৮১	৮২০	৮৪৯	১৯৮৮০	২৮৪২৭	৭৪৯
১২.	কালিম্পং	১৯১	১৭৪	৭০১	১০২২৩	১৯৭০	৩৮৩
১৩.	মালদা	১২১৬৪	৬৮০৮	৩৭৮৮৯	১০৪৬৮	৩২৭৪৬	১৮০৭
১৪.	মুর্শিদাবাদ	১১৯৩৩	১৪১৩০	৯৫০৯২	৭৫৬০১	১৪৯৪৯৫	১৩০০৮
১৫.	নদিয়া	৩৪৭৪৩	৫২০০	৩৯৬৬৬	৫১৮২২	৪৬৯২৭	২১০৩
১৬.	পশ্চিম বর্ধমান	২৬৫৮	১৮৫৮	৫৫৬৭	৫৭৪৬	৭৬৭২	১২৯৮
১৭.	পশ্চিম মেদিনীপুর	১২২৭৮	৪৫৮৭	১২৪১১	৮৭৯৭০	১১৮৯৭০	১৫৬৫
১৮.	পূর্ব বর্ধমান	১৮২২৬	৪৪৩৮	২৬০০১	৩৮৯৪২	৮৯৯৮৪	১১০২
১৯.	পূর্ব মেদিনীপুর	২১১৬৯	৪৭৭৮	২১৫৩৯	৬৬০২৪	৮৮৪০০	১৫৮০
২০.	পুরুলিয়া	৪৫৮৭	২৩০৮	৯৬৭৫	৩৬২৪৫	৩৮৬৬৮	২৫৮৩
২১.	উত্তর ২৪ পরগনা	৪১৪০১	৮৩৬৩	৪৪২০২	৯২০৭১	৭৮০৪৩	২১৫২
২২.	উত্তর দিনাজপুর	১৯৬৩৫	৪৪০৪	৩৮৭২০	৩৬২২১	৫৬১৫৪	২০৬৫
২৩.	কলকাতা	২৮৯০১	২৭২৪	১১৫৪৯	০	০	৫৭৩
	মোট	**৩৬৫২৫৪**	**৯৮৮৭৬**	**৫৪৮৪৭৭**	**১২১২৯৩০**	**১১২৫৫৭৯**	**৪৬২৩৯**

প্রতিবেদক :- সাহানা নাগ চৌধুরী

তথ্যসূত্র : দুয়ারে সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ প্রকাশিত

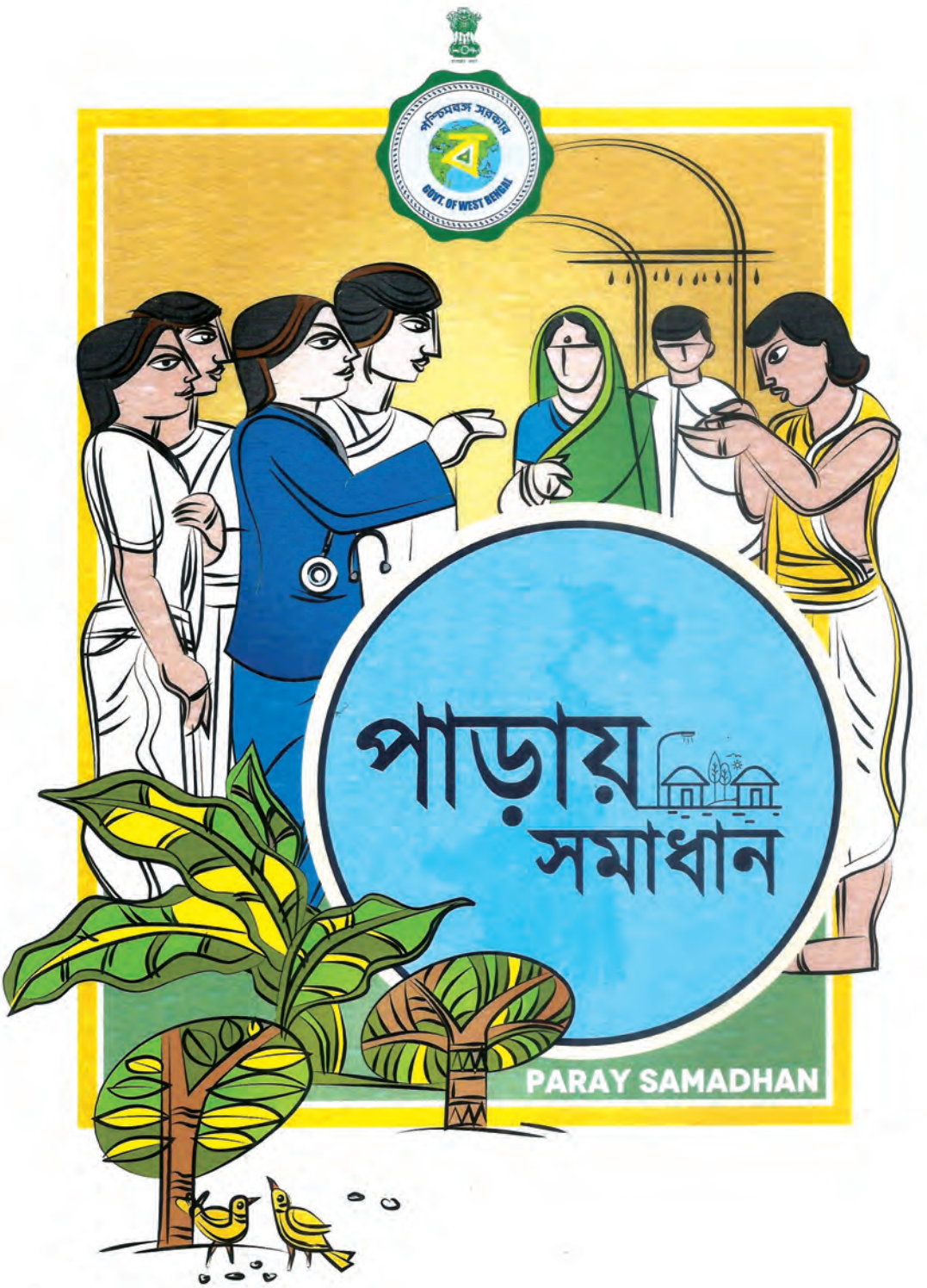

‘দুয়ারে সরকার’-এর সাফল্যের পর সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছতেই নতুন কর্মসূচি নিল রাজ্য সরকার। ‘দুয়ারে সরকার’-এর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হচ্ছে। তেমনি ‘পাড়ায় সমাধান’-এর মাধ্যমে এলাকাগত সমস্যার সমাধান।

২৮ ডিসেম্বর ২০২০-তে বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক সময়ই কোনও এলাকার স্কুলে ক্লাসরুমের দাবি থাকে বা এলাকায় শৌচাগারের দাবি থাকে, কোথাও জলের সমস্যা দেখা দেয়, গ্রামীণ হাসপাতালে হয়ত অ্যাম্বুল্যান্সের অভাব রয়েছে, সেই সব ছোট ছোট সমস্যার সমাধান হবে এই 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির মাধ্যমেই।

ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য ১০ হাজার আবেদন জমা পড়ে গিয়েছে। সরকারের তরফে গঠন করা হয়েছে টাস্ক ফোর্সও। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মতো 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলবে। প্রসঙ্গত, 'পাড়ায় সমাধান' এর আওতায় ১০১৮০টি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, নতুন করে ছোট ছোট কাজ করার জন্যই এই পাড়ায় পাড়ায় কর্মসূচি। অর্থাৎ, বড় কোনও প্রকল্প নয়, ছোট ছোট কাজ শেষ করা হবে এই কর্মসূচিতে। ২ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এই কর্মসূচির জন্য পৃথক টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে। দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে রাজ্য সরকার বিপুল সাড়া পেয়েছে। সেই কারণেই নতুন করে 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি ঘোষণা করছে রাজ্য সরকার।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক কাজই থাকে, যেগুলি ছোটখাটো বিষয়। সহজে সেই কাজগুলি করে দেওয়া সম্ভব হয়। সেই কাজগুলিকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। বড় ধরনের প্রকল্প নয়, ছোট সরকারি কাজ সেরে ফেলাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়বরাদ্দ (কোটিতে এবং শতাংশে)

	ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যয় (কোটিতে)		শতাংশ		বৃদ্ধি
	২০০৯-১০	২০১৯-২০	২০০৯-১০	২০১৯-২০	(%)
সামাজিক পরিষেবা	৫৮৩৮	৩৮৪৯০	৪৯	৬০	৫৫৯
পরিকাঠামো	২৮৮৭	৬৮০৩	২৪	১১	১৩৬
কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্র	৩১৫০	১৮৬০৩	২৭	২৯	৪৯০
মোট	১১৮৭৫	৬৩৮৯৬	১০০	১০০	

ব্যাপ্তি ও প্রসার

ব্লক	৩৪২
পুরসভা	১১৮
পুরনিগম	৭
দপ্তর	৩৯
সমাধান	১০১৮০
* ইতিমধ্যেই ২ কোটি মানুষ উপকৃত	

যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে
১০,১৮০ টি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে

	কাজ শেষ	চলছে	পুনরায় দরপত্র প্রক্রিয়া
পরিকাঠামোগত	১৬৫৫	৬৪১৫	৩৪৫
ম্যান পাওয়ার	৫১৮	-	-
সরবরাহ	৬৫৩	৫৯৪	-

বিভাগ অনুযায়ী পরিকল্প (সংখ্যা ও শতাংশে)

পরিকাঠামোগত	৮৪১৫	(৮৩%)
ম্যান পাওয়ার	৫১৮	(৫%)
সরবরাহ ও পরিষেবা	১২৪৭	(১২%)

উপবিভাগ অনুযায়ী পরিকল্প

সড়ক ও সেতু	৩০৬৬	(৩০%)
নিকাশি	১৩৫৫	(১৩%)
পানীয় জল	১৯৪৭	(১৯%)
শিক্ষা	৪৪২	(৫%)
বিদ্যুৎ ও রাস্তার আলো	১২৭০	(১৩%)
স্বাস্থ্য	৬৩৯	(৬%)
সেচ	৮৭	(১%)
অন্যান্য পরিকল্পনা	৮৩৯	(৮%)
শৌচালয়	৫৩৫	(৫%)

পরিকল্পের অবস্থা (সংখ্যা ও শতাংশ)

কাজ শেষ ২০০৮ (২৩%)

সম্ভাব্য জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

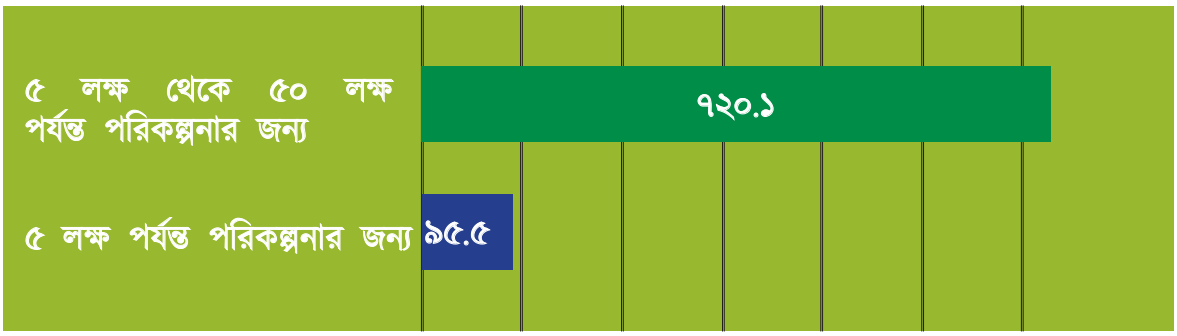

পরিকল্পের হিসাব (সংখ্যায়)

পরিকাঠামোগত	৮৪১৫
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পরিকল্প	৫৫০৮
তার মধ্যে, শেষ হয়েছে	১৫৯৪
কাজ চলছে	৩৮৭৯
পুনর্বার দরপত্র হয়েছে	৩৫

৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের পরিকল্প ২৯০৭	
তার মধ্যে, শেষ হয়েছে	৬১
কাজ চলছে	২৫৩৬
পুনর্বার দরপত্র করা হয়েছে	৩১০
ম্যান পাওয়ার	৫১৮
চিকিৎসক ও নার্সদের পোস্টিং শেষ হয়েছে	৪২৫
অন্যান্য দপ্তরের পোস্টিং সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়েছে	৯৩

সরবরাহ ও পরিষেবা ১২৪৭	
কাজ শেষ	৬৫৩
কাজ চলছে	৫৯৪

দুয়ারে সরকারের আগে

দুয়ারে সরকারের পরে

"পাড়ায় সমাধান" প্রকল্পের জেলাভিত্তিক সাফল্য

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	পরিকাঠামো	ম্যান পাওয়ার	সরবরাহ ও পরিষেবা	মোট
১	আলিপুরদুয়ার	১১৪	২৭	২	১৪৩
২	বাঁকুড়া	৪১৭	৩৫	৫৫	৫০৭
৩	বীরভূম	৫৫৭	৩১	৫৭	৬৪৫
৪	কোচবিহার	২৭৭	২৬	১৬	৩১৯
৫	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৮০২	৩১	১৭২	১০০৫
৬	দক্ষিণ দিনাজপুর	১১৬	১০	১১	১৩৭
৭	দার্জিলিং	২৪৯	৩	৪	২৫৬
৮	হুগলি	৩৫৭	৪৮	৩৬	৪৪৩
৯	হাওড়া	২৪১	২৪	৯	২৭৪
১০	জলপাইগুড়ি	১৭৪	১৯	৫	১৯৮
১১	ঝাড়গ্রাম	১৩৬	১৬	১২	১৬৪
১২	কালিম্পং	৭৫	৩	৩	৮১
১৩	কলকাতা পুরসভা	১৩৬	২২	৭৬	২৩৪
১৪	মালদা	৩২৮	৪৫	১৬	৩৮৯
১৫	মুর্শিদাবাদ	৩৯৫	৫৩	১৩৬	৫৮৪
১৬	নদীয়া	৩৯৯	২১	১৮৩	৬০৩
১৭	পশ্চিম বর্ধমান	৪৫৩	৩৫	৫১	৫৩৯
১৮	পশ্চিম মেদিনীপুর	২৫২	১৩	৭২	৩৩৭
১৯	পূর্ব বর্ধমান	৩৩০	৭০	৪১	৪৪১
২০	পূর্ব মেদিনীপুর	২৫২	১৩	৭২	৩৩৭
২১	পুরুলিয়া	৭৯৬	৬৬	৪০	৯০২
২২	উত্তর ২৪ পরগনা	২১৮	২১	১৬	২৫৫
২৩	উত্তর দিনাজপুর	৮৯৯	৩৫	৫৬	৯৯০

তথ্যসূত্র : পাড়ায় সমাধান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

নতুন আলোয় বাঁকুড়া

আদিবাসীদের ১০০ শতাংশ বৃত্তি

২৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে বাঁকুড়ার খাতড়ায় একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী যেসব প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেন তাতে প্রায় ৩৫৩ কোটি টাকা খরচ হবে। এছাড়া এই মঞ্চ থেকেই ২১ জনকে প্রতীকী পরিষেবা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

এদিন তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রকল্প—দুয়ারে দুয়ারে সরকার, যা থাকবে মানুষের কাছে মানুষের প্রয়োজনে। সব ব্লকে ক্যাম্প তৈরি হবে। মানুষের যা দরকার তা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত প্রাপকের তালিকা তৈরি হবে। বাঁকুড়া জেলায় এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী এদিন পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন যে, যে সমস্ত পরিষেবার সুবিধা এখনও মানুষের কাছে পৌঁছনো যায়নি, ৩০ জানুয়ারি গান্ধিজির তিরোধান দিবস পর্যন্ত তা বিলি করার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনও মানুষ বলেন, তিনি একটি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাহলে তিনি ওই প্রকল্প পাওয়ার যোগ্য হলে তাঁকে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করত হবে। জনগণনার কাজ যেমন চলছে তেমনই শিবির করে এই কাজও ওই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। স্কলারশিপ বিলির কাজও আর ফেলে রাখা যাবে না। স্কলারশিপ হবে 'হান্ড্রেড পারসেন্ট'।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে রাজ্যে ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, এ রাজ্যে একজনও অস্থায়ী কর্মী কর্মহীন হয়ে পড়েননি। চুক্তির ভিত্তিতে যাঁরা এ রাজ্যে প্রশাসনিক কাজে যুক্ত তাঁদের শুধু যে আমরা ৬০ বছর পর্যন্ত কাজের সুযোগ করে দিয়েছি তাই নয়, অবসরকালে তাঁরা পাবেন এককালীন ৩ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, গত কয়েকমাস করোনার কারণে সমস্তই বন্ধ ছিল—বহু রাজ্যে ৩০ শতাংশ বেতন কমে গিয়েছে। কোথাও ১ দিনের বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে এসবের কোনোটাই হয়নি। যাদের খড়, টালি বা মাটির বাড়ি আগে তাদের পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে।

এই রাজ্যে মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। বাংলায় বেকারত্ব কমেছে ৪০%, যখন দেশে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ। ৩২০০০ পরিযায়ীকে কাজ দেওয়া হয়েছে, সারা বাংলা জুড়ে এই কাজ হয়েছে। মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ীকে কাজ দেওয়া হয়েছে। ৯ বছরে ৯ বারের বেশি আমি এসেছি বাঁকুড়ায়। মুকুটমণিপুর কত সুন্দর হয়ে গেছে। আমাদের সরকার মুকুটমণিপুর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করেছে। খেলার স্টেডিয়াম, ব্লাড ব্যাংক থেকে শুরু করে, সাবস্টেশন, কমিউনিটি হল থেকে শুরু করে রাস্তা সব কিছু হয়েছে। আজও এই জেলায় একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও শিলান্যাস হল। এলাকায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হলে তার পরিবারকে সরকারের তরফে ২.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে হোম গার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। মাওবাদী হানায় যারা নিরুদ্দেশ তাদের পরিবারকেও ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অনেক মাওবাদীরা মূল স্রোতে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। জঙ্গলমহলে জুনিয়র কনস্টেবলের চাকরি পেয়েছে ১০,০০০ ছেলে-মেয়ে। তাদের মধ্যে ৫০০০ এখন সিনিয়র কনস্টেবল।

সিভিক ভলেন্টিয়ার, আশা কর্মীদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে। পুরোহিতদের ভাতা দেওয়া হয় ১০০০ টাকা, আগামী দিনে এটা ২০০০ টাকা করা হবে।

বাঁকুড়ার বিখ্যাত ডোকরা, মৃৎশিল্প-সহ বাঁকুড়ার ঘরানা নিয়ে আমরা একটা আর্কাইভ করছি। এছাড়া সব মন্দির মসজিদ গির্জা একত্রিত করে একটি মানচিত্র করা হচ্ছে। আমরা মাটির সৃষ্টি প্রকল্প নিয়েছি, শুকনো জায়গা যেখানে ফলন হয় না সেই মাটি উর্বর করে ফসল ফলানো হবে। এই জেলায় ৮ হাজার বিঘা জমির ওপর এই কাজ হচ্ছে। আগামী দিনে কয়েক হাজার কর্মসংস্থান হবে। আইসিইউ, সিসিইউ, মহকুমা হাসপাতাল, এইচডিইউ, পলিটেকনিক কলেজ, মডেল স্কুল হয়েছে। অনেক

পরিবার পাট্টা পেয়েছে, ৩০টি ক্লাস্টার হয়েছে। এছাড়া কর্মতীর্থ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে, যখন ফ্রেট করিডর চালু হবে।

আগে বাঁকুড়ার ১৫% লোক পানীয় জল পেত। এই সরকার ৪০০০ কোটি টাকা খরচ করে ৭৫% লোকের ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে। ২০২২ এর মধ্যে বাকি ২৫%-ও পানীয় জল পাবে। প্রচুর জল প্রকল্পের কাজ নেওয়া হয়েছে। দিনে ৫.১১ লক্ষ মানুষ পানীয় জল পাবেন। ১৬০০০ কিমি গ্রামের রাস্তা সারাই করা হচ্ছে, গ্রামের রাস্তায় লরি চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ৩০টির বেশি ক্যানেল সেচের ব্যবস্থা ও ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। এছাড়া এই জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি কলেজ, পৃথক স্বাস্থ্য জেলা, ৬টি আইটিআই হয়েছে। ৯৯% কিষান ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। আগামী জুন পর্যন্ত বিনা পয়সায় রেশন পাবে, তারপর আমরা আরও বাড়িয়ে দেব।

৫ কোটি টাকা দিয়ে আজ বাউড়ি কালচারাল বোর্ড গঠন করা হল। কয়েকদিনের মধ্যে মতুয়া ও বাগদি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডও হবে। এছাড়াও আমরা তরাই ডুয়ার্স, নমঃশূদ্র বোর্ড আগেই করে দিয়েছি। আমরা স্কুলের মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী-১, কলেজের জন্য কন্যাশ্রী-২ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কন্যাশ্রী-৩ চালু করেছি। ৭০ লক্ষ মেয়ে উপকৃত হয়েছে। তপশিলিরা শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ (উপকৃত ৭২ লক্ষ), সংখ্যালঘুরা ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ (উপকৃত ২ কোটি), সাধারণরা স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় সাড়ে ৭ কোটি লোক চিকিৎসার জন্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকা কভারেজ পাচ্ছেন। এই কার্ড থাকলে ভেলোরেও চিকিৎসা করাতে পারবেন। সবুজশ্রী প্রকল্পে চারা দেওয়া হয়, মানুষ মারা গেলে সৎকারের জন্য ২০০০ টাকা দেওয়া হয়, স্কুল পড়ুয়াদের বিনামূল্যে বই, খাতা, ব্যাগ, জুতো, সাইকেল দেওয়া হয়। বাংলায় স্কুল-ছুটের হার অনেক কমে গেছে। কৃষকদের ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হয় বছরে, কোনও কৃষক মারা গেলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। বাংলায় শস্যবিমার জন্য এক টাকাও কৃষককে দিতে হয় না। ২ লক্ষ লোকশিল্পীকে আমরা ১০০০ টাকা করে ভাতা দিই। এত সুবিধা এত উন্নয়ন আর কোনও রাজ্যে দেখবেন না।

আগামী দিনে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও রাজ্যে ছুটি থাকবে, ওখানে একটা মূর্তিও করা হবে।

যতদিন থাকবো মানুষের কথা ভাববো। যখন থাকবো না নতুন টিম করে দিয়ে যাব, বাংলার মানুষের বদনাম করতে দেব না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে একটা করে বাইকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, পিছনে একটা বাক্স থাকবে, সেখানে আপনি আপনার জিনিস নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন—এর নাম কর্মই ধর্ম, আমাদের নতুন প্রকল্প। ২ লক্ষ মানুষকে দেওয়া হবে। ফলে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের খাদ্যের যোগান হবে। আমি মনে করি কোনও কাজই ছোট নয়। কৃষক বন্ধু প্রকল্পে খরিফ শস্যের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দেওয়া হচ্ছে জানুয়ারির মধ্যে, মে মাসের বদলে।

২৪ নভেম্বর বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির ছিলেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্র সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য পুলিশের আই জি সঞ্জয় সিং, জেলাশাসক, জেলার সমস্ত এসডিও, বিডিও, বিধায়ক এবং পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন একেবারে দপ্তর ধরে ধরে সমস্ত কাজের খতিয়ান জানতে চান জেলার বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিশেষভাবে কয়েকটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের (বিএসকে) বিষয়ে। তিনি বলেন, বাঁকুড়া জেলায় ২১০টি বিএসকে চালু হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে সরকারি পয়সায় ৩৮টি বিভাগের ২২৪টি সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ও সহায়তা পাবেন সাধারণ মানুষ। এই কেন্দ্রগুলি তৈরি হয়েছে সমস্ত ব্লক অফিস, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে। প্রতি কেন্দ্রে কম্পিউটার এবং দুজন করে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর থাকছেন। আগে তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকে এই সুযোগ পেতেন মানুষ। কিন্তু তার জন্য তাঁদের পয়সা খরচ করতে হত। বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে একেবারে নিখরচায় মানুষ সমস্ত সরকারি পরিষেবা পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনের সভায় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের বলেন, দীর্ঘদিন পঞ্চায়েত সমিতিকে কোনও কাজ দেওয়া হত না। ১৪তম কমিশনে অনেক লড়াই করে আমরা এটা অনুমোদন করিয়েছি। পঞ্চায়েতের টাকার ১৫ শতাংশ জেলা পরিষদ এবং ১৫ শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতি পাবে। কাজের সুযোগ যখন পেলেন ভালো করে কাজ করতে হবে। এলাকায় বার্তা পৌঁছে দিতে হবে আপনাদের।

এদিনের বৈঠকে আরও একটি বিশেষ আলোচিত বিষয় ছিল মাটির সৃষ্টি প্রকল্প। কী এই মাটিরসৃষ্টি প্রকল্প? মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে অনাবাদি জমি হয়ে উঠবে সুজলা-সুফলা। পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলায় কাজ শুরু হয়েছে মে মাস থেকে—পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর। আর এই কয়েক মাসের মধ্যেই চোখে পড়ছে পরিবর্তন। ঘুরতে শুরু করেছে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর মানুষের জীবনের চাকা।

বাঁকুড়া জেলায় ১৭১৬ একর জমি বাছাই করা হয়েছে। এতে ৪২ হাজার ৫০০টি গ্রাম উপকৃত হবে। ২৪টি কৃষক গোষ্ঠী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২ লক্ষ গাছ লাগানোর কাজ শেষ। আম, কাঁঠাল, নিম, নারকেল, লেবু, আমলকি—কী নেই? ৭টি নতুন মৎস্যচাষ প্রকল্প চালু হয়েছে এরকম জমিতে। ৩ মাসের মধ্যে শাকসবজি বিক্রয় করে ১৪ লক্ষ টাকা আয় করেছেন কৃষকেরা। মোট ব্যয় ৭.৯৬ কোটি টাকা এবং ২ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পে ৮-১০টি বিভাগের সমন্বয়ে কাজ হলেও লোকাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে 'জল ধরো জল ভরো' বিভাগ। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, শুষ্ক ঋতুতে নতুন করে আর গাছ না লাগিয়ে এখন পর্যন্ত যতটা কাজ এগিয়েছে সেখানকার কাজেরই রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়া হোক।

এরপরে মুখ্যমন্ত্রী পথশ্রী অভিযান সম্পর্কে বিশদে বলেন। তিনি জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকে ৬৫-৭০ হাজার কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুন এবং ভগ্নপ্রায় মিলিয়ে আড়াই লক্ষ কিমির বেশি রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাজ্য পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন সরাসরি নির্দেশ দেন,

গ্রামের রাস্তা দিয়ে কোনও লরি বা ট্রাক জাতীয় ভারী যান চলাচল করবে না। কারণ, এতে রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ১৬,১০০ কিলোমিটার রাস্তা যেগুলি নষ্ট হয়েছিল তার পুনর্নির্মাণ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনও বলেন, 'পাবলিক গ্রিভ্যান্স'কে সমস্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, হাতির হামলায় মৃত্যু হলে ২.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের কোনও এক সদস্যের হোমগার্ডের চাকরি হবে। এই সংক্রান্ত কোনও আবেদন যেন পড়ে না থাকে।

বৈঠকে এদিন জানানো হয়, ২০১১ সালের পর থেকে বাঁকুড়া জেলায় ২.৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে। পানীয় জলের জন্য আরও ১.৫ হাজার কোটি টাকার বেশি টাকা এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে বা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় শুরু হয়েছে জলস্বপ্ন প্রকল্প। ২২০ কোটি টাকায় বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। উপকৃত হতে চলেছে ৭ লক্ষ ২১ হাজার গ্রামীণ পরিবার। এতদিন পাড়ায় পাড়ায় কলে জল আসত, সেই জল বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে হত গ্রামবাসীদের।

গঙ্গাজলঘাটিতে ৩৩ একর জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেছেন। অনেকগুলি ক্ষুদ্রশিল্প সেখানে ঠাঁই পেতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ডানকুনি থেকে বর্ধমান, দুর্গাপুর, বড়জোড়া হয়ে রঘুনাথপুর পর্যন্ত একটি 'ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর' তৈরি হবে। পরিকল্পনা ও প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এতে ট্রেন লাইনের ধার বরাবর বহু ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে, অসংখ্য কর্মসংস্থান হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এখানেই শেষ নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের বৈঠকে বিষ্ণুপুরী সিল্ক, বালুচরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরও উন্নতমানের শাড়ি তৈরির দিকে জোর দেন। বলেন, বালুচরী শাড়ি বিদেশের বাজারে ভালো বিক্রি হতে পারে। তাঁর নির্দেশ, নকশায় আরও বৈচিত্র্য আনতে হবে। মৃৎশিল্প, ডোকরা, মাদুর শিল্প নিয়ে আরও কাজ বাড়াতে বলেছেন তিনি।

বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থে শুরু হয়েছে নতুন কাজ—লোয়ার দামোদর বেসিন প্রজেক্ট। প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার কাজ। পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলায় কাজ হবে। বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে এই বৈঠকে জানানো হয়, এই জেলায় ডিভিসি-র একটি রাইট ব্যাঙ্ক মেন ক্যানাল সিস্টেম রয়েছে। সেটি এই প্রকল্পে ধরা হয়েছে। জানুয়ারি মাসেই কাজ শুরু হচ্ছে। সোনামুখি, পাত্রসায়র, ইন্দাস ও বড়জোড়া—এই চারটি ব্লকে ডিভিসি-র জল সেচের জন্য পাওয়ার কথা। বহু পুরোনো লাইন ছিল। লোয়ার এন্ডে জল এসে পৌঁছত না। এই কাজের পর সর্বত্র জল পৌঁছবে। এছাড়া, কংসাবতী প্রকল্প থেকেও ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে সেচের জল পৌঁছবে। কংসাবতী প্রকল্পে দীর্ঘদিন বাঁকুড়া জেলায় কোনও কাজ হয়নি। সমস্ত মুখ্য খাল ও শাখা খালের সংস্কার কাজ করায় মানুষ এখন জল পাচ্ছেন বলে জানানো হয় এই বৈঠকে। জেলায় প্রায় ১৫০ চেকড্যাম তৈরি হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে।

এরপরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁকুড়ায় পর্যটন আরও উন্নত হতে পারে। কারণ, এখানে বহু ছোটো ছোটো পাহাড় রয়েছে।

বাংলার অসাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে এবার গোটা পৃথিবীর গবেষকরা কাজ করার সুযোগ পাবেন। বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মিউজিয়াম শাখায় তালপত্র, ভুর্জপত্রে রচিত ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বহু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এতদিন বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল সরকারি মহাফেজখানায়। মল্লভূম রাজ ঘরানার বদান্যতায় এইসব পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল বলে অনুমান। সংখ্যায় প্রায় কয়েক হাজার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, এই পাণ্ডুলিপিগুলি ডিজিটাইজ করে পাবলিক ডোমেনে তুলে দেওয়া হবে। পাণ্ডুলিপিগুলিও নিজস্ব মূল্যে সংরক্ষিত হবে। রাইটার্স লাইব্রেরি থেকে বিখ্যাত 'সি-ডট' ফার্মের সঙ্গে এই ডিজিটাইজেশন-এর কাজ চলছে।

গৃহহীন চা শ্রমিকদের জন্য এবার চা-সুন্দরী

পাহাড়ের উন্নয়নে আরও দরাজ মুখ্যমন্ত্রী, জিটিএ-কে ১৭৫ কোটি

সুন্দরী প্রকল্পের মাধ্যমে রেডব্যাঙ্ক চা বাগানে বাড়ি বন্টন

জেলায় জেলায় পৌঁছে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করাই রুটিন তাঁর। কোভিড-১৯ এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই রুটিন এলোমেলো করে দিয়েছিল। দীর্ঘ সাড়ে ৬ মাস পর আবার নিজের চেনা ছকে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেপ্টেম্বরের ২৯ ও ৩০ উত্তরবঙ্গের ৫ জেলাকে নিয়ে উত্তরবঙ্গেই এসে করে গেলেন বৈঠক। স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি জুড়ে ছিল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে উত্তরবঙ্গের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথ ছেয়ে গিয়েছিল নানান কাটআউটে। উত্তরকন্যার অতিথি নিবাস কন্যাশ্রীর পথে যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন নৌকাঘাট মোড়ে বহু মহিলা শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। অনেকে ঢাক বাজিয়ে ও অভিনন্দিত করেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে ছিল প্রথম দিনের বৈঠক। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা ছিল সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট—কোনও কাজ বা অভিযোগ ফেলে রাখা যাবে না। অন্যথায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের করতে হবে জবাবদিহি।

বৈঠকের শুরুতেই করোনা মোকাবিলায় দুই জেলার অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা জানান, কিছু ক্ষেত্রে কোভিড সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে দেরি হচ্ছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, এই কাজ প্রতিদিন করে ফেলতে হবে।

জেলাশাসকদেরও এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেছেন তিনি। এছাড়া, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কাররা করোনা আক্রান্ত হলে তাঁদের জন্য ১ লক্ষ টাকা ইনসিওরেন্স-এর ব্যবস্থা হয়েছে। মৃত্যু হলে তাঁদের পরিবার পাবে ১০ লক্ষ টাকা। এই কাজ যেন পড়ে না থাকে—তাও মনে করিয়ে দেন মুখ্যসচিব।

উদ্বাস্তু মানুষদের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগের কথা এদিনের বৈঠকে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের জমিতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনি আছে সেগুলির পাট্টা দিয়েছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে, কেন্দ্র এবং বেসরকারি মালিকানায় থাকা জমিতে যে সমস্ত কলোনি গড়ে উঠেছে সেগুলিকেও স্বীকৃতি দেওয়ার কথা জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে বিধায়ক বা পুরসভার শংসাপত্র নিয়ে সমস্যার কথা জানানো হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারও কাছ থেকে শংসাপত্র আনাতে হবে না। সেল্ফ ডিক্লেয়ারেশন-ই যথেষ্ট। কোনও সার্টিফিকেটের জন্য কাজ আটকানো যাবে না।

এদিনের বৈঠকে সাধারণ মানুষের যে সমস্ত অভিযোগ পড়ে আছে—দপ্তর ধরে ধরে তার হিসাব চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি দপ্তরকে তিনি নির্দেশ দেন, অভিযোগগুলি দ্রুত

খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। ১০০ শতাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করার কথা বলেছেন তিনি।

পাট্টা, কাস্ট সার্টিফিকেট-সহ সরকারের বহু আবেদন এখন অনলাইন পদ্ধতিতে করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, রাজ্যে ২৮০০ বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। মূলতঃ লাইব্রেরি বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো যেসব স্থানে মানুষের যাতায়াত বেশি সেখানেই এইসব কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। পরিষেবা পেতে এইসব কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যেই আবেদন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় কতজন পরিযায়ী শ্রমিককে কাজ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের কাছে এদিন তা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা জানান, জলপাইগুড়িতে ২৬ হাজার শ্রমিকের মধ্যে কাজ পেয়েছেন ২০ হাজার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ১৪৫১৮ জনের মধ্যে সবাইকেই কাজ দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকের মূল আকর্ষণ ছিল চা সুন্দরী প্রকল্পের বাস্তবায়ন। আগামী তিন বছরে রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে দরিদ্র চা শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দেবে—চা বাগান সংলগ্ন অঞ্চলে। প্রথম ধাপে আলিপুরদুয়ারের ২৬৪১ টি এবং জলপাইগুড়ি জেলার ১০৫৩ টি পরিবার বাসস্থান পেতে চলেছে।

এই কাজে প্রাথমিকভাবে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার। ভূমি এবং শ্রম দপ্তরের সমন্বয়ে বাড়ি তৈরি করবে আবাসন দপ্তর।

আপাতত ৭ টি রুগ্ন ও বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের এই প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হলেও পরে ধাপে ধাপে উত্তরবঙ্গের ৩৭০টি চা-বাগানই এর আওতায় আসবে। চা বাগানে স্থায়ীভাবে কর্মরত ৩ লক্ষ শ্রমিক এই সুবিধা পেতে চলেছেন।

এর সঙ্গে এদিন সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা কে এল ও অ্যাক্টিভিস্ট ও লিংকম্যানদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৩০০ জনকে উত্তরবঙ্গে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গে পুরোহিত ভাতারও আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তিনি। জল্পেশ মন্দিরের পুরোহিত বিজয় চক্রবর্তীর হাতে ভাষার টাকা তুলে দেন তিনি। এছাড়া গৃহহীন পুরোহিতদের বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কাজ হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানিয়েছেন, রাজ্য জুড়ে মোট ১৮,৩১১ টি মন্দিরকে চিহ্নিত করেছে সরকার। এই মন্দিরগুলির সংস্কার ও অন্যান্য পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

এদিনের মঞ্চ থেকে বক্সা ফোর্ট সংস্কারের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়। সেলুলার জেলের মতো ঐতিহ্যবাহী এই বক্সাফোর্টে বন্দি ছিলেন বহু রাজবন্দি। বন্দি ছিলেন বিশিষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও পূর্ত দপ্তর এই সংস্কারের কাজ শুরু করেছে।

কামতাপুরি ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রকল্পে কামতাপুরি অ্যাকাডেমির জন্য ৫ কোটি টাকা অনুদান তুলে দেওয়া হয় অ্যাকাডেমির সভাপতি অতুল রায়ের হাতে। বৈঠকে এদিন

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, কেউ চাইলে যাতে কামতাপুরি ভাষায় পড়াশোনা করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আপাতত চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সিলেবাস তৈরির কাজ চলছে।

দ্বিতীয়দিনের বৈঠকে কোচবিহার, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্র এদিন নমঃশূদ্র বোর্ডকে তিন কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন সদস্য নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

তিন জেলায় একশো দিনের কাজ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া, তরাই ডুয়ার্স বোর্ড ও আদিবাসী বোর্ডকে ১০ কোটি করে টাকা দেওয়া হবে বলে এদিন জানিয়ে দেন তিনি।

দুদিনের এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। জলপাইগুড়ি জেলায় নতুন একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর জন্য ২৯.৮১ একর জমি বরাদ্দ করেছে রাজ্য। মোট ৩৭৩ কোটি টাকা ব্যায়ে আগামী ২ বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। প্রতি বছর মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পাবেন ১০০ জন ছাত্রছাত্রী। একইসঙ্গে, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও হবে।

পাহাড়ের উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সর্বদাই গুরুত্ব পেয়েছে। সেই কাজের জন্য ১৭৫ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল মুখ্যমন্ত্রী তুলে দেন জিটিএ প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান অনীত থাপার হাতে।

পাহাড়ের গ্রামগুলিতে পাট্টা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধা যাতে আর না থাকে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ৬৪টি ফরেস্ট ভিলেজ-কে রেভিনিউ ভিলেজে রূপান্তরিত করার ছাড়পত্র দেন।

উত্তরকন্যায় এদিনের বৈঠকে অনীত থাপা-র কাছে পাহাড়ের পরিস্থিতি জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। অনীত জানান, পর্যটনে ধীরে ধীরে উন্নতি করছে উত্তরবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, করোনা পরিস্থিতিতে বেশি সংখ্যক পর্যটকদের পাহাড়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোর্চা সভাপতি বিনয় তামাং-এর বক্তব্যে গুরুত্ব পায় জিটিএ-র অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের প্রসঙ্গ। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কালিম্পং-এ গ্রাহামস্ হোমস্-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কারের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ১৯০০ সালে ড. গ্রাহামস্ হোমস্-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রেভারেন্ড ডক্টর জন অ্যান্ডারসন গ্রাহাম। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ড চার্চের একজন মিশনারি। তিনি কালিম্পং-এই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং স্থানীয়দের স্বার্থে বহু জনহিতকর কাজ করেন। দরিদ্র ও বঞ্চিত ইউরেশিয়ান শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল, বাসস্থান। তৈরি হয় চ্যাপেল।

রেভারেণ্ড ড. গ্রাহাম ১৯৪২ সালে মারা যান। স্বাধীনতার পর এই স্কুল, ছাত্রাবাস, কটেজ, ইনস্টিটিউট-এর সম্মিলিত ভাবে নামকরণ করা হয়—গ্রাহামস্ হোমস্। ডেলো পাহাড় সংলগ্ন এই স্কুল আজও পাহাড়বাসীর কাছে গর্ব ও ঐতিহ্যের ধারক।

এদিনের বৈঠকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য ১০৪ একর জমির নথিপত্র বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও রাজবংশী ভাষা আকাদেমির জন্য পাঁচ কোটি টাকা ও রাজবংশী ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের জন্য গিরিজাশংকর রায়ের হাতে ১০ কোটি টাকা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের নামে করার পাশাপাশি কোচবিহারের গোঁসাইমারিতে কামতেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে।

মাথাভাঙা পঞ্চানন বর্মা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করেন তিনি।

এদিনই মুখ্যসচিব হিসাবে শেষদিন ছিল রাজীব সিনহা-র। ভালো কাজের জন্য বিদায়ী মুখ্যসচিবের হাতে এদিনের একটি বৈঠকে শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

জলপাইগুড়ি জেলার মোহিত নগরে এবার ৪৫০ কোটি টাকার সিমেন্ট কারখানা তৈরি করতে চলেছে স্টার সিমেন্ট গ্রুপ। অন্তত ৭ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখানে।

ফেব্রুয়ারি মাসে চারদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে দশম উত্তরবঙ্গ উৎসবের উদ্‌বোধনী মঞ্চ থেকে এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, অনেক কাজ করেছি।...পরবর্তী কাজ হবে এই রাজ্যের ছাত্র ও যুবদের নিজের পায়ে দাঁড় করানো। এটা করবই।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, উত্তরবঙ্গে একাধিক করিডর তৈরি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত। এশিয়ান হাইওয়ে চালু হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সংযোগ স্থাপন করতে দুটি বিকল্প রাস্তার নির্মাণ কাজ হবে।

এছাড়াও, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি হয়ে কোচবিহার পৌঁছতে মানুষের যাতে কম সময় লাগে, তার জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে জয়ী সেতু। দৈর্ঘ্য ৩ কিলোমিটার। এই সেতুর জন্য মানুষকে ৮৫ কিলোমিটার রাস্তা কম যেতে হবে।

একইসঙ্গে, গাজলডোবায় 'ভোরের আলো' পর্যটন পথের সুবিধার্থে ক্যানাল রোডের উপর ৪৫ কোটি টাকার রেল উড়ালপুল এবং দিনহাটা সিতাইয়ে মানসাই নদীর উপর ১৫০ কোটি টাকায় তৈরি কামতেশ্বর সেতুর উদ্‌বোধন-ও করেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উৎসব মঞ্চে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম বেনজির

নুর-সহ আরও অনেকে। ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছে উৎসব। এদিনের মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'বঙ্গরত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

পরের দিন, ২ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ারে ফালাকাটা শহরের মিল রোড ময়দান-এ ৯০০ আদিবাসী যুবক-যুবতী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সরকারি সহায়তায় এই বর্ণাঢ্য গণবিবাহের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। আর ঐতিহাসিক এই বিবাহ অনুষ্ঠানে বাড়ির এক সদস্যের মতোই হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবদম্পতিদের উপহার-ও দিয়েছেন তিনি। এমনকী আদিবাসী নৃত্যের তালে তালে পাও মিলিয়েছেন তিনি।

আদিবাসী গণবিবাহের এই অনুষ্ঠান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের হাতে তুলে দিলেন চা সুন্দরী প্রকল্পে তৈরি হতে যাওয়া বাড়ির নথি। আলিপুরদুয়ার জেলার মুজনাই চা বাগানে প্রথম ধাপে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রতিটি বাড়ি প্রায় ৩৫০ বর্গফুটের কাছাকাছি। বাড়ির সামনে থাকছে খোলা জমি।

এদিনের অনুষ্ঠানে ৪০টি সরকারি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ১৪টি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার মানবিক মানসিকতার প্রচার চাই

দেবাশিস ভট্টাচার্য

বুধবার ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বেলা ১টা টিভিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক বৈঠকের লাইভ কভারেজ দেখছিলাম। একটু আগেই উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেলের আবাসিকা গীতা ভট্টাচার্য এসেছিলেন। তিনিও বসে ওই প্রশাসনিক বৈঠক দেখছিলেন। কত বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের প্রশ্ন করছিলেন। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদেরও ডাকছিলেন। তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা শুনছিলেন। কতজনকে যে উনি নামে চেনেন তা টিভিতে জেনে অবাক হতে হল। শুধু প্রশাসনিক আধিকারিক অথবা জনপ্রতিনিধিদের নাম বলে নয়, অমুক সেতুটা গড়ার কাজ অসম্পূর্ণ আছে কেন? অমুক রাস্তা তৈরি করা হলো, ইতিমধ্যেই ভেঙে গেল কেন? নদীর চর থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা হচ্ছে শুনে জেলাশাসককে জিজ্ঞাসা করলেন কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? একজন উঠে দাঁড়িয়ে ঝাড়গ্রামের সাংবাদিকদের সমস্যার কথা তুললেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ভার্চুয়ালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। সাংবাদিকরা বললেন, দিদি আপনি ঝাড়গ্রামকে নতুন জেলা করেছেন, অনেককিছু দিয়েছেন। আমাদের ঝাড়গ্রাম প্রেস ক্লাবের কোনো বাড়ি নেই। যদি একটু জমি ও বাড়ি করে দেন আমরা উপকৃত হই। মুখ্যমন্ত্রী শুনেই জেলাশাসককে বললেন, একটু জমির ব্যবস্থা করে দিন। পূর্ত দপ্তর থেকে বাড়ির নকশা করে দেবে। একজন সাংবাদিক বললেন, দিদি আমরা জেলার ছোটো কাগজে সরকারি উন্নয়নের খবর যথেষ্ট প্রচার দিই। কিন্তু কাগজ চালাতে অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে বলেন, ২৩টি জেলার তথ্য আধিকারিক এবং রাজ্যের তথ্য অধিকর্তা এবং মুখ্যসচিবকে নিয়ে এ ব্যাপারে কালীপুজোর আগেই একটা বৈঠক করে আমাকে জানাবে জেলার জেলার যেসব কাগজ রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খবর প্রচার করে এমনকী জেলার ছোটো ছোটো কমিউনিটি রেডিও আছে, তাদের কথাও জেনে আমাকে জানাবে। সাংবাদিকরা আপ্লুত হয়ে যান। আমাদের ঘরে বসা মিতাদেবী বলেন, আমাদের হোস্টেলের কিছু সমস্যা তো দেখছি ওনাকে জানালেই মিটে যায়! কেএমডিএ আমাদের হোস্টেল চালায়। বহু আবাসিক আছেন। প্রত্যেকেই থাকার জায়গা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, কেএমডিএ যদি একজনকে সুপারিনটেনডেন্ট করে ওখানে পাঠান তবে ভালো হয়।

আগে একসময় ক্যান্টিন ছিল, এখন বন্ধ আছে। চালু করলে ভালো হয়। এমন সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেই দেখছি উনি সমাধান করে দেবেন। কিন্তু ওনাকে জানাবো কী করে? বললাম, আপনাদের এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শশী পাঁজাকে বলতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর নামে একটা চিঠি লিখে ওর বাড়ির সামনে একটু কষ্টকরে দাঁড়ালে পুলিশ হয়তো সে চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবেন।

সমস্যার সমাধানের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্যা থাকবেই। ছোটো থেকে বড় সমস্যা আছে। একে ওকে বলে কাজ হয়নি, কিন্তু যদি সেই ভুক্তভোগী অথবা বিপন্ন মানুষটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে পারেন, তাহলে কিছু না কিছু একটা হবে।

জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে যাওয়ায় ভারতে এখন ২৮টি রাজ্য আছে। এই ২৮টি রাজ্যের ২৮ জন মুখ্যমন্ত্রী আছেন। কিন্তু কোনো রাজ্যের কোনো মুখ্যমন্ত্রী এরকমভাবে জেলায় এমনকি মহকুমা অথবা ব্লকে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন না। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কতটা অগ্রগতি হয়েছে, কোথায় সমস্যা হয়েছে, এসব খুঁটিয়ে জেনে নেন। ৩-৪ ঘণ্টার সেই বৈঠক টিভিতে লাইভ কভারেজ দেখানো হয়। সারা বাংলা তো বটেই, স্যাটেলাইট চ্যানেল বলে ভিন দেশ ও ভিন প্রদেশে থাকা বাঙালিরা এই প্রশাসনিক বৈঠক দেখার সুযোগ পান। প্রশাসনের স্বচ্ছতা আনার কতটা তাগিদ থাকলে মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যবস্থা করতে পারেন। পূর্বে অরুণাচল পশ্চিমে গোয়া, উত্তরে হিমাচল থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ু কোন রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রী এমন বৈঠকের কথা ভেবেছেন? আজকের কথা নয়, স্বাধীনতার পর কোনোদিন কোনো রাজ্যের সরকার এমন প্রশাসনিক স্বচ্ছতার নিদর্শন দেখাতে পারেনি। জেলার বড় বড় আধিকারিক জনপ্রতিনিধি

থেকে মন্ত্রী কে না মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়েছেন। প্রশাসন চালানোয় দৃঢ়তা, একইসঙ্গে চেকআপ-এর এই ব্যবস্থা সত্যিই ইউনিক। উন্নয়ন নিয়ে ষোলোআনা আত্মবিশ্বাসী না হলে কেউ এমন কাজ করতে পারেন না।

সোমবার ৫ অক্টোবর ২০২০ এদিন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক মাদ্রাসা-সহ বেশকিছু পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানটি হয় নেতাজি ইনডোরে। করোনা জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দপ্তরের সচিব সহ অন্য আধিকারিকরা বসেছিলেন নবান্নের সভাঘরে। আর কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে ধরা হয়। প্রতিবারই এই অনুষ্ঠানটি দেখি আর মুখ্যমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক যুক্তি, বুদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া পরামর্শ শুনে অবাক হয়ে যাই। ১০-১২-১৫-২০ বছর আগে এই অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসদনে হতো। তখনো দেখেছি কিন্তু সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হতো একদম যান্ত্রিক কায়দায়। করতে হয় করা। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতেন। তারা মন্ত্রীদের প্রণাম করতো। একজনের পর আরএকজন মঞ্চে উঠতো। সেই অনুষ্ঠানের কোনো প্রাণ ছিল না। এই আমলে নেতাজি ইনডোরের যতবার সম্বর্ধনা সভা হয়েছে, তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন আকর্ষনীয় করে তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব কায়দায়। এবার ছাত্র-ছাত্রীরা ভার্চুয়ালে থাকবেন বলে, সংশয় জেগেছিল সেই প্রাণ থাকবে কিনা! কিন্তু এর নাম মমতা। একজন ছাত্রীর গলা শুনে বললেন, ''খুব মিষ্টি গলা তোমার, গান গাও?''। পরেরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হতে চাও?'' ছাত্রটি বললো ডাক্তারি পড়বো। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''ভালো কথা, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞ হও, আমাদের খুব দরকার''। পূর্ব মেদিনীপুরের কবিতা সামন্ত উচ্চ মাধ্যমিকে অষ্টম হয়েছেন। কবিতা মুখ্যমন্ত্রীকে জানায়, তার মায়ের স্কুল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে। কোনো ট্রেন লাইন নেই বলে, প্রতিদিন মাকে ৫-৬ ঘণ্টা বাসে যাতায়াত করতে হয়। এটা শুনে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে বলেন, ''শিক্ষা দফতর, শিক্ষক শিক্ষিকাদের বদলির ব্যবস্থা করে যে জেলায় বাড়ি সেই জেলার মধ্যেই কোনো স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা করার কথা। কবিতার মায়ের ব্যাপারটাও করতে হবে।''

উচ্চ মাধ্যমিকে নবম স্থান পেয়েছে ঈশিতা ত্রিপাঠী। ঈশিতার বাবা একজন পুরোহিত। ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য তার বৃত্তির দরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুনেই শিক্ষাসচিব মণীশ জৈনকে বিষয়টি দেখতে বলেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে এবার অন্যতম প্রথম হয়েছে ঐক্য ব্যানার্জী। তাকে দেখেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''তোমার নামটি খুব সুন্দর। ঐক্য জানিয়েছে সে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে চায়। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এমনকী কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রশংসা করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্কুল বা কলেজে ভর্তি হতে যেন কোনো ছাত্র-ছাত্রীর কোনো সমস্যা না হয়। হলে যেন তা সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান করা হয়। সব ধরণের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। আর্থিক কারণে কারোর পড়াশুনো বন্ধ না হয়।তিনি উপস্থিত আধিকারিকদের বলেন, পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে। অনেকের বাবা-মায়ের ক্ষমতা না থাকতে পারে, বই কেনার ক্ষমতাও থাকে না। প্রতিটি সমস্যা জেনে সমাধান করতে হবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন, সব ধর্ম, বর্ণ, ভাষায় ভিন্নতা থাকলেও, প্রত্যেককে মানবিক মানুষ হতে হবে। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন, ''পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাও, বাংলাকে ভুলে যেও না। এখানেই আবার ফিরে এসো। প্রতিবার নেতাজি ইনডোরে দেখেছি এই সম্বর্ধনা সভার পর ছাত্রীদের মুখে মুখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরের কথা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস কংগ্রেস বসবে। সারা দেশ থেকে ১৬০০ ইতিহাসবিদ আসবেন। এদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতির করার কথা। কিন্তু করতে গিয়ে অভ্যর্থনা সমিতি একটার পর একটা সমস্যার মুখে পড়ে। ১৬০০ প্রতিনিধির দেখভাল করা কি সোজা কথা! ওই অভ্যর্থনা সমিতির একজন নেতা এই সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখে তাঁর হস্তক্ষেপ চান। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বেলা সাড়ে ১১টার সময় গিয়ে দাড়িয়ে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী যেই নবান্নে যাওয়ার জন্য বেড়িয়েছেন, অমনি সেই ভদ্রলোক মুখ্যমন্ত্রী গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাত দেখান। মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার? ভদ্রলোক সংক্ষেপে বলেই চিঠিটি হাতে দেন। ১০ মিনিট পরেই ভদ্রেলোক মোবাইলে মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পান। আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটু পরেই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাকে ফোন করে বিকাশভবনে আসতে বলেন। বিকাশ ভবনের বৈঠকে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এমন নাম মুশকিল আসান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগে সমস্যার সমাধানে পার্টির নেতাদের ধরতে হতো। জানাশোনা না থাকলে কোনো সমস্যার সমাধান হতো না। সেজন্য তখন একটা কথা চালু হয়েছিল— 'ওয়েল কানেক্টেড পার্সন'। কানেকশন কিছু হতো না। এখন কেউ যদি একটা চিঠি লিখে নিয়ে গিয়ে কোনোরকমে মুখ্যমন্ত্রীর গোচের আনতে পারেন, তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মানসিকতাই তাঁকে এমনভাবে তৈরি করেছে। ২০১১ সালের ২০ মে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তারপর এমন মানবিক মানসিকতার উদাহরণ যে কত রেখেছেন, তা নিয়ে একটা বই করে প্রচার করা দরকার।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য কনক্লেভ ২০১৯

আপনারা আমাদের ব্যবসা দিন আমরা আপনাদের হাসিমুখে সাহায্য করব : মুখ্যমন্ত্রী

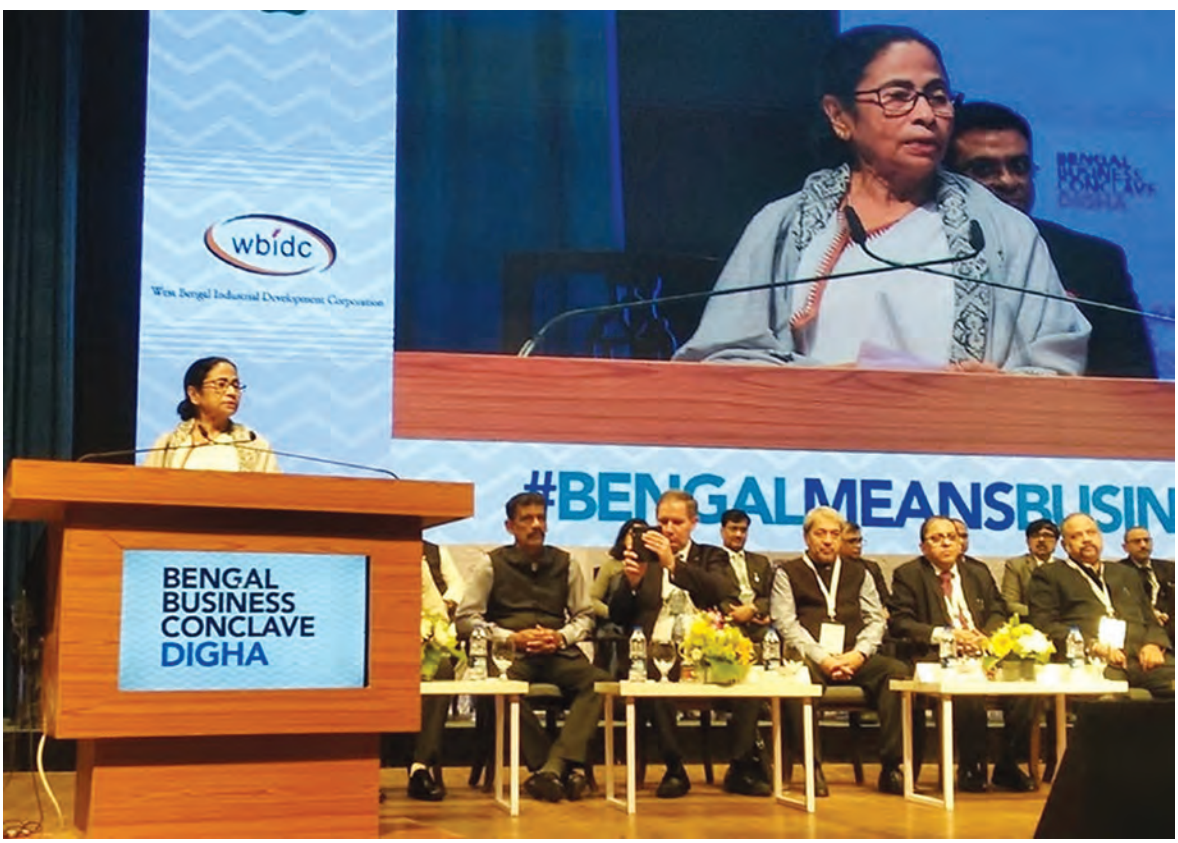

১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ দিঘায় বাণিজ্য কনক্লেভের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলকাতায় একটি বিশাল কনভেনশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ কনভেনশন সেন্টার এটি। দিঘা কলকাতা থেকে দূরে হলেও সড়ক পথে যুক্ত। এখানে পর্যটন শিল্প আছে। তাই আমরা এখানে বাণিজ্য কনক্লেভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই কনভেনশন সেন্টারের সঙ্গে হোটেলও আছে, যেখানে ৭০টি ঘর আছে। এই কনভেনশন সেন্টারে যেকোনো বাণিজ্যিক সংস্থা তাদের মিটিং, সম্মেলন আয়োজন করতে পারে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার গত আট বছরে দিঘার যা উন্নতি করেছে, তা দেখে সকলে খুশি। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে মেরিন ড্রাইভ তৈরি হচ্ছে। দুটি সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই কনভেনশন সেন্টার ওড়িশার একদম পাশে। আমরা সকলেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কথা জানি। আমরা এখানেও মাসির বাড়ি মন্দির তৈরি করছি। তাজপুরে বন্দর তৈরি করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০টি দেশের পাশাপাশি রাষ্ট্রসঙ্ঘের দল, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দল এখানে উপস্থিত। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমাদের একটি প্রকল্প করতে ১৫ কোটি টাকা দিয়েছে। শিল্প অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এই মুহূর্তে অর্থনীতি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে বলেন আমাদের নতুন সরকারের আমলে আট বছরে এই বছরে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এবার আমাদের দেশের জিডিপি বৃদ্ধি দেখুন ২০১৬-১৭ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৮৭ শতাংশ। ২০১৯-২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৪.৫৫ শতাংশ। দেশের শিল্পের বৃদ্ধিও কমেছে। ২০১৫-১৬ সালে এই হার ছিল ৯.৫৮ শতাংশ, ২০১৮-১৯ সালে তা কমে হয় ৬.৮৬ শতাংশ। উৎপাদন শিল্পের বৃদ্ধির হার ২০১৫-১৬ সালে ছিল ১৩.০৬ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে কমে হয়েছে ৬.৯৪ শতাংশ। শিল্প বৃদ্ধির হারের সূচকও নেমে গেছে বর্তমানে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যা ছিল ৪.৬৩ শতাংশ তা এখন কমে হয়েছে -৪.২৭ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। ২০১৪-১৫ সালে যা ছিল ২২ শতাংশ, সেটা ২০১৫-১৬ সালে বেড়ে হয় ৩৫ শতাংশ। এই বিনিয়োগ ২০১৮-২০১৯ সালে কমে হয়েছে ১ শতাংশ। বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে বাংলায় বেকারত্ব কমেছে ৪৪ শতাংশ।

সম্মেলনে আগত বিনিয়োগকারীদের তিনি বলেন, আপনারা কেন বাংলায় বিনিয়োগ করবেন? আমি আপনাদের সামনে তা তুলে ধরব। ২০১৮-১৯ সালে শিল্পের উৎপাদন ছিল ৩০.৬ শতাংশ। এ রাজ্যে দারিদ্র্য সব থেকে বেশি কমেছে। নানারকম সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দারিদ্র্য কমেছে ৬ শতাংশ। আমরা সকলে মিলে এই সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছি। রাজ্যে পরিকল্পিত ব্যয় বেড়েছে ছ-গুণ। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে সাড়ে চার গুণ। ফিজিক্যাল পরিকাঠামোতে ব্যয় বেড়েছে পাঁচ গুণ।

বাংলার বিভিন্ন সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে তিনি বলেন, ব্যবসার সরলীকরণে দেশের মধ্যে সেরা বাংলা। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানে আমাদের রাজ্য দেশের সেরা। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামীণ আবাসনে আমরা দেশের সেরা। ১০০ দিনের কাজে আমরা দেশের সেরা রাজ্য। আমরা চাই আপনারা বাংলায় বিনিয়োগ করুন। আপনারা ঠিক করুন আপনারা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চান। আমাদের রাজ্যের মানুষ কাজ পাবে। আমরা শুধু এ রাজ্যে বাস করি বলেই রাজ্যকে নিয়ে গর্ব করি না। বাংলা হল বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও উত্তর-পূর্বের দেশগুলির প্রবেশদ্বার। বাংলায় বাণিজ্যের অনেক সম্ভাবনা আছে। বাংলায় সমুদ্র আছে পাহাড় আছে বনভূমি আছে। বাংলার সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময়। এই খতিয়ানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শিল্পের উন্নয়নে দেশের মধ্যে বাংলা উল্লেখযোগ্য।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা একতায় বিশ্বাস করি। বাংলায় কেউ বলতে পারে না তারা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। বাংলা সকলকে নিয়ে বাস করে। বাংলা সবসময় দেশের সামাজিক কারণে দেশের পাশে দাঁড়ায়।

তিনি আরও বলেন, ১৩ লক্ষের বেশি মানুষ এখন পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত। যুবরা কাজ পাচ্ছে। বাংলায় হোটেল শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ৩৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। প্রতি বছর ১৬ লক্ষ পর্যটক আসে বাংলায়। এর পাশাপাশি ৮ কোটি দেশীয় পর্যটক আসেন বাংলায়। বাংলায় বিমানবন্দর বেড়েছে ১৭৮ শতাংশ, আন্তর্জাতিক যাত্রী বেড়েছে ১৩৫ শতাংশ। বাগডোগরায় বেড়েছে সবথেকে বেশি।

বাংলার উন্নয়নের আরেক খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, গত আট বছরে রাজ্যে ৩০০ পলিটেকনিক ও আইটিআই কলেজ হয়েছে। আমাদের জমির ব্যাঙ্ক আছে। জমি নীতিও আছে রাজ্যের। আমাদের এখানে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পও আছে, চা-শিল্পও আছে। আমাদের রাজ্যের পড়ুয়ারা প্রতিভাবান। আমি আপনাদের বাংলায় বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করব। সরকার আপনাদের সব বিষয়ে সহযোগিতা করবে। সিলিকন ভ্যালিকে ২০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। আমাদের পরিবহণ ক্ষেত্রের অনেক সম্ভাবনা আছে। একদিন বাংলা বিশ্বসেরা হবেই।

আকাশপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে ২৬টি হেলিপ্যাড আছে। ইউকেন্ডা-র অতিথিদের অনুরোধ করব এখানে সরাসরি বিমান দিতে। আমরা জ্বালানিতেও ভরতুকি দিচ্ছি। বালুরঘাট, মালদা, কোচবিহারে বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। দুর্গাপুরের বিমানবন্দরের কাজ প্রায় শেষ। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনারা আমাদের আতিথেয়তা ও বন্ধুত্ব বুঝতে পারবেন। বাংলা সংস্কৃতির রাজধানী। আপনারা আমাদের ব্যবসা দিন আমরা আপনাদের হাসিমুখে সাহায্য করব। আমার দেশ আপনার দেশ।

দিঘা বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই লগ্নির ঢেউ

বছরের শুরুতেই দিঘায় গিয়ে আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টারের উদ্‌বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন হবে দিঘায়। সেই মতোই শুরু হয় দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন।

শুধু কথায় নয়, বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিন উল্লেখযোগ্য লগ্নি প্রস্তাবও এসেছে :

- সিঙ্গাপুরে অবস্থিত চাঙ্গি এয়ারপোর্টের সিইও ইউজেন গান আর্থিকভাবে দুর্বলদের জন্যে দুর্গাপুরের অন্ডালে কম টাকার বাড়ির প্রকল্প ঘোষণা করেন।
- ইনফ্রাকো এশিয়া অন্ডাল এয়ারপোর্ট সংলগ্ন জনজীবনের উন্নতির জন্যে বিনিয়োগ করবে।
- টিটাগড় ওয়াগ্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উমেশ চৌধুরী হুগলির উত্তরপাড়ায় একটি অ্যলুমিনিয়াম বডি মেট্রো কোচ তৈরির কারখানার কথা ঘোষণা করেন। এর জন্যে বিনিয়োগের পরিমাণ ২,৫০০ কোটি টাকা প্রতি বছর পাঁচ বছরের জন্যে।
- আম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া দিঘার একটি পাঁচতারা হোটেল তৈরির কথা ঘোষণা করেন। নাম দেওয়া হবে 'সাগর কুটির'।
- আইটিসি গ্রুপ ইতিমধ্যে রাজ্যে ৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। আরো ১,৭০০ কোটি টাকা পারসোনাল কেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটিতে বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে।
- একটি নতুন প্রকল্পে অ্যামাজন ইন্টারনেট এমএসএমই বিভাগের সহযোগিতায় কাজ করবে।
- প্যাটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় বুধিয়া রাজ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের সিবিএসই বোর্ডের স্কুল তৈরির কথা ঘোষণা করেন।

মউ স্বাক্ষর

- রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং জার্মানির কেএফডবলুউ ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৫০ মেগা ওয়াটের সোলার প্ল্যান্ট তৈরির মউ স্বাক্ষর হয়।
- ডাচ কনসোর্টিয়াম, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বানতলা লেদার কমপ্লেক্স কঠিন বর্জ্যকে মূল্যবান পণ্যে রূপান্তর করার মউ স্বাক্ষর করেছে।

বেঙ্গল বাণিজ্য কনক্লেভে আগামীদিনের যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস হল

১. **মেটিয়াব্রুজে পোশাকের হাব :** এখানে আনুমানিক ১৫০টি উৎপাদন ইউনিট ও ৩০০টি ডিসপ্লে কেন্দ্র হবে। হবে ১০০০টি ট্রেডিং হাব। এখানে কাজ পাবেন ১৬ হাজার মানুষ।

২. **কমন ফেসিলিটি সেন্টার :**
   - বেল ব্রাস মেটাল ক্লাস্টার
   - স্টিল ফ্যাব্রিকেশন ক্লাস্টার (পশ্চিম মেদিনীপুরে)। এতে উন্নতমানের কাটাই, ঝালাই, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, পরীক্ষা, পাওয়ার কোটিং-এর সুবিধা থাকবে।
   - পাত গলানো ক্লাস্টার (পুরুলিয়ার ঝালদায়)।

যে সকল প্রকল্পের উদ্‌বোধন হল :

১. **কমন প্রোডাকশন সেন্টার :**
   - পূর্ব বর্ধমানের ভেড়িয়ার কাঁথাশিল্পীদের জন্য। শতাধিক মহিলা এখানে কাজ করবেন।
   - নদিয়ার বীরনগরে মৃৎশিল্পীদের জন্য। এখানে মাটি পোড়ানো, শুকোনোর আধুনিক সুবিধা থাকবে।
   - বাঁকুড়ার শুশুনিয়াতে পাথর খোদাই শিল্পীদের জন্য। এখানে ৭০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

২. **বোলপুরে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার :** এখানে ৫০টি স্টল থাকবে। এখানে অন্তত ২০০০ শিল্পীর কর্মসংস্থান হবে। এখানে মেলা প্রাঙ্গণ ও বাণিজ্য হাব হবে।

৩. শিলিগুড়িতে **আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের ফেসিলিটেশন কাউন্সিল** হবে।

৪. কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ফরেন ট্রেড ও ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মধ্যে একটি **মউ স্বাক্ষরিত** হয়েছে রপ্তানি বাড়াতে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প আইন মেনে শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের ফেসিলিটেশন কাউন্সিল হবে।

বাংলায় ক্ষুদ্রশিল্প সাফল্যের সঙ্গে বেড়ে চলেছে : মুখ্যমন্ত্রী

অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী অমিত মিত্র, পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে দিঘায় দুদিনব্যাপী বঙ্গ বাণিজ্য কনক্লেভের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে ২০টি দেশ এই কনক্লেভে অংশ নিয়েছে তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি সমস্ত প্রতিনিধি, কূটনীতিক, শিল্পপতি, ছোট ও মাঝারি শিল্পী, মিডিয়া, স্থানীয় প্রশাসনকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রতি সপ্তাহে আমরা দীঘায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করব। এই অনুষ্ঠানের স্থান ও মঞ্চ তৈরি করা হবে। ওই জায়গার নাম হবে ঢেউ সাগর।

গত আট বছরে বাংলায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে ২.১৬ লক্ষ কোটি টাকা, আনুমানিক ৪০ লক্ষ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩ কোটি। তন্তুশিল্প ও খাদি ক্ষেত্র বেড়েছে প্রায় ১৭ গুণ। চর্মশিল্পে নতুন করে ৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। গ্রামীণ উদ্যোগ এবং তাঁতিদের সাহায্য করতে ত্রাণ দ্রব্য যেমন বেড শিট, শাড়ি তাদের থেকে নেওয়া হয় তন্তুজের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আগামী তিন বছরে ২৫ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হবে, উপকৃত হবে ২০ হাজার তাঁতি।

নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর খাদি দ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩০ গুণ। আমরা ইতিমধ্যেই ৫২৮টি কর্মতীর্থ তৈরি করেছি (বেকার যুবদের জন্য সংগঠিত মার্কেটিং হাব)। ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান সম্ভব। এই মুহূর্তে সারা বিশ্ব বেকারত্ব নিয়ে ভুগছে। আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে বেকারত্ব চরমসীমায়।

বাংলায়, আমরা ক্ষুদ্র শিল্পে জোর দিই। এর ফলে গত আট বছরে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে প্রায় ৩ কোটি যার মাধ্যমে বেকারত্ব কমেছে ৪০ শতাংশ। আমাদের এই বিষয়ে গভীর পরিকল্পনা আছে। বাংলায় দেওচা পাচামির মতো কয়লা খনিতে সমৃদ্ধ। এখানে ২ লক্ষ টন কয়লা মজুত আছে। এই খনি পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। প্রথম দফার কাজের জন্য অনুমতি মিলেছে। খুব শীঘ্রই আমরা কাজ শুরু করব। তাজপুর বন্দর এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনবে। পর্যটন শিল্পও উন্নতি করবে। আমাদের বাংলায় বিদ্যুতের সঙ্কট নেই। আগে মানুষের লোডশেডিং নিয়ে বিভীষিকা ছিল।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের কৃষি ও শিল্প দুটোই উন্নতি করবে। এটা নিয়ে কারোরই কোনও দ্বিধা থাকা উচিত না। আমাদের জমি অধিগ্রহণের জন্য জমি নীতি আছে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে আশাবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে ব্যাবসা করুন।

ম্যানেজমেন্ট-কর্মী-শ্রমিক সকলে এক পরিবার। সবাই খুশি হলে তবেই পরিবার খুশি হয় এবং ব্যাবসা ভালোভাবে চলে। কেউ বলে না বাংলায় ব্যাবসা করতে সমস্যা হচ্ছে। ছোটখাটো সমস্যা সব জায়গাতেই হয়, যা সহজেই সমাধান করা যায়। আমরা চাই বাংলায় ব্যাবসা বাড়ুক। আমাদের উচিত নিজের রাজ্যকে ভালোবাসা। আমাদের উচিত নিজের দেশকে ভালোবাসা। আমাদের অতীত যাই হোক, আমরা সকলে মানুষ। মনুষ্যত্বই সাফল্যের চাবিকাঠি।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে শাঁখ বাজিয়ে নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তীর শুভ সূচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেতাজিকে উপলব্ধি করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণার দাবি

২৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ। নেতাজির ১২৫তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বেলা ১২.১৫ মিনিটে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির মূর্তির সামনে সাইরেন বাজিয়ে তাঁর জন্মমুহূর্ত স্মরণ করল রাজ্য সরকার। সেই অনুষ্ঠানে মঞ্চে নিজে শাঁখ বাজালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে রেড রোড পর্যন্ত পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেতাজির ফৌজে সর্বধর্মের মানুষ ছিলেন। দেশের হয়ে লড়ছি, এটাই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুলের বিপক্ষে ছিলেন তিনি। নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করতেই হবে। আজও নেতাজির জন্মদিন জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা হয়নি। নেতাজির প্ল্যানিং কমিশন কেন তুলে দেওয়া হল? নীতি আয়োগ তো প্ল্যানিং কমিশন রেখেও করা যেত।

আমরা এই দিনটি দেশনায়ক দিবস হিসেবে পালন করব।

তিনি বলেন, আমরা আজাদ হিন্দ স্মারক স্তম্ভ তৈরি করব। আমি রাজীব গান্ধীকে দিয়ে এয়ারপোর্টের নাম করিয়েছিলাম নেতাজির নামে। নেতাজির বই বাধ্যতামূলক করা উচিত স্কুল-কলেজে। 'তরুণের স্বপ্ন'-কে সিলেবাসে রাখা হোক। পরাক্রম দিবস কেন? পরাক্রম মানে কী? আমরা এই দিনটি দেশনায়ক দিবস হিসেবে পালন করব। দয়া ভিক্ষার ওপর নির্ভর করেন না নেতাজি। ভোটের আগে একবার নয়, চিরকাল নেতাজি পরিবারের সঙ্গে থাকি। একতাই মূলমন্ত্র, তা আমরা মনে করি। নেতাজি কখনও বলেননি দেশকে টুকরো টুকরো করে দাও....ইতিহাস ভুলিয়ে দিলে চলবে না। নেতাজির নাম নিলে হৃদয়ে আবেগের জন্ম হয়। নেতাজিকে উপলব্ধি করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, শুধু দিল্লিই কেন দেশের রাজধানী হবে? কলকাতাকেও ভারতের রাজধানী করার কথা বলেন তিনি। দেশের চারটি শহরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাজধানী করা হোক। দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর, উত্তর-পূর্বে একটা করে রাজধানী করার দাবিও তোলেন। দেশের চার জায়গায় সংসদের অধিবেশন হওয়া উচিত। কলকাতা ভারতের রাজধানী হোক কারণ হল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মদাতা ছিল বাংলা, বিহার। নবজাগরণ শুরু হয়েছে বাংলা থেকে। বাল্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ—ভারতবর্ষের এ সব সামাজিক সংস্কারের জন্ম হয়েছে বাংলা থেকে। সেজন্য বাংলা সইবে না কোনও অবহেলা। বাংলা মাথা নীচু করতে জানে না। বাংলা মাথা উঁচু করে চলতে জানে।

২৩ জানুয়ারি বাংলায় দেশনায়ক দিবস : মুখ্যমন্ত্রী

বাংলায় এ বছর 'দেশনায়ক দিবস' হিসেবে পালিত হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিন। ৪ জানুয়ারি, ২০২১ সোমবার নবান্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে ২৩ জানুয়ারি ও সারা বছর নেতাজির জন্মবার্ষিকী কীভাবে পালন করা যেতে পারে তার নকশা এঁকে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের আলোচনাসভায় ছিলেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, ফেলিক্স রাজ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুগত বসু, অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, ব্রাত্য বসু, যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার প্রমুখ।

ওইদিনই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, নেতাজির জন্মদিনে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে একটি জমায়েত হবে। সেখান থেকে একটি মিছিল হবে। বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেতাজি। ঠিক সেই সময়ে গোটা রাজ্যজুড়ে সাইরেন বাজবে। তখনই মিছিল শুরু হবে। মিছিল শেষ হবে রেড রোডে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে। পুলিশের ব্যান্ড থাকবে। বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে, নেতাজিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শঙ্খ বাজাবেন, উলুধ্বনি দেবেন। মুসলিমরা আজানের

(১) ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে নেতাজিভবনে নেতাজির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীর সূচনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) ঐতিহাসিক নেতাজিভবন। (৩) এই বাড়ি থেকেই শেষ বারের জন্য ছদ্মবেশে বেড়িয়ে যান সুভাষচন্দ্র বসু। ভাইপো কাকাকে নিয়ে যে গাড়িতে করে সীমানার ওপারে দিয়ে আসেন সেই গাড়িটি, সযত্নে সংরক্ষিত এই ভবনে। ছবিতে সেটিও দৃশ্যমান।

মতো কিছু একটা করতে পারেন। সব সম্প্রদায় মিলে এটা আমরা করব।

নেতাজির নামে মনুমেন্ট করা হবে। সেটা রাজারহাটের দিকে হতে পারে। তার নাম হবে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' মনুমেন্ট। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমরাই করব। কারও কাছে টাকা চাইব না, ভিক্ষা চাইব না। ১৯৩৮ সালে প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আমরা বাংলা প্ল্যানিং কমিশন শুরু করব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করবে এই কমিশন। কেউ মানবে, কেউ মানবে না। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।

২৬ জানুয়ারির প্যারেডে নেতাজিকে উৎসর্গ করে থাকবে একটি বিশেষ ট্যাবলো। আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে বিশেষ ব্যান্ড করবে কলকাতা পুলিশ। ১৫ আগস্ট, ২০২১-র স্বাধীনতা দিবসের প্যারেড এবার সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। নেতাজিকে নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করা হবে। নেতাজি ভবনে সেই তথ্যচিত্র দেখানো হবে। রাজ্যের প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রের এনসিসি-র পাশাপাশি একই আদলে গড়া হবে 'জয় হিন্দ বাহিনী'।

নেতাজির জন্মবার্ষিকী পালনে শিশু ও যুব সম্প্রদায়কে কীভাবে আকৃষ্ট করা যেতে পারে তা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব, অলচিকি, পাহাড়ি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নেতাজিকে নিয়ে বই প্রকাশ করা যেতে পারে। এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' বইটি সব ভাষায় অনুবাদ করার কথা বলেছেন তিনি। নেতাজির 'জয় হিন্দ বাহিনী'-র যে সব গান ছিল সেগুলি নিয়ে একটি গানের অ্যালবাম করারও প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন সুগত বসুকে।

২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিন পালনে রাজ্যে বিশেষ কমিটি গড়ে রাজ্য সরকার। কমিটির চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিতে রয়েছেন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন ও অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, সুগত বসু, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কবি শঙ্খ

রেডরোডে নেতাজির মূর্তির পাদদেশে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘোষ, নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চিত্রী যোগেন চৌধুরী ওশুভাপ্রসন্ন, জয় গোস্বামী, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সুবোধ সরকার-সহ বিশিষ্টরা। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ আমলা ছিলেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার পর কলকাতা বিমানবন্দরের নামকরণ নেতাজির নামে করানোর উদ্যোগ নিয়েছি। ওনার জন্মদিবসের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে। ২০২১-এর ২৩ জানুয়ারি থেকে ২০২২ এর ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মপন্থা, ভাবাদর্শ, আন্দোলন, দেশপ্রেম চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি থাকবে। নেতাজির স্লোগান 'জয় হিন্দ' গোটা দেশকে সংযুক্ত করে। আমাদের রাজ্যই প্রথম এই কমিটি তৈরি করেছে, আশা করি অন্যান্য রাজ্যও কমিটি গঠন করবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শুধুমাত্র জন্মদিনটি জানি, মৃত্যুদিন এখনও জানি না। আজও তাঁর স্বজন, পরিবার ও সমর্থকরা জানতে পারলেন না, শেষ বিদায়টি আদৌ হয়েছিল কিনা। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল তাঁরা এই বিষয়ে জানাবে। কিন্তু তারাও জানাতে পারেনি।

নেতাজি অখণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য লড়াই করেছিলেন : মুখ্যমন্ত্রী

২৩ জানুয়ারি, ২০২০ গতবছর দার্জিলিঙে পালিত হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস। দার্জিলিঙের ম্যালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কার্শিয়াঙে নেতাজি অনেক দিন ছিলেন। তাই পাহাড়েও ওনার জন্মদিন পালন করা উচিত। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পাহাড়ে ৪ বছর আর কলকাতায় এক বছর এইভাবে ভাগ করে আমি নেতাজির জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবো।

নেতাজির তৈরি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আমাদের দেশের গৌরব, অনেক গোর্খা আর্মি নেতাজির সঙ্গে সাথ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। আমি বারবার পাহাড়ে আসি। এরকম ঠাণ্ডা আমি আগে কখনো অনুভব করিনি, এবার একটু বেশিই ঠাণ্ডা পড়েছে, এটাই পাহাড়ের ভালোবাসা—কখনো রোদ কখনো ঠাণ্ডা কখনো বৃষ্টি।

তিনি আরও বলেন, আজ আমরা নেতাজির বলা কিছু কথা স্মরণ করব। উনি সেকুলারিজমের কথা বলেছিলেন, উনি কিন্তু কোনও একজনের কথা বলেননি, উনি সব ধর্মের মানুষের কথা বলেছিলেন। যে দেশকে চালিত করতে পারে সেই দেশের নেতা হয়, যে নেতা সব ধর্ম সব জাতির মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে সে দেশনেতা, যে গরিবকে ভালোবাসে আর ধনীকে বলে গরিবের জন্য কাজ করতে সেই দেশনেতা। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি নেতাজি শুরু করেছিলেন, প্ল্যানিং কমিশন উনি বানিয়েছিলেন। আমরা আমাদের রাজ্যে নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেছি। অনেকদিন ধরে আমরা কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছি ওনার জন্মদিন জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার কথা, কিন্তু কেন্দ্র আজও করেনি। ক্ষমতায় আসার পর নেতাজির ফাইল নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরল, অথচ নেতাজির মৃত্যু এখনও রহস্যময়। নেতাজির মৃত্যু কবে হয়েছিল আজও আমরা জানি না। স্বাধীনতা, সেকুলারিজম আর লোকতন্ত্রের লড়াইয়ে নেতাজি বলেছিলেন—তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

আমরা নেতাজি, গান্ধিজি, ভানু ভক্ত, ভগত সিং, আম্বেদকর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের পথেই চলব। যতই ঝড় আসুক তা জয় করার সাহস আমাদের আছে। এই মাটি আমাদের খুব প্রিয়। আমরা চাই পাহাড়ের উন্নয়ন, আমরা চাই পাহাড়ের

অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী

মানুষ ভালো থাকুক, আরও এগিয়ে যান, আপনাদের জয় হোক। আমরা যতদিন বেঁচে আছি আমরা পাহাড় ভাগ হতে দেব না, কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে দেব না। আপনি যদি পাহাড়ে থাকেন, বাংলায় থাকেন এটা আপনার গর্ব। আমরা এই মাটিতে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকবো। নেতাজি বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম অনেক বড় ধর্ম। যারা ধর্মের নামে ভেদাভেদ করতে চান তাদের আমি নিন্দা করি, তিনি বলেছিলেন সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে হবে তবেই দেশ গঠন হবে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জয় হোক আজ এটাই নেতাজির প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয়ে কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হেফাজতে থাকা ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করেন। এই ফাইলগুলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। যে কেউ গিয়ে এই ফাইলগুলি দেখতে পারেন। এই সকল ফাইলকে ডিজিটাল করার সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের ফাইলগুলি প্রকাশের পারিকল্পনাও সরকারের আছে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন বিদেশি সরকারকে দাবি জানান নেতাজির বিষয়ে বিভিন্ন গোপন ফাইল প্রকাশ করার জন্য।

বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বিধানসভায় ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রারম্ভেই তিনি বলেন, "অতিমারি ও অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে চলেছে গোটা পৃথিবী, ধুঁকছে আমাদের দেশও। এই সর্বনাশা সময়ের মধ্যেই আমদের রাজ্য আমফানের মোকাবিলা করেছে। অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়ে আমাদের দিকে কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া হত। গৌরবের কথা বাংলা তবুও মুষড়ে পড়েনি"। একনজরে অন্তর্বর্তী বাজেট :

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে বাংলা। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাই হয়ে উঠেছে নতুন গন্তব্য। শিল্পে, বাণিজ্যে, যোগাযোগে বাংলাই নতুন শক্তির উৎস।

দেউচা পাচামি কয়লা খনি সমগ্র বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি। অশোক নগরে প্রাকৃতিক গ্যাসের যে অফুরান সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে নতুন এক অর্থনৈতিক শক্তির বিপুল আশ্বাস মিলেছে।

রাজ্যের উদ্যোগে তাজপুরে নির্মিত হতে চলেছে এক নতুন বন্দর। অন্ডালের বিমানবন্দর এবার হবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

নিউ টাউনের সিলিকন ভ্যালিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিনিয়োগ আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলা ইতিমধ্যেই বিশ্বের নজরকারা কেন্দ্র। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হতে চলেছে বাংলা।

বাংলা ১ নম্বরে : ১০০ দিনের কাজে, ক্ষুদ্র শিল্পে, গ্রামের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে, গ্রামের রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে, সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে, দক্ষতা বৃদ্ধিতে, ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলা ১ নম্বর স্থান অধিকার করেছে।

১০০ দিনের কাজে ১.১ কোটি মানুষ কাজ পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কাজ পেয়েছে।

বাংলা আবাস যোজনায় ৯.২৩ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এই বছরে।

এ বছর ২০০০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজ্যের জিডিপি ২.৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজস্ব আদায় ২.৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ৭.২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক খাতে ব্যয় প্রায় ৫.৬৫।

কৃষি খাতে ব্যয় ৬.১।

পরিকাঠামো খাতে ব্যয় ৩.৯।

রাজ্যের সার্বিক উন্নতিতে আমরা সচেষ্ট। আমাদের কল্যাণমূলক কর্মসূচি চলবে।

তফশিলি জাতি, উপজাতি ও আদিবাসীদের জন্য ১০০টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করা হবে। এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হল।

অলচিকি ভাষার জন্য ১৫০০ স্কুল তৈরি করা হবে এবং সেখানে ১৫০০ পার্শ্ব শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এর জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হল।

নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি ভাষার জন্য ১০০টি নতুন স্কুল তৈরি হবে এবং সেখানে ৩০০ পার্শ্ব শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আগামী অর্থবর্ষে এর জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হল।

চা–বাগান এলাকায় আগামী ৫ বছরে ১০০টি সাদরি ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এজন্য ৩০০ জন প্যারা টিচার নিয়োগ করা হবে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা।

রাজবংশী ভাষার ২০০টি বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হবে এবং আর্থিক সাহায্য করবে সরকার। এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা।

কিছু মাদ্রাসা স্কুল আছে যেগুলি সরকারি অনুমোদিত কিন্তু আর্থিক সাহায্য পায় না। সেগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্যের জিডিপি ২.৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ২০ লক্ষ গৃহ নির্মাণ করা হবে। যত মাটির বাড়ি আছে আগে সেগুলি পাকা ও সংস্কার করা হবে। এর জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত ভাগচাষীদের একর পিছু অনুদান আগামী খরিফ মরসুমের জন্য ৫০০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০০ টাকা করার এবং ন্যূনতম ২০০০-৩০০০ টাকা করা হবে। এজন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

'মাতৃবন্দনা' নামে নতুন প্রকল্পের সূচনা হবে যা ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হবে এবং তাদের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এজন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কোভিডের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ৪৫ লক্ষ শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ১০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এজন্য ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উদ্বাস্তুদের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে, তাদের জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ চলছে। মোট ১.৫ লক্ষ উদ্বাস্তুক জমির পাট্টা দেওয়া হবে, প্রথমধাপে ৩০ হাজার পাট্টা দেওয়া হয়েছে।এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চা বাগানের ৩ লক্ষ-র বেশী স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরী প্রকল্প চালু করেছে। ২০০ একর জমিতে কাজ চলছে। ৪৬০০ শ্রমিককে লেটার দেওয়া হয়েছে, আগামী ২ বছরে এই কাজ শেষ হবে। এজন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা।

নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউটাউনে আজাদ হিন্দ স্মারক হবে, এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। প্রতি জেলায় জয় হিন্দ ভবন তৈরি করা হবে, এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

কলকাতা পুলিশে নতুন 'নেতাজি ব্যাটিলিয়ন' তৈরি হবে। নেতাজি ব্যাটিলিয়নের জন্য ১০ কোটি টাকা ও নেতাজি রাজ্য যোজনা কমিশনের জন্য ৫০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে চলবে। জুন, ২০২১-র পরেও চালু থাকবে বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা। এজন্য ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

'মা' প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় স্বল্প মূল্যে কমিউনিটি কিচেন তৈরি করা হবে যার মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষ খেতে পারেন। এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলা একমাত্র রাজ্য যেখানে ১০ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু হচ্ছে। নগদ জমা ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া যাবে। এই প্রকল্প প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে চলবে। প্রতি তিন বছর অন্তর রিনিউ করা যাবে। এজন্য ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধান বছরে দুবার হবে। এটা একটা অভিনব প্রচেষ্টা, এটা শুধু এখনকার জন্য নয়। এর মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা দেওয়া হয়, যার সমস্যা থাকবে পরেও সেই ক্যাম্পে গিয়ে নাম লেখাতে পারবেন বা রিনিউ করতে পারবেন (প্রথম দফা হবে আগস্ট-সেপ্টেম্বর আর দ্বিতীয় দফা হবে ডিসেম্বর-জানুয়ারি)। এর মাধ্যমে ১৭ লক্ষ জাতি শংসাপত্র, ১৫ লক্ষ বিধবা ভাতা ও পেনশন দেওয়া হয়েছে। ৪ লক্ষ পেয়েছে মানবিক প্রকল্পের সহায়তা।

আইএএস ও আইপিএস-দের জন্য বিশেষ আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হচ্ছে, ১০০ জন কে নেওয়া হবে যাদের সব খরচ সরকার দেবে। মাসিক স্কলারশিপ-ও দেওয়া হবে, এজন্য বরাদ্দ হল ১০ কোটি টাকা।

প্রতি ৩ বছর অন্তর ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়া হবে। 'যুবশক্তি' নামে নতুন প্রকল্পে যুবকদের ইন্টার্ন হিসেবে নেওয়া হবে, ইন্টার্নশিপ শেষ হলে চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এজন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে এবার দ্বাদশ শ্রেণীর ৯ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীকে ১০,০০০ টাকা সাহায্য করা হয়েছে স্মার্ট ফোন কেনার জন্য। আগামী অর্থবর্ষ থেকে প্রতি বছর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি করে ট্যাব দেওয়া হবে। এজন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

প্রতি প্রকল্পেই ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিশ্রুতি ও ফলশ্রুতি একসাথে করা হল।

পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন প্রতি বছর ৩% হারে বাড়ানো হবে। ৬০ বছর বয়সের পর তাদের এককালীন ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

বর্তমানে ৬০ বছরের বেশি বয়স এমন ৬০ লক্ষ মানুষকে পেনশন দিচ্ছি। এজন্য ১ হাজার কোটি বরাদ্দ করা হল।

সকল পুরোহিত দের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, মাঝি থানের মাঝিদের-ও ভাতা দেওয়া হবে, এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০১১ সালের পর থেকে আমাদের সরকার নতুন ৮৯ হাজার ৫৭৪ কিমি রাস্তা নির্মাণ করেছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ৪৬ হাজার কিমি নতুন গ্রামীণ রাস্তা করা হবে, সব গ্রামীণ রাস্তাকে রাজ্যের হাইওয়েকে যুক্ত করে দেব, এজন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

নন্দীগ্রামে হলদি নদীর ওপর একটি সেতু তৈরি হবে যা নন্দীগ্রাম ও হলদিয়াকে সংযুক্ত করবে।

কলকাতা থেকে বাসন্তী পর্যন্ত সড়কপথে ৪ লেনে যুক্ত করা হবে, টালা থেকে ডানলপ ৬ লেনের উড়ালপুল। উল্টোডাঙা-বাঙুরের সংযোগকারী ৩ কিমি রাস্তা হবে।

মা উড়ালপুল থেকে গুরুসদয় দত্ত রাস্তা পর্যন্ত উড়ালপুল। বাইপাস থেকে নিউটাউন পর্যন্ত উড়ালপুল তৈরি হবে। উল্টোডাঙা-পোস্তা, পাইকপাড়া-শিয়ালদা পর্যন্ত উড়ালপুল। গড়িয়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত উড়ালপুল তৈরি হবে। রুবি থেকে কালিকাপুর, বালিগঞ্জে পথচারীদের জন্য স্কাইওয়াক। পার্ক সার্কাসে পথচারীদের জন্য স্কাইওয়াক হবে। ফিজিবিলিটি সার্ভের পর রিপোর্ট সদর্থক এলে কলকাতায় আরও বেশকিছু উড়ালপুল নির্মাণ হবে। খিদিরপুরের ৭৫ বছরের পুরনো লোহার ব্রিজ পালটে নতুন সেতু নির্মাণ হবে। জীবনানন্দ সেতু থেকে টিপু সুলতান মসজিদের কাছে দেশপ্রাণ শাসমল রোড মোড় পর্যন্ত প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড বরাবর একটি উড়ালপথ, মাঝেরহাট থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত উড়ালপথ গড়ে তোলা হবে। আগামী দিনে পথচলা হবে আরও মসৃণ হবে। উড়ালপথ নির্মাণে ২,৪৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে কমিশনকে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এরা পুরনো সেতু গুলো রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

সেচের জন্য ১০০ কোটি বরাদ্দ করা হল।

পর্যটন শিল্পকে উৎসাহ দিতে ইনসেনটিভ স্কিম। পর্যটন শিল্পে ১০ হাজার থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ, বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা।

পরিবহণে লাইসেন্স নবীকরণে দেরি হলে জরিমানা মকুব করা হল। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত যাত্রী পরিবহণে রোড ট্যাক্স মকুব।

বালুরঘাট, মালদহ, কোচবিহার থেকে বিমান চলাচল ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে তৈরি হবে প্রথম শিল্পনগরী। জঙ্গল সুন্দরী, কর্ম নগরী নামে নতুন শিল্প করিডর। নতুন শিল্প করিডরের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। ডানকুনি-আসানসোল-বড়জোড়া পর্যন্ত শিল্প করিডর হবে, এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।

দেউচা-পাঁচামিতে কাজ শুরু হবে খুব শীঘ্র, দক্ষ অদক্ষ হাজার হাজার শ্রমিক কাজের সুযোগ পাবেন।

২ বছরের মধ্যে অন্ডাল বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে, তার জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

গত ১০ বছরে ৪ লক্ষের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ হয়েছে। আগামী ৩ বছরে বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ সম্পূর্ণ হবে।

আগামী ৫ বছরের মধ্যে সরকারি, আধা–সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এবং সব নিযুক্তিমূলক কর্মসংস্থানকে ধরে দেড় কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

বিগত ১০ বছরে ১০০ দিনের কাজে ৭.২৪ কোটি গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এবছর কোটি মানুষকে কাজ দেওয়া হয়েছে

সব মিলিয়ে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হল।

উন্নয়ন প্রকল্পে জোর

মাতৃমা-এর উদ্‌বোধনে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

ভার্চুয়াল উদ্‌বোধন নয়। যদিও তাই কথা ছিল। একেবারে সশরীরে হাজির হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতালে নতুন মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতৃ মা ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করে আবেগতাড়িত মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এটি এলাকার পরিচিত হাসপাতাল। আমাদের পরিবারের সবাই এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই এই হাসপাতালেই জন্মেছিলেন। এই হাসপাতালের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্কই স্পষ্ট ভাবে ধরা দিল এই বক্তব্যে।

এই ভবনে থাকছে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট প্রসূতি বিভাগ, অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, নবজাতক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, অসুস্থ নবজাতক পরিষেবা ইউনিট, হাইব্রিড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের সেরা। বিশেষ করে অতিমারি করোনার মোকাবিলায় রাজ্যের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা যে কাজ করেছেন, তা আমাদের অলঙ্কার। আমাদের অহঙ্কার। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে নিখরচায় চিকিৎসা হয়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে এই প্রকল্পের সুবিধা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। যাঁরা এখনও কার্ড পাননি, তাঁদের একটা বিকল্প কার্ড দেওয়া হচ্ছে। বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য এবং বিনা পয়সায় খাদ্য, এর থেকে বড় কিছু হতে পারে না। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা প্রবীর মুখোপাধ্যায়-সহ দফতরের শীর্ষকর্তারা।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ২০১৯ সালে হাসপাতালের নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট তৈরির জন্য কাজ শুরু হয়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। অধ্যক্ষ প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, হাসপাতালের নতুন মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের জন্য ২৮ জন শিশু ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কাজ করবেন। বিশ্বমানের শিশু ও স্ত্রী রোগ চিকিৎসা শুরু হচ্ছে এই বিভাগে।

এছাড়াও, এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে

নবান্ন সভাঘর থেকে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং পাশাপাশি হিরা-নন্দানি গ্রুপের লজিস্টিক ও ডেটা সেন্টার পার্ক সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ৪টি তথ্য প্রযুক্তি শিল্প তালুকের উদ্‌বোধন করেন। এগুলি হল সল্টলেক, সেক্টর ৫, রাজারহাট এবং কল্যাণী। খরচ হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই ৫৩টি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা এই শিল্পতালুকগুলিতে জায়গা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মাতৃ মা ভবনের পাশাপাশি, হাসপাতাল ভিত্তিক ক্যান্সার রেজিষ্ট্রি ব্যবস্থার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন সভাঘর থেকেই। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালকে একসঙ্গে জুড়ে ক্যান্সার আক্রান্ত সব রোগীর তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এমনকী, জানানো হয়েছে এই তথ্য সংগ্রহ করা হলে রোগীদের মোবাইলে এস এম এস করে জানিয়ে দেওয়া হবে, তাঁদের চিকিৎসকদের কাছে কখন যেতে হবে।

ডি এন দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য ৬০ শয্যার ছাত্রাবাস ও কয়েকটি ভবনের উদ্‌বোধন করেন। খরচ হয়েছে ৫ কোটি টাকা।

কোচবিহারে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। পঞ্চানন বর্মার মূর্তি উন্মোচন করেন তিনি।

পূর্ব বর্ধমানের নরুগ্রাম ও উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১

বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের আলাদা আকর্ষণ আছে। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের তুলনা নেই। এটা আমাদের অহঙ্কার। যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, বীরের মতো লড়াই করব, প্রয়োজনে জেল যাব। জেলে গিয়েও বঙ্গবন্ধুর মতো স্লোগান দেব 'জয় বাংলা'।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেশপ্রিয় পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন কবীর সুমন, ইন্দ্রনীল সেন-সহ শিল্পীরা। এছাড়াও ছিলেন ব্রাত্য বসু, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, কবি জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার-সহ অনেকে।

বাংলা যাদের মাতৃভাষা, তাদের বুকে জমে আছে গর্ব, জমে আছে অনেক অশ্রুজল, জমে আছে অনেক রক্তছাপ। ধর্মের জন্য দুভাগ হওয়া ভারতবর্ষ তিনভাগ হল ভাষার ভিত্তিতে। পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ, নাম হল পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে। ১৯৪৭-র আগস্টের সেই ঐতিহাসিক বিচ্ছেদের কিছু দুঃখ যেন কমে গেল। যখন বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে শেষে একটি নতুন দেশের জন্ম দিল, যার নাম হল বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার শিকড়ের জোর কতটা, সমগ্র বিশ্ব সেটা দেখল। ভাষাতুতো সম্পর্কে দুই বাংলা মনে মনে মিলে গেল। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষ উপলব্ধি করল বাংলা ভাষা কত বড়ো বিপ্লব ঘটাতে পারে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মাতৃভাষা আন্দোলনের একটি রক্তক্ষয়ী দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই আন্দোলনে প্রাণ দিল ছাত্ররা।

এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।

এই বাংলা ভাষার রচিত সাহিত্যই এশিয়াকে এনে দিয়েছিল প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার কবি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'। ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠানো হয়েছিল নোবেল কমিটির কাছে।

এই বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বাংলার মানুষের গর্বের বিষয়। এই ভাষার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষ বারে বারে গর্জে উঠেছে। এক অদ্ভুত নাড়ির টান এই ভাষাকে আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

যদিও একথা বলতেই হবে, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য ভাষাতেও মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির দাবি জরুরি হয়ে উঠেছে। ফলে, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে অন্য ভাষার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। মূলত ইংরেজির প্রতি।

মাতৃভাষার দাবিতে ঢাকা শহরে মিছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

মাতৃভাষা শুধু ভাষা নয়, নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়। সমৃদ্ধ হয় নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা।

অন্য ভাষা শিক্ষায় আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়। পৃথিবীর প্রতিটি মাতৃভাষার সঙ্গেই সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ধারা প্রবাহিত হয়, যা মানবসভ্যতার বর্ণময় বিকাশকে সম্ভব করে তোলে।

বাংলা ভাষার উপর যে কোনওরকম আক্রমণ প্রতিহত করতে এই ভাষাভাষি মানুষেরা সর্বদাই এক হয়ে লড়াই করে। এই ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য ও ভাবনা-চিন্তা ভারতবর্ষকে বিশ্বে বিশেষ স্থান দিয়েছে।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথে...

CHRISTMAS
FESTIVAL

করোনা-অতিমারি মোকাবিলায়
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর

করোনার প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। মানুষ একটু ভয় কাটিয়ে উঠেছে, যদিও সর্বদা সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমেই এই ভাইরাসের আক্রমণকে রোখার কথা মাথায় রাখতে হবে। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমেছে।

প্রায় এক বছর ধরে চলা এই অতিমারি স্বাভাবিক জীবনযাপনকে পাল্টে দিয়েছিল। সংক্রমণ-রোধে বিশ্বজুড়ে জারি হয়েছিল নানা সতর্কবার্তা। নতুন বছরে বাধানিষেধের কড়াকড়ি ততটা নেই, কিন্তু সাবধানতা সবক্ষেত্রেই বজায় রাখা উচিত।

এই রাজ্যে করোনা-মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগ ভূয়সী প্রশংসনীয়। করোনা অতিমারী মোকাবিলায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেশে বিশেষ নজির সৃষ্টি করেছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সুদীর্ঘ সময়ের কার্যাবলি ও উদ্যোগকে তুলে ধরা হয়েছে এই সংখ্যায়। করোনা-সংক্রান্ত নিজস্ব প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও তথ্যের মিশেল ঘটিয়ে এই অংশের কাজটি করেছেন রাতুল দত্ত। ছবি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত।

আঁধার শেষে আলো

এ কোন আঁধার!

সব আলো কে যেন নিভিয়ে দিল, ভেঙে গেল বিশ্বাসের সেতু।

মা সন্তানের চোখের দিকে চাইতে ভয় পায়। বৃদ্ধ পিতা যুবক সন্তানকে দেখলে দ্বার বন্ধ করে। দূরত্ব। দূরত্ব। দূরত্ব।

দূরত্ব বজায় রাখুন। এক অনুজীব (ভাইরাস) মৃত্যুদূত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। মুখে মুখে একটাই আতঙ্ক—করোনা।

মার্চের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে, শান্তিনিকেতন দোল উৎসব বাতিল হল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। সাধারণ মানুষও জানতে পারল করোনার কথা। কিন্তু কয়েকটা খবরের কাগজের পাতায় তখন সামান্য জায়গা দখল করেছে করোনা। এ-রাজ্য তখনও করোনা-মুক্ত। করোনা-আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির খবর নেই।

২০২০-র ১১ মার্চ রাত, কেন্দ্রীয় সরকার লাগু করল—মহামারি আইন।

মহামারি। শব্দটাই প্রাণে ধাক্কা লাগায়। করোনা তো বিদেশের লোকদের হয়েছে। আমাদের কি? সত্যিই কি আমরা অর্থাৎ এই ছাপোষা বাঙালির কিছু এসে যায়?

ভাবার সময় নেই। করোনা ভাইরাস কাউকে ভাবার সময় দিল না। মহা আতঙ্ক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের কোনওভাবে চালিয়ে নেওয়া সংসারে। আমাদের অন্দরমহলে তার প্রবেশ ঘটল। অন্তরমহলেও অবারিত হল তার গতি। আমাদের সেই চিরচেনা কথাগুলো যেন সত্যি হয়ে উঠল। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। করোনা আমাদের শ্বাসরোধ করে মারার জন্য প্রতি মুহূর্তে উশখুশ করছে।

চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় তাকে দেখা যাচ্ছে। এক নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস—নাম নভেল করোনা ভাইরাস।

ভাইরাস শব্দটা আজ গত কয়েক বছর ধরে আমাদের খুব পরিচিত। বছরে দু-একবার বাড়ির সবাই একসাথে জ্বর-সর্দি-কাশিতে ভুগি। সবাই জানি, এর নাম ভাইরাল ফিভার। আমাদের জীবনে সুসময়-দুঃসময় জুড়ে ইংরেজিয়ানার মাত্রাধিক্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই জ্বর-সর্দি-কাশি-পেট ব্যথা-মাথা ব্যথা—সব কিছু এক কথায় হয়ে যায় ভাইরাল-ফিভার। টেলিভিশনে ডাক্তাররা পরামর্শ দেন—কি করবেন, কি করবেন না। খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকায় একই কথা বছরভর লেখা হয়।

তবু আমরা জানতে চাই না—কোন ভাইরাসের জন্য এই ভাইরাল ফিভার। শিক্ষিত, সচেতন, অর্থবান মানুষের কেবল একটাই কথা—আরে অ্যান্টিবায়োটিক না খেলে সারবে না। নাও অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স। কোনও কোনও চিকিৎসক অবশ্য বলে চলেন, আরে অ্যান্টিবায়োটিক নিলেও সাতদিন, না নিলেও সাতদিন বিশ্রাম নিন। জল খান। নুন-চিনির জল। ডাবের জল, ফল খান। সাবধানে থাকুন।

আমরা কয়েক বছরে ভাইরাল ফিভারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বাড়িতে একবার ঢুকলে সবাইকে কাত করবে।

এই অভ্যস্ততার মধ্যে 'নভেল করোনা ভাইরাস' নিজের নাম খোদাই করে দিল। ভাইরাসের নাম জেনে কার কি লাভ। কিন্তু 'করোনা' নামটা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। অসুখটার নাম কোভিড-১৯।

বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সংখ্যায় প্রাণ নিয়ে নিল এই ভাইরাস। মানুষ থেকে মানুষেই মূলত সংক্রামিত হয় করোনা ভাইরাস। তাই মানুষের মধ্যে দূরত্ব, অবিশ্বাস তৈরি হতে লাগল। এর সাংঘাতিক প্রভাব পড়ল সম্পর্কের টানা-পোড়েনে।

অসুস্থ প্রিয়জনের সেবা করারও উপায় থাকে না। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের উপসর্গ ও ভাইরাসের চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় ভীতি আরও প্রবল হয়ে ওঠে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সকলের মধ্যে। তৈরি হয় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার সমাজে একঘরে হয়ে পড়ে। করোনা হলেই অবধারিত মৃত্যু। শিক্ষিত সচেতন মানুষও এই সিদ্ধান্ত থেকে সরতে পারে না যেন।

করোনার উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে কিছু বিশেষজ্ঞের গবেষণায় ধরা পড়ে। আবার উপসর্গহীন করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়ে।

এই রাজ্যে প্রথম করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় মার্চের দ্বিতীয়/তৃতীয় সপ্তাহে। ২৩ মার্চ লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

সব স্তব্ধ। সব বন্ধ। এক অঘোষিত ছুটি, নাকি ছুটির সঙ্গে আরও কিছু ঘোষণা। বন্ধ সব কাজ। বন্ধ স্কুল-কলেজ। বন্ধ কল-কারখানা, যানবাহন। ঘরের বাইরে বেরোনোয় নিষেধাজ্ঞা। মানুষ আতঙ্কে অস্থির। নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীটুকু জোগাড়ে ব্যস্ত মানুষ। স্বল্পবিত্তের মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলল।

সরকার হতচকিত। সমস্যার পাহাড় কেবল উঁচু হচ্ছে। সমাধানের দিশা তো দেখতেই হবে। বিনা পয়সায় চাল-আটার ব্যবস্থা করা হল। প্রাণ ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন অধিকাংশ মানুষ সেটা জোগাড় করতে পারল না। এগিয়ে এল সরকার। এল সাধারণ মানুষজন, এল সমর্থ আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, এল বিভিন্ন সংগঠন। মাসের পর মাস ধরে চলেছে এই একই অবস্থা।

প্রতিষেধকের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে সমগ্র বিশ্বের মানুষ।

রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সর্বপ্রথমে টিকাদান চলছে সর্বত্র। এই রাজ্যেও ধরা পড়ছে সেই চিত্র। তারপর পুলিশ এবং সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাঁদের সকলের জন্য টিকাদান পর্ব ধীরে ধীরে চলছে। প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এ ব্যাপারে।

কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এলেও করোনার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেই চলতে হবে। সবক্ষেত্রেই স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা চলছে।

মনে রাখতে হবে, এই অতিমারির মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে রাজ্য সরকারের কয়েকটি দপ্তরের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই অতিমারিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ধারাবাহিক কাজকর্ম তুলে ধরা হল এবারের দপ্তর কথায়।

করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ

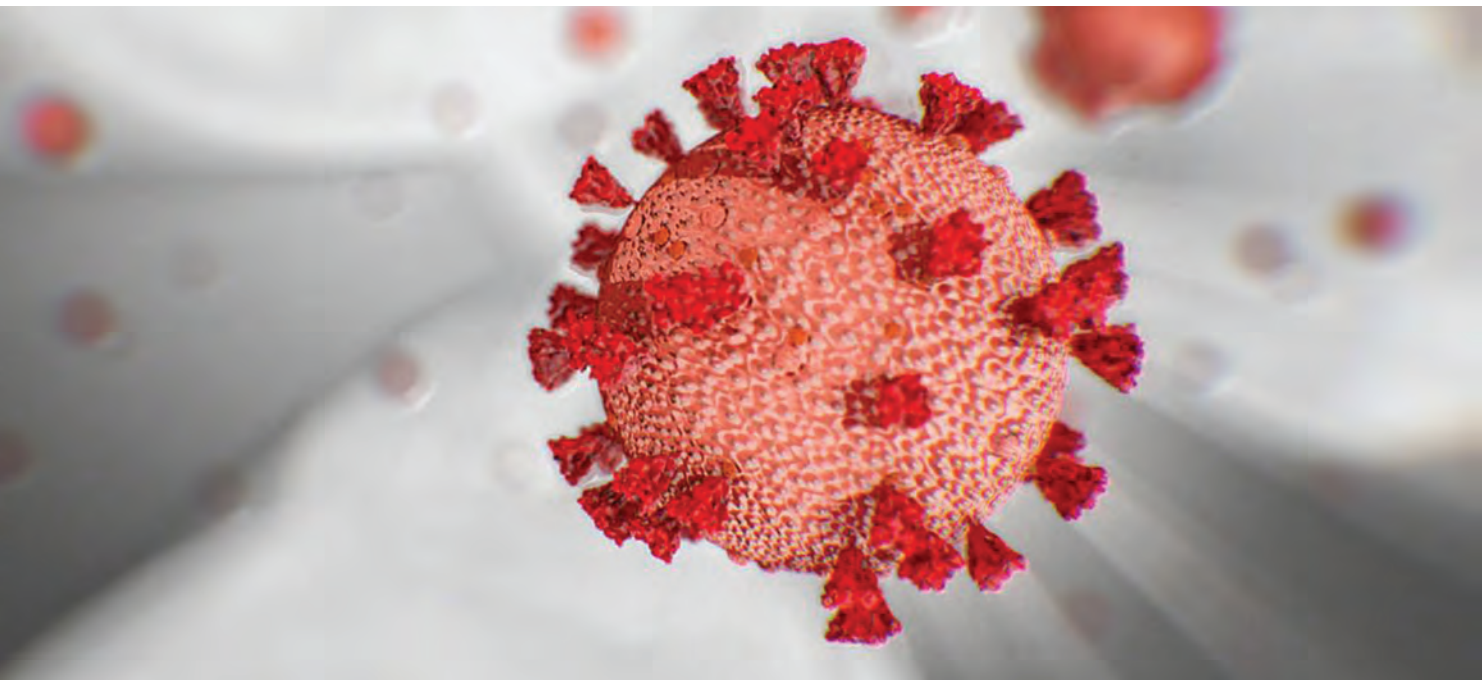

ইতিহাসের মহামারি, মহামারির ইতিহাস

৩০ জানুয়ারির বিকেলে যখন চীনের উহান থেকে বিমানটি এসে ভারতের মাটি ছুঁয়েছিল, কে বুঝেছিল সেদিন যে একটা ভাইরাস এভাবে ভারতের মতো গোটা একটা দেশকে মুখবন্ধনের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে এসেছে! মার্চ থেকে সময় যত গড়িয়েছে, মানুষ তত গৃহবন্দী হয়েছে। আর আক্রান্ত-মৃত্যুর বিশ্ব-লেখচিত্র দেখে শিউরে উঠেছে। পরিসংখ্যান বলছে, আগস্টের শেষেই পৃথিবী প্রায় ৮ লক্ষ মানুষকে হারিয়েছে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু, এপ্রিল-মে মাসে ইরান, তুরস্ক, স্পেন, আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, ব্রাজিল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে একটা ভাইরাস এমন এক ভয়াবহ মৃত্যুমিছিলের তাণ্ডব দেখিয়েছে, যে গণকবর পর্যন্ত দেওয়ার লোক খুঁজে পায়নি প্রশাসন।

গালভরা নাম তার—'করোনা'। অর্থাৎ লাতিন ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় মুকুট-মালা। এতদিন ধরে করোনা ভাইরাসের যে ছবি আমরা দেখেছি, অনেকটা মুকুটের মতোই। ওই যে খোঁচা-খোঁচা মত বেরিয়ে রয়েছে, ওগুলোকে বলে স্পাইক। আর এই করোনার মুকুট যে দেশের শিয়রে উঠেছে, মৃত্যুমিছিল না দেখিয়ে থামার অবকাশ নেই যেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাই একে মহামারি বা অতিমারি নাম দিয়েছে প্রথম থেকেই।

মহামারি বা অতিমারি যা-ই হোক, এটা কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ২১ শতকের গোড়ায়—করোনার আক্রমণের আগেও এরকম বহু মহামারির আক্রমণের সামনে পৃথিবীকে এক অসহায় যোদ্ধার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে এরকমই তথ্য আমরা এবার তুলে আনব—

(১) ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, চীনের মহামারি:

মৃত্যু বোধহয় এভাবেই কথা বলে। তা না হলে, ২০১৩ সালের খননকার্যে ৫০০০ বছরের চীনের এক ইতিহাস এভাবে উঠে আছে? পৃথিবীর ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে পুরনো মহামারি। উত্তর-পূর্ব চীনে হামিন মাঙ্গা নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে, যা বর্তমানে পৃথিবীর এক ঐতিহাসিক স্পষ্ট। এই গ্রামেই একটি বাড়িতে পাওয়া গেল প্রায় ২০০টি নরকঙ্কাল। ডিএনএ পরীক্ষায় জানা গেল, এরা কোনো এক বিশেষ ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এরপর সমস্ত মৃতদেহ ওই গ্রামের এই বাড়িটিতে ডাঁই করে রেখে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু সেই সময় কবরের প্রচলন শুরু হয়নি, চীনের লোকেরা ওই আক্রান্তদের একসঙ্গে গৃহবন্দী করে পুড়িয়ে মারাকেই ঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছিলেন।

(২) এথেন্সের প্লেগ (৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ):

গ্রিসের সুপ্রাচীন ইতিহাসে বরাবরই দুটি প্রাদেশিক শহর এবং তাদের মধ্যে লড়াইয়ের কথা উঠে আসে। তেমনই এক যুদ্ধ, তার ইতিহাস এবং প্লেগ রোগে ১ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যুর কথা লেখা রয়েছে গ্রিক ঐতিহাসিক থুকেডেভিসের কলমে। এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে, যা ইতিহাসে পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। এথেন্সের যোদ্ধাদের মধ্যে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল প্লেগের মতো মারণ রোগ। প্রথমে মাথা ব্যথা, কনজাংটিভাইটিস বা চোখ লাল, সারা গায়ে র‍্যাশ, বমি বমি ভাব এবং ৭-৮ দিনের মধ্যেই মৃত্যু। জীবাণু বিজ্ঞানীদের মতে, এই মহামারির জন্ম ইথিওপিয়াতে। সেখান থেকে ইজিপ্ট হয়ে গ্রিস। যেহেতু সে সময় যুদ্ধ চলছিল, প্রায় প্রত্যেক ঘরেরই কেউ না কেউ বাইরে ছিলেন এবং এই মারণ রোগ আক্রান্ত হন। মহামারি সত্ত্বেও যুদ্ধ চলেছিল ২৬ বছর।

(৩) জাস্টিনিয়ান প্লেগ (৫৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ):

একটা সাম্রাজ্য পতনের কারণ হিসাবে যে প্লেগের মতো একটা মহামারি হতে পারে, তার উদাহরণ হিসাবে জাস্টিনিয়ান প্লেগের কথা উঠে আসবে। রোমের বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট তখন জাস্টিনিয়ান। মূলত তাঁর আমলেই এই সাম্রাজ্য মধ্য প্রাচ্য থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। প্রমাণ মেলে, জাস্টিনিয়ান নিজে প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সেসময় এই মহামারিতে পৃথিবীর প্রায় ১০ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

(৪) অ্যান্টোনাইন প্লেগ (১৬৫-১৮০ খ্রিস্টাব্দ):

এথেন্সের প্লেগের বেশ কয়েকশো বছর পরের কথা। রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট তখন মার্কাস অরেলিয়াস। বিজ্ঞানীদের মতে, এই মহামারীর কারণ সম্ভবত গুটিবসন্ত। সেসময় বিস্তীর্ণ রোমান সাম্রাজ্যে এই মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। চিকিৎসক গ্যালেন এই মহামারির বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। রোম সাম্রাজ্যের ওপর এই মহামারির প্রভাব ছিল ব্যাপক। অনেকে বলেন, এই মহামারির পর থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত ঘটে।

(৫) ব্ল্যাক ডেথ (১৩৪৬-৫৬):

আজ থেকে প্রায় ৭০০ বছর আগে, ১৩৩৪ সালে চীনের ভূ-খণ্ডে ইঁদুর থেকে প্লেগের ভাইরাসের উৎপত্তি ঘটেছিল, যা ৫০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি কমিয়ে দিয়েছিল। প্লেগের শুরুতে ইউরোপের যা জনসংখ্যা ছিল, পরবর্তীকালে সেই সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। ৫০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪৫ কোটি থেকে নেমে আসে প্রায় ৩০ কোটিতে। এই ভাইরাস সেই সময়, চীন থেকে শুরু করে, মধ্য এশিয়া ছুঁয়ে এসে পৌঁছয় উত্তর ভারতে। এই পথ ছিল সিল্ক রুটের পথ। সেখান থেকে মধ্য প্রাচ্য এবং রাশিয়া হয়ে ইউরোপে পৌঁছয় এই মারণ ভাইরাস। সম্ভবত আজ পর্যন্ত মহামারিতে মৃত্যু, এই ঘটনাতেই সবথেকে বেশি।

ব্ল্যাক ডেথ মহামারিতে রোগের লক্ষণও ছিল অদ্ভুত। প্রথমে বগলের নীচে বা কুঁচকিতে আপেল বা ডিমের মতো ফুলে ওঠা—দিন কয়েকের মধ্যেই এরকম ফোলা-ফোলা চাকা-চাকা সারা গায়ে। এরপর ৮ দিনের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, সঙ্গে নিউমোনিয়া। প্রথমদিকে কিছুই চিকিৎসা না হওয়ায় ৯৫ শতাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটেছিল। পরবর্তীকালে তা ১১ শতাংশে নেমে আসে। সেই সময় ইউরোপে কুসংস্কারবাদীরা এমন অপবাদও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সর্বোচ্চ শক্তির বিরুদ্ধে চরম পাপের শাস্তি এই রোগ।

(৬) গ্রেট প্লেগ অফ লন্ডন (১৬৬৫-৬৬):

ব্ল্যাক ডেথের করাল গ্রাসের সমাপ্তি ঘটেছিল লন্ডনে। মাত্র ১ বছরেরও কম সময়ে, শুধু লন্ডনেই ১ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে এবং লন্ডনের জনসংখ্যা এক-চতুর্থাংশ কমে যায়। প্লেগের রোগীর মলের জীবাণুবাহিত মাছি এই মহামারির মূল কারণ।

(৭) কোকোলিজলি মহামারি ও আমেরিকান প্লেগ:

কোকোলিজলি মহামারি। ১৫৪৫ সালের এই এক মহামারিতে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকাতে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। এত বেশি মৃত্যুর কারণ ছিল, সে-সময় ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক খরা চলছিল। এর মধ্যে এই মারণ ভাইরাসের

আক্রমণ মানুষকে আরও বেশ মৃত্যুমুখী করে তোলে। টাইফয়েডের মতো ভীষণ জ্বর এবং শরীরের জল কমে আসা—এই দুই ছিল এই রোগের প্রধান উপসর্গ।

অন্যদিকে ইনকা ও অ্যাজটেক সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হল আমেরিকান প্লেগ। ইউরোপীয়দের মাধ্যমে এই মহামারি পৌঁছয় আমেরিকাতে। মূল কারণ গুটিবসন্ত। পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ এই রোগের কারণে মারা যায়। আসলে ইউরোপীয়রা আমেরিকার মাটিতে পা রাখার আগে পর্যন্ত তারা গুটিবসন্ত বলে কিছুই জানত না। স্পেনীয়দের হাত ধরে মেক্সিকোতে আসে এই রোগ। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মেক্সিকো এবং গুয়াতেমালাতে ফের বসন্তরোগের মহামারির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। একেই হলুদ জ্বরের মহামারি বলে।

(৮) রাশিয়ান ফ্লু (১৮৮৯) এবং স্প্যানিশ ফ্লু (১৯১৮):

স্প্যানিশ ফ্লু-র কথা উঠলে আজও হাড় হিম হয়ে যায়। প্রায় ১০০ বছর আগের এই মহামারিতে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় ৭-৮ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটে। পৃথিবী থেকে বহু আদিবাসী প্রজাতি সম্মুখীন হয় অস্তিত্বের সংকটে। H_1N_1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ছিল এই মৃত্যুর কারণ। যদিও নাম স্প্যানিশ ফ্লু, কিন্তু এই মারণ ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রথম নজরে আসে আমেরিকাতে। এই ভাইরাসে খুব কম এবং বেশি বয়স্কদের সবথেকে বেশি মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে রাশিয়ান বা এশিয়ান ফ্লু-তে ১০ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফল ও অপুষ্টিজনিত কারণকেই স্প্যানিশ ফ্লু-র মতো মহামারির প্রধান লক্ষণ বলে ধরা হয়।

(৯) সোয়াইন ফ্লু-সার্স-ইবোলা-মার্স:

২০০৯-১০ সালে শূকরের থেকে ছড়িয়ে পড়া H_1N_1 ভাইরাস হল সোয়াইন ফ্লু, যা থেকে প্রায় ৬ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। তুলনায় সার্স ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ২০০২-০৩ সাল নাগাদ। মূলত গন্ধগোকুল, বাদুড় থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই ভাইরাস এবং এতে প্রায় ৮০০ লোকের মৃত্যু হয়। ২০১৫ সালে পৃথিবীতে আসা ইবোলা ভাইরাসের দাপট এখনো চলছে। মূলত বন্য প্রাণী থেকে এসেছে এই ভাইরাস এবং ১০-১২ হাজার লোকের মৃত্যু

ঘটেছে। মার্স ভাইরাসের দাপটও এখনো চলছে। বাদুড় বা উট থেকে কোনোভাবে এই ভাইরাস ঢুকে পড়ে মানুষের শরীরে। সোয়াইন ফ্লু প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল মেক্সিকোতে। ৮০ শতাংশের বেশি মৃত মানুষের বয়স ছিল ৬৫ বছরের নীচে। সাধারণত ফ্লু ভাইরাস বেশি বয়স্কদের প্রবল কাবু করে দেয়। সেদিক থেকে সোয়াইন ফ্লু-র ভাইরাসের চরিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। পশ্চিম আফ্রিকার মহামারির একমাত্র কারণ ইবোলা ভাইরাস, যার টিকা আজ পর্যন্ত বাজারে আসেনি। ইউরোপ, আমেরিকা-সহ নায়াগ্রা, মালি, সেনেগাল ইত্যাদি দেশেই সবথেকে বেশি এর দাপট।

(১০) কোভিড-১৯ :

যদিও চীনের উহান প্রদেশে সর্বপ্রথম এই ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে, তবে চীন থেকেই যে প্রথম এই ভাইরাস ছড়িয়েছে তা তারা মানতে নারাজ। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিকতম হিসেব অনুসারে, ৮ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত। এর শেষ কোথায়, কেউ জানে না।

সুতরাং বহুদিন আগেই পৃথিবীর বুকে নানাভাবে এসেছে মহামারি। তাই দ্রুত ইতিহাসের পাতায় স্থান নেওয়া এই মহামারি বিদায় হোক, এটাই চাই।

করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গে প্লাজমা থেরাপি

২০২০-এর ২৮ মার্চ। মার্কিন মুলুকের একটি গবেষণাপত্র যেন কোভিড নিয়ে চিকিৎসাকে এক ধাক্কায় কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। তবে যে সময়ের কথা, তখন অবশ্য আমাদের দেশকে কোভিড-১৯ নামক নতুন এই ভাইরাসটি অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেনি। বিশ্বের অন্য অনেক দেশ বিশেষ করে চীন, জাপান, আমেরিকা, তুরস্ক, ইরান, ইতালি তখনই বেশ কাবু। সুতরাং গবেষণার যে দরকার ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখাটি প্রকাশিত হয় প্রথম The American Journal of Pathology পত্রিকায়। হাউস্টন মেথডিস্ট নেটওয়ার্ক অব হসপিটাল্‌স-এর একদল চিকিৎসক প্রথম জানালেন, প্লাজমা থেরাপি করোনা ভাইরাসকে রুখে দিতে পারে। ৩০০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর ওপর সফল পরীক্ষা করে তাঁরা প্রথম করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে প্লাজমা থেরাপির কথা পৃথিবীকে জানালেন। বর্তমানে আমাদের রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্লাজমা ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে, যেখানে প্লাজমা জমা হচ্ছে এবং বেশ কয়েকজন রোগী সেরেও উঠেছেন।

কিন্তু এই প্লাজমা থেরাপি কী? করোনা ভাইরাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? পৃথিবীতে কি এই প্রথম কোনো মারণ ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্লাজমা থেরাপির ব্যবহার হচ্ছে, না আগেও হয়েছে! আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক।

প্লাজমা থেরাপি বুঝতে গেলে জানতে হবে, প্লাজমা এবং অ্যান্টিবডি কী? অ্যান্টিবডি (Antibody)-র অপর নাম হল ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobuline)। এটি একটা বড়ো 'Y' আকারের প্রোটিন, যা প্রধানত প্লাজমা কোষ দ্বারা উৎপাদিত হয়। এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন, যা প্যামোজেনিক ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাসগুলির মতো প্যামোজেনকে নিরপেক্ষ এবং কর্মহীন করতে কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ যদি কোনোভাবে শরীরে কোভিড রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে, তবে এই কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি। আর প্লাজমা হল রক্তরস। বলে রাখা ভালো, আমাদের রক্তে দু-ধরনের পদার্থ উপস্থিত থাকে। রক্তকণিকা ও রক্তরস বা প্লাজমা। সুতরাং করোনা ভাইরাস এবং প্লাজমা থেরাপির নেপথ্যে বিজ্ঞানটি হল—যে মানুষের করোনা ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে গেছে, তার শরীরে তো

করোনা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েই গেছে। ফলে তাঁর রক্তরস বা প্লাজমা নিয়ে অপর কোভিড আক্রান্তের রক্তে প্রবেশ করালে, শরীরে ধীরে ধীরে করোনা প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি হতে থাকবে এবং ওই আক্রান্ত ব্যক্তি করোনামুক্ত হবেন। কারণ, ওই বিশেষ প্রোটিনজাতীয় পদার্থ অ্যান্টিবডি, ওই ক্ষতিকর ভাইরাসকে ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। সুস্থ হয়ে ওঠেন করোনা রোগী।

এই প্লাজমা থেরাপি, অ্যান্টিবডি এবং অনাক্রম্যতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ২ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর নাম। এদের মধ্যে তো একজন ১৯০১ সালে, অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন শরীরে অ্যান্টি-টক্সিন তৈরি এবং সিরাম বা প্লাজমা নিয়ে গবেষণা করে। তিনি জার্মান বিজ্ঞানী এমিল অ্যাডল্‌ফ বেহরিং (Emil Adolf Behring)। অপরজন, অনাক্রম্যতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করেন ১৯০৮ সালে, জার্মান গবেষক পল এহরলিচ (Paul Ehrlich)। অর্থাৎ বলা যায়, শরীরে অ্যান্টিবডি প্রবেশ করিয়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি গবেষণার কাজ ২০২০ সালে প্রথম নয়, শুরু হয়েছিল অন্তত ১২০-১৫০ বছর আগে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্লাজমা থেরাপি কীভাবে কাজ করে, তা বিস্তারিত জানিয়েছেন ফর্টিস হাসপাতাল (শালিমার কাল)-এর ডিপার্টমেন্ট অব পালমোনোলজি অ্যান্ড স্লিপ ডিসঅর্ডার বিভাগের ডিরেক্টর এবং বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিকাশ মৌর্য, অতিরিক্ত ডিরেক্টর ডাঃ হরজিৎ সিং। প্লাজমা থেরাপিকে বলা হয় কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি (Convalescent Plasma Therapy)। কোভিড-১৯-এর ভাইরাসের মোকাবিলা করতে যে প্লাজমা থেরাপি প্রথম ব্যবহার হল, তা নয়। বরং এর আগে ইবোলা ভাইরাস, ভিতাথিরিয়া, স্কারলেট ফিভার, পার্টুসিস, স্প্যানিশ ফ্লু, হাম, মার্স-কভ, এইচ$_১$এন$_১$ (H_1N_1) ইত্যাদি ভাইরাল রোগ প্রতিরোধেও প্লাজমা থেরাপির ব্যবহার হয়েছে। যদিও চিকিৎসক-বিজ্ঞানীরা বারবারই বলছেন, প্লাজমা থেরাপি অনেককিছুর ওপর নির্ভর করে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে সমস্ত করোনা রোগীকেই বাঁচানো সম্ভব, এমন ধারণা ভুল।

এই প্লাজমা থেরাপির প্লাজমা এমন মানুষের রক্ত থেকেই সংগ্রহ করা হয়, যাঁর সম্প্রতি করোনা হয়েছে। সম্প্রতি বলতে সংক্রমণ ধরা পড়ার ২৮ দিন পর বা সুস্থ হয়ে ওঠার ১৪ দিন পর কোনো করোনা রোগী প্লাজমা দিতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮-৬০ বছর। ওজন ৫০ কেজির বেশি হতে হবে এবং সম্প্রতি গর্ভবতী হয়েছেন, এমন মহিলারা প্লাজমা দিতে পারবেন না। যাঁকে প্লাজমা থেরাপি করা হবে, তাঁর হাসপাতালে ভর্তির ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্লাজমা থেরাপি, মৃত্যুহার অনেক কম করে দেয়। এমনকি, পূর্বে যাঁদের প্লাজমা থেরাপি করে কোভিড-১৯-এর চিকিৎসা হয়েছে, তাঁদের প্লাজমায় অ্যান্টি-কোভিড অ্যান্টিবডির ঘনত্ব অনেক বেশি বলে গবেষণায় প্রকাশিত। তবে যাঁদের কোনো বিশেষ রোগের একেবারে শেষ পর্যায় এবং যাঁদের বহুবার রক্ত ট্রান্সফিউশন হয়েছে, তাঁদের প্লাজমা থেরাপিতে সেরে ওঠার সম্ভাবনা কম।

প্লাজমা থেরাপির কয়েকটি ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। যেমন প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, এইচ আই ভি-র মতো রোগের জীবাণু, শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। পুরো পদ্ধতি শেষ হতে ২ ঘণ্টা মত সময় লাগে। প্লাজমা থেরাপি চলার সময় অন্য কোনো ধরনের ভাইরাস যেন শরীরে না ঢোকে, তা বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। অন্যদিকে অপর এক উল্লেখযোগ্য জার্নাল ভাইরাসেস (Viruses)-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যত দেরি হবে, করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ কমতে থাকবে। ফলে সুস্থ হওয়ার ২ মাস পর যদি প্লাজমা সংগ্রহ হয়, তার মধ্যে আশানুরূপ অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে না।

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্লাজমা থেরাপির ব্যবহার নিয়ে প্রথম থেকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। বর্তমানে কলকাতার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই একমাত্র প্লাজমা ব্যাংক থাকলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ২০টি হাসপাতালের রক্তের উপকরণ পৃথকীকরণ ইউনিটে (Blood Component Seperation Unit) ২০টি আলাদা কনভালস্যান্ট কোভিড-১৯ প্লাজমা (Convalescent Covid-19 Plasma) ব্যাংক তৈরি হবে। সেজন্য, ২০টি ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্যও দেখা যাচ্ছে।

কোভিড নিয়ে রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য এবং এস এস কে এম হাসপাতালের হেপাটোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরীর মতে, প্লাজমা থেরাপির ওপর র‍্যান্ডামাইজ্‌ড কন্ট্রোল্‌ড ট্রায়াল (Randomised Controlled Trial–RCT) প্রয়োগ করে চমকপ্রদ সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে আমরা আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক রিপোর্ট রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR)-এ জমা পড়েছে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগীরাজ রায়ের মতে, আমরা লক্ষ্য রাখছি, কেন কিছু রোগীর ওপর কাজ করছে এবং কেন কিছু রোগীর ওপর কাজ করছে না। সেটা সঠিকভাবে বোঝা গেলেই জানতে পারব, কাদের জন্য প্লাজমা থেরাপি বেশি উপকারী। কারণ এটা সম্পূর্ণটাই ট্রায়াল থেরাপি। ফলে সকলের ক্ষেত্রেই সমান ভালো ফল দেবে, এমন নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, শরীরের ওজন হিসেবে প্রতি কেজিতে ৪-১৩ মিলি বা সর্বোচ্চ ২০০ মিলি প্লাজমা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজন

হলে ২৪ ঘণ্টা পরে আবার এটি দেওয়া যেতে পারে।

প্লাজমা থেরাপি নিয়ে কিছু বলতে গেলে এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner)-এর কথা না বললে বোধহয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পৃথিবীর প্রথম টিকা—স্মলপক্স-এর টিকা এসেছিল তাঁর হাত ধরেই। তিনিই প্রথম ১৭৯০ সালে ফিলিপ নামে ৮ বছরের এক শিশুর দেহে কাউফক্স (Cowfox)-এর ভাইরাস প্রয়োগ করেন এবং এর ফলে স্মলপক্সের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

ভাবনার সেই শুরু। যা আজ ২০২০ সালে দাঁড়িয়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভীষণভাবে কাজে লাগছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্লাজমা ব্যাঙ্কের তালিকা

	জেলা	ব্লাড ব্যাঙ্কের নাম
১	কলকাতা	ইনস্টিটিউট অব ব্লাড ট্রান্সফিউশন মেডিক্যাল অ্যান্ড ইমিউনো হেমাটোলজি (সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক)
২		এস এস কে এম হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
৩		কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
৪		আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
৫		ই এস আই হাসপাতাল, মানিকতলা ব্লাড ব্যাংক
৬		এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
৭		ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড ব্যাংক
৮	পশ্চিম মেদিনীপুর	মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
৯	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১০	হুগলি	চুঁচুড়া জেলা হাসপাতাল (হুগলি জেলা হাসপাতাল) ব্লাড ব্যাংক
১১	উত্তর ২৪-পরগনা	সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১২	নদিয়া	কলেজ অব মেডিসিন ও জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল
১৩		কৃষ্ণনগর (শক্তিনগর) নদিয়া জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১৪	পূর্ব বর্ধমান	বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১৫	পশ্চিম বর্ধমান	আসানসোল জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১৬	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১৭	মালদা	মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১৮	দক্ষিণ দিনাজপুর	বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক
১৯	কোচবিহার	কোচবিহার জেলা হাসপাতাল (এম জে এন) ব্লাড ব্যাংক
২০	দার্জিলিং	উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

প্রাক-কোভিড-১৯-এর বা মৃদু উপসর্গের ক্ষেত্রে হোম আইসোলেশনের পরামর্শ

১. কারা হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবেন

ক. চিকিৎসিত ব্যক্তিকে যদি চিকিৎসক/মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক খুব মৃদু বা প্রাক্-লক্ষণযুক্ত বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

খ. এই ক্ষেত্রে নিজের বাড়িতে হোম আইসোলেশনের সুবিধা থাকতে হবে এবং পরিবারের বাকিদের থেকেও দূরে থাকতে হবে।

গ. ২৪ ঘণ্টা দেখভাল করবে এমন একজন সেবাপ্রদানকারীকে থাকতে হবে এবং তাঁকে রোগীর হোম আইসোলেশনের পুরো সময় হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে।

ঘ. সেবাপ্রদানকারী এবং যাঁরা রোগীর সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের যথাযথ নিয়ম মেনে রোগীর চিকিৎসক-এর পরামর্শমতো হাইড্রোক্লোরোকুইন প্রফিল্যাক্সিস খেতে হবে।

ঙ. রোগীকে সবরকম স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজি থাকতে হবে এবং পরবর্তী চিকিৎসার জন্য নিয়মিত নিজের স্বাস্থ্যের খরব জেলা সার্ভাইলেন্স অফিসারকে দিতে হবে।

চ. রোগীকে স্ব-পৃথকীকরণের জন্য annexure I (H&FW/147/20 dated 28th April, 2020) পূর্ণ করতে হবে এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তবেই হোম আইসোলেশনের জন্য নির্বাচিত হবেন।

২. কখন জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে

রোগী এবং সেবাপ্রদানকারীকে নিজেদের স্বাস্থ্য নজরে রাখতে হবে। জটিল উপসর্গ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। জটিল উপসর্গগুলির মধ্যে আছে—

(ক) শ্বাসকষ্ট

(খ) দীর্ঘস্থায়ী বুকে ব্যথা বা চাপ অনুভব করা

(গ) মানসিক উৎকণ্ঠা বা সজাগ থাকার অক্ষমতা

(ঘ) মুখে বা ঠোঁটে নীলচে ভাব দেখা দেওয়া

(ঙ) চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী

৩. কখন হোম আইসোলেশন বন্ধ করতে হবে

যদি চিকিৎসার মাধ্যমে উপসর্গগুলি সেরে যায় এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর চিকিৎসক যদি রোগীকে সংক্রমণহীন বলে শংসাপত্র প্রদান করেন, তাহলে রোগীর হোম আইসোলেশনের মেয়াদ শেষ হবে।

৪. সেবাপ্রদানকারীদের জন্য নির্দেশাবলি

মাস্ক—রোগীর সঙ্গে একই ঘরে থাকার সময় সেবাপ্রদানকারীকে যথাযথভাবে ত্রিস্তরীয় মেডিক্যাল মাস্ক পরতে হবে। ব্যবহারের সময় মাস্কের অংশ স্পর্শ করা যাবে না। যদি মাস্ক দেহরসে ভিজে যায় বা নোংরা হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা পাল্টাতে হবে। ব্যবহারের শেষে মাস্ক খুলে ফেলুন এবং তা ডিসপোজ করার পর হাত ভালো করে পরিষ্কার করুন।

- সেবাপ্রদানকারী নিজের মুখমণ্ডল, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না।
- রোগীর সঙ্গে সংস্পর্শে আসার পরে বা তাঁর কাছাকাছি আসার পরে যথাযথভাবে হাতের স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।
- খাবার তৈরির পর, খাওয়ার আগে, টয়লেট ব্যবহারের পরে এবং কখনও হাত বা নোংরা মনে হলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করবেন। অন্তত ৪০ সেকেন্ড ধরে সাবান-জল দিয়ে হাত ধোবেন। যদি হাত ময়লা না হয়ে থাকে তাহলে অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড রাব ব্যবহার করতে পারেন।
- সাবান-জল দিয়ে হাত ধোবার পরে টিসু পেপার দিয়ে মুছে হাত শুকিয়ে নিন। যদি তা না থাকে তাহলে এই কাজের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা কাপড় দিয়ে হাত মুছে নিন এবং কাপড়টি ভিজে গেলে তা পাল্টে নিন।
- রোগীর সংস্পর্শে আসা রোগীর দেহরস, বিশেষ করে মুখ ও নাক থেকে নিঃসৃত তরল সরাসরি স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। রোগীর যত্ন নেওয়ার সময় ডিসপোজেবল গ্লাভস ব্যবহার করুন। গ্লাভস খোলার আগে ও পরে হাতের স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।
- রোগীর সম্ভাব্য সংক্রামক বস্তুগুলির সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকুন (যেমন—সিগারেট শেয়ার করা, রোগীর ব্যবহার করা থালা-বাসন, পানীয়, তোয়ালে, বিছানার চাদর শেয়ার করা)।
- রোগীকে তাঁর ঘরেই খাবার পরিবেশন করতে হবে।

- রোগীর ব্যবহার করা থালা-বাসন গ্লাভস পরে সাবান বা ডিটারজেন্ট ও জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। থালা-বাসন পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্লাভস খোলার পর এবং ব্যবহৃত জিনিস ধরার পরে হাত ধুতে হবে।
- রোগীর ঘরের মেঝে, জামাকাপড়, বিছানার চাদর ধরা বা পরিষ্কার করার সময় ত্রিস্তরীয় মেডিক্যাল মাস্ক এবং ডিসপোজেবল গ্লাভস পরে নিতে হবে। গ্লাভস খোলার আগে ও পরে হাতের স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।
- সেবাপ্রদানকারীকে খেয়াল রাখতে হবে রোগী যেন চিকিৎসকের পরামর্শমতো চিকিৎসা গ্রহণ করেন।
- সেবাপ্রদানকারী এবং রোগীর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে প্রতিদিন তাপমাত্রা মেপে নিজেদের স্বাস্থ্যে নজর দেবেন এবং তাঁদের কারও যদি কোভিড-১৯ রোগের কোনও উপসর্গ (জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট) দেখা দেয় সঙ্গে সঙ্গে তা জানাতে হবে।

৫. রোগীর জন্য নির্দেশাবলি

- রোগীকে সর্বক্ষণ ত্রিস্তরীয় মেডিক্যাল মাস্ক পরে থাকতে হবে। প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর মাস্ক পাল্টাতে হবে এবং যদি তার আগেই মাস্ক ভিজে যায় বা ময়লা হয়ে যায় তাহলে তখনই মাস্ক বদলাতে হবে।
- ১% সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে তবেই মাস্ক বাতিল করতে হবে।
- রোগী বাড়ির বাকিদের থেকে দূরে তাঁর নির্বাচিত ঘরেই থাকবেন এবং তিনি বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি ও হাইপারটেনশন, কার্ডিওভাসকুলার রোগ, রেনাল রোগ ইত্যাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের থেকে দূরে থাকবেন।
- রোগী বিশ্রামে থাকবেন এবং শরীরের জলসাম্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত তরল পদার্থ খাবেন।
- সব সময় শ্বাসজনিত নিয়ম অনুসরণ করবেন।
- সাবান এবং জল দিয়ে কিংবা অ্যালকোহল আছে এমন স্যানিটাইজার দিয়ে অন্তত ৪০ সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধোবেন।
- ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না।
- ঘরে যে সব জিনিস ঘনঘন ব্যবহার করা হয় যেমন—টেবিল, দরজার নব, হ্যান্ডেল ইত্যাদির উপরিতলে ১% হাইপো-ক্লোরাইট দ্রবণ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলবে হবে এবং ওষুধ খেতে হবে।
- রোগীকে প্রতিদিন তাপমাত্রা মেপে নিজের স্বাস্থ্য নজরে রাখতে হবে এবং উপসর্গ যদি আরও খারাপের দিকে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাতে হবে।

[তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার]

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের একের পর এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত

(সময় সারণি ধরে)

২/৩/২০২০ : কিছুদিন আগেই সতর্ক করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, যে করোনা মহামারি আছড়ে পড়তে চলেছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশে। এ রাজ্যেও তার আঁচ আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালকে এখনই সতর্ক হতে হবে। এই মর্মে ব্লকস্তর পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিটি হাসপাতালের সুপারকে চিঠি পাঠালেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা। এই চিঠিতে তিনি মূলত চারটি বিষয়ে সতর্ক হতে বলেন। (১) এখন থেকে হাসপাতালে কোনও ধরনের সর্দি-কাশির উপসর্গযুক্ত রোগী এলেই তাঁকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সব করে নিয়ে, তাঁকে গৃহে নিভৃতাবাসে রাখতে হবে। (২) প্রতিটি হাসপাতালে দ্রুত আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি শুরু করতে হবে। (৩) কোনও রোগীর করোনা ধরা পড়লে তাঁকে ২-বার টেষ্টের রেজাল্ট নেগেটিভ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হবে। (৪) প্রত্যেক রোগীকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং মাস্ক ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে।

৩/৩/২০২০ : কনটেনমেন্ট এর ভাবনা বিস্তারিত আলোচনা করে এবং কেন্দ্র-রাজ্য এ বিষয়ে কী ভাবছে তা জানিয়ে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে। কনটেনমেন্ট এবং বাফার জোনের ভাবনা সহ করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতাল এবং টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলি কী ভাবে কাজ করবে, তাও বলা হয় এই রিপোর্টে।

৫/৩/২০২০ : করোনা ভাইরাস রুখতে কী করবেন, কী করবেন না অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক তথ্যবহুল একটি পোস্টার প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে, রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এখন এই পোস্টারটিই চোখে পড়ে।

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ৫-দফা নির্দেশিকা. শিক্ষা দপ্তরে পাঠাল এবং নিজেরাও প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকায় বলা হয়—(১) ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয় এবং প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে (২) চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে তবেই ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবে (৩) স্কুলে কোনও বড় জমায়েত নিষিদ্ধ (৪) কোনও ছাত্র-ছাত্রী বা কর্মী ২৮ দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশ থেকে ফিরলে তাঁকে আলাদা করে দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। (৫) ছাত্র-ছাত্রীদের জ্বর, সর্দি-কাশি হলে

শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। রাজ্যের প্রতিটি বিমানবন্দরকে এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হল চীন, হংকং, সিঙ্গাপুর, ইরান, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং নেপাল থেকে গত ১৪-দিনে যে সকল যাত্রী বা বিমানকর্মী ফিরেছেন, অতি দ্রুত তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে বলা হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণের মাধ্যমে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে—তাঁদের সমস্ত ধরনের যোগাযোগের নম্বর, ঠিকানা এবং ২৮-দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ এর কোনও উপসর্গ ধরা পড়লেও বিমানবন্দরে তথ্য দিতে হবে। ওইদিনই ফের ৪-পৃষ্ঠার বিস্তারিত নির্দেশিকায় বিমানবন্দরের সমস্ত কর্মীদেরও কোভিড নিয়ে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবিধি মানার কথা বলে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা হয়।

৭/৩/২০২০ : করোনা ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না বা গুজব ছড়াবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাইরাস মোকাবিলায় সদা তৎপর। কোভিড-১৯ নিয়ে রাজ্যের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পোস্টার প্রকাশিত হল বাংলায়। সেইসঙ্গে অতি দ্রুত রাজ্যের প্রতিটি কোনায় এই পোস্টার, ব্যানার লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

৮/৩/২০২০ : বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু এবং অলচিকি ভাষাতেও করোনা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পোস্টার প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

১১/৩/২০২০ : নভেল করোনা ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। কোন্ ধরনের মাস্ক কারা ব্যবহার করবেন, কতক্ষণ পড়বেন এবং এই বর্জ্য কোথায় ফেলবেন—তা বিস্তারিত বলা হল এই নির্দেশিকায়।

● রাজ্যে চালু হল গৃহনিভৃতাবাস। কোভিড-১৯ সংক্রমিত বা তাঁর সংস্পর্শে আসার দরুন যাঁরা এই ভাইরাসের কবলে পড়ছেন এবং টেস্ট পজিটিভ আসছে, তাঁদের প্রত্যেককে অন্তত ১৪-দিন গৃহ নিভৃতাবাসে থাকতে হবে। এই ঘর কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে, বাড়ির যাঁরা আক্রান্ত হননি তাঁরা কীভাবে দূরত্ব বজায় রেখে বসবাস করবেন— সে সম্পর্কেও বিস্তারিত কথা বলা হয়।

১৪/৩/২০২০ : আন্তঃরাজ্য চেক পয়েন্টগুলিকে আরও সতর্ক করে এসওপি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর চালু হল। অন্য রাজ্য থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁদের শারীরিক অসুস্থতার ওপর নির্ভর করে ৪টি গ্রেড (A,B.C,D)-এ ভাগ করে নজর রাখা এবং চিকিৎসার কথা এই নির্দেশিকায় বলা হয়।

১৬/৩/২০২০ : কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রক্ষা জনস্বাস্থ্য বিধির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই প্রথম রাজ্য সরকার এ বিষয়ে লিখিত পরামর্শ জানাল সাধারণ মানুষকে। কেন আপাতত সামাজিক দূরত্ব ভীষণ দরকার, তাও জানানো হল এই নির্দেশিকায়। বিদেশ, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশ থেকে যে সমস্ত যাত্রী কলকাতা বিমানবন্দরে নামতে চান, তাঁদের এই যাত্রাপথের ওপর নির্দেশিকা জারি করা হল। ১৮মার্চ বেলা ১২টা থেকে নির্দেশিকা লাগু হবে।

● এই একই দিনে, কোভিড নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল রাজ্য সরকার। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এপিডেমিক ডিজিজ, কোভিড-১৯ রেগুলেশনস-২০২০' (The West Bengal Epidemic Disease, Covid-19

Regulations 2020) নামে কোভিড নিয়ন্ত্রণে মহামারি আইন লাগু করা হল। এই আইনে ১৭ দফা নির্দেশের কথা বলা হয়।

২১/৩/২০২০ : রাজ্যবাসীকে সতর্ক ও সাবধান থাকার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। লিখিত আবেদন জানিয়ে তিনি এদিন বলেন, প্রত্যেক রাজ্যবাসী সতর্ক থাকুন, ভাল থাকুন। বিদেশ থেকে এলে ১৪-দিন বাড়ির বাইরে বেরোবেন না। তাঁরা বরং বাইরের কাজকর্ম কিছুদিন বন্ধ রাখুন। যে কোনও সমস্যায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিন। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

● সরকারি হাসপাতালে খুব প্রয়োজন ছাড়া আউটডোর পরিষেবার জন্য না যাওয়া এবং যেতে হলেও সামাজিক-দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়।

● রাজ্যে কোথাও কোনও ধরনের সামাজিক জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। একইসঙ্গে, পরদিন অর্থাৎ ২২মার্চ সকাল ৬টা থেকে রাজ্যে সমস্ত ধরনের রোস্তারাঁ, বার, ক্লাব, নাইট ক্লাব, হুক্কা বার, ম্যাসেজ পার্লার, বিনোদন মূলক পার্ক, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি সমস্ত কিছু বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হল।

২২/৩/২০২০ : গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সরকারি স্তরে পরিষেবা চালু রেখে বাকি সমস্ত কিছু আপাতত ৪-দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ১৬ মার্চ লাগু হওয়া আইন অনুসারে করোনা ভাইরাস থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দিন থেকে সমস্ত ধরনের গণ পরিবহণ ব্যবস্থা, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অফিস, কলকারখানা, স্কুল কলেজ, মালপত্র ওঠানামার প্রয়োজন ছাড়া সমস্ত বিমানবন্দর ও রেলস্টেশন ইত্যাদি সব কিছু বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এই লকডাউন থেকে অবশ্যই সংবাদ মাধ্যম, হাসপাতাল, ওষুধ ও দুধের দোকান, আইন-শৃঙ্খলা ও দমকল বিভাগ, ব্যাঙ্ক, এটিএম, পেট্রোল পাম্প, রেশন ও মুদির দোকান ইত্যাদিকে ছাড় দেওয়া হয়। আপৎকালীন সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন সরকারি কর্মীদের ২৩মার্চ, ২০২০ এর সকাল থেকে আপাতত গৃহে থাকার কথা বলা হয় (যেহেতু গণ পরিবহন বন্ধ থাকছে)। ২২মার্চ থেকেই রাজ্যে সমস্ত ধরণের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার জন্য রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা।

২৩/৩/২০২০ : পণ্যবাহী গাড়ি, ট্রেন এবং এদের কেবিন ক্রু, চালক, হেল্পার, ক্লিনার ছাড়া কেউ যেন রাজ্যের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট বা অভিবাসন কেন্দ্র দিয়ে যাতায়াত করতে না পারেন, সেজন্য ১০৭টি চেক পোস্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত বিমানবন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত স্টেশন, নদীবন্দর ইত্যাদি।

● এগিয়ে এল রাজ্যের ২৬টি বেসরকারি হাসপাতাল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর জানাল, সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি এই কটি বেসরকারি হাসপাতালেও কোভিড চিকিৎসার আইসোলেশন বেড হিসেবে ১৫৮টি শয্যা এবং ৫৭১টি ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪/৩/২০২০ : তৈরি হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আপৎকালীন ত্রাণ তহবিল। যে কোনও সরকারি পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে ত্রাণের জন্য অর্থের আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই বিষয়ে একজন নোডাল অফিসারও নিযুক্ত করা হয়েছে।

● লকডাউনের মধ্যেও সরকারি বাস পরিষেবা কিছুটা সচল রাখতে কলকাতা এবং হাওড়া থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সরকারি বাস (S-24, S-5, S-7, S-12D, AC-37-A, C-26, VS-1 ইত্যাদি) চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হল।

● কোভিড-১৯ চিকিৎসার পর জৈব ও অজৈব বর্জ্য কিভাবে কোথায় ফেলা বা নষ্ট করা হবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা মেনে চলতে বলল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

২৫/৩/২০২০ : সারা দেশের মতো এ রাজ্যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন-এর বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। উপযুক্ত নথি ছাড়া এই ওষুধ বা এর কোনও সমান্তরাল প্রতিষেধও ক্রয়-বিক্রয় বা রপ্তানি করা যাবে না।

● পিপিই অর্থাৎ পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (Personal Protective Equipment) ব্যবহার, সমস্ত

চিকিৎসক ও সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে গুণমান কী ধরনের হবে, ফেসশিল্ড, গগলস, এন-৯৫ মাস্ক, ত্রিস্তরীয় মাস্ক কীভাবে খুলতে পড়তে হবে, গ্লাভস, গাউন, জুতোর আবরণ, খাবার ঢাকনা বা টুপি কীভাবে ব্যবহৃত হবে এবং কখন পড়বেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকায় প্রকাশ করল রাজ্য সরকার।

● ওই একই দিনে গৃহ নিভৃতাবাসে বা হোম কোয়ারেনটিনে থাকা ব্যক্তি বা তাঁর বাড়ির পরিবারের সদস্যরা কী কী নির্দেশ মেনে চলবেন, সে বিষয়েও নির্দেশ, টোল ফ্রি নম্বর চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

● করোনায় আক্রান্ত হয়ে কোনও রোগীর মৃত্যু হলে কীভাবে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমস্ত নিয়ম মেনে, সেই মৃতদেহের সৎকার হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এবং নির্দেশে খুব প্রয়োজন না হলে, করোনায় মৃতদেহের শব ব্যবচ্ছেদ না করারই পরামর্শ দেওয়া হয়। কীভাবে মৃতদেহ নির্দিষ্ট গাড়িতে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে বহন করা হব, কীভাবে দেহ সৎকার বা কবরের বন্দোবস্ত করতে হবে এবং সবটাই সামাজিক জমায়েত ছাড়া—তারও নিয়মাবলি এদিন জানানো হয়।

● কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নবান্ন, রাজ্য সচিবালয়ের ২০৩ নম্বর ঘর, তৃতীয় তলে খোলা হল আপৎকালীন কন্ট্রোল রুম। টোল ফ্রি নম্বরও চালু হল। টেলিফোন এবং টোল ফ্রি নম্বর যথাক্রমে ০৩৩-২২১৪ ৩৫২৬ এবং ১০৭০। তিনটি সিফটে বেশ কয়েকজন আই. এ. এস. পর্যায়ের অফিসারদের এই কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব দেওয়া হল।

২৬/৩/২০২০ : কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিভিন্ন বিষয়ের বিশিষ্ট ১২ জন চিকিৎসকে নিয়ে এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই কমিটিতে রয়েছেন ডাঃ সুকুমার মুখার্জি(মেডিসিন), ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী(হেপাটোলজি, এস এস কে এম), ডাঃ আশুতোষ ঘোষ (ক্রিটিকাল কেয়ার), এস এস কে এম), ডাঃ ম্যামেন চান্ডি(ডিরেক্টর, টাটা মেডিক্যাল সেন্টার), ডাঃ সুবীর দত্ত(প্যাথলজি), ডাঃ বিভূতি সাহা (মেডিসিন, স্কুল অব টপিক্যাল মেডিসিন), ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি (চেস্ট মেডিসিন), ডাঃ বিভুকল্যাণ দাস (অ্যানাসথেশিয়া, ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স, কলকাতা), ডাঃ সৌমিত্র ঘোষ (মেডিসিন, এস এস কে এম) ডাঃ প্লাবন মুখার্জি (কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ), ডাঃ দেবশিস ভট্টাচার্য (স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, আহ্বায়ক সদস্য) এবং ডাঃ অজয় চক্রবর্তী (স্বাস্থ্য অধিকর্তা)।

● ওই একই দিনে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ২৩ জুন, আই এ এস-কে নিয়ে তৈরি হল একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স, যাঁরা কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সমস্ত ধরনের প্রশাসনিক কাজের তদারকি করবেন।

মার্স এবং সার্স-এর মতো রোগ নিয়ন্ত্রণে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, সেই একই ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ সহ নির্দেশিকা জারি- করা হল। এ বিষয়ে, পুরোনো নির্দেশিকায় সামান্য পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করে নতুন নির্দেশিকা জারি হল। চলতি লকডাউনে নতুন কিছু ছাড়ের কথাও এতে উল্লেখ করা হল।

২৯/৩/২০২০ : কোভিড-১৯ নিয়ে রাজ্য সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে নানা ধরনের ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হতে স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে জানাল—শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) অনুমোদিত ল্যাবরেটরি থেকেই এই টেস্ট করতে হবে এবং সেই রিপোর্টকেই শুধুমাত্র গ্রাহ্য করা হবে। চিকিৎসকদেরও এ বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে। কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রেও কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু লেখার পূর্বে অনুমোদিত ল্যাবরেটরির টেস্ট রিপোর্ট দেখে নিতে হবে।

৩০/৩/২০২০ : কোভিড আক্রান্ত বা সন্দেহজনক কোভিড কোনও রোগীকে কিভাবে স্থানান্তর করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। এই

'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' (SOP)-এ বলা হল—কাছাকাছি প্রায় সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল বা থানাতে ভেন্টিলেটর-সহ এবং ভেন্টিলেটর-হীন অ্যাম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা, যতটা সম্ভব রাখতে হবে। গাড়ির চালক এবং সহকারীদের পিপিই কিট পরতে হবে এবং কোভিড রোগীকে কিভাবে ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়—সে সম্পর্কে ট্রেনিং থাকতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের তালিকা তৈরি রাখবে। কল সেন্টারে রোগীর অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজনের খবর আসার ২০ মিনিটের মধ্যে গাড়ি পাঠাতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে কল সেন্টারের সংশ্লিষ্ট কর্মীর দায়িত্ব হল—রোগীর উপসর্গ, কতটা কী ধরনের কষ্ট হচ্ছে, রোগী ইতিমধ্যেই গৃহ নিভৃতাবাসে রয়েছেন কিনা ইত্যাদি জেনে নেওয়া।

১/৪/২০২০ : কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যাঁরা সরাসরি যুক্ত বা ডিউটি করছেন তাঁদের প্রত্যেককে বিমার আওতায় নিয়ে এল রাজ্য সরকার। এই পলিসি অনুসারে যে সমস্ত করোনা আক্রান্ত রোগীর সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে, প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। করোনাতে মৃত্যু ঘটলে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত ধরনের কর্মী-আধিকারিক-চিকিৎসক-নার্স ইত্যাদি সহ সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মী, রাজ্যের সমস্ত পুলিশকর্মী, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সাফাই কর্মী, সমস্ত গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স চালক, সমস্ত আইসিডিএস কর্মী ও সহযোগী, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে যাঁরা রান্নার সঙ্গে যুক্ত, ফার্মাসিস্ট-সহ সমস্ত ওষুধের দোকানের কর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক প্রমুখ এই বিমার আওতায় আসবেন।

২/৪/২০২০ : কোভিডে আক্রান্ত ও মৃত ব্যক্তির সৎকার কীভাবে হবে, সে বিষয়ে ফের নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। বলা হয়, এই নির্দেশিকা জারির দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দেহে করোনা ভাইরাস জীবিত থাকতে পারে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং ৮০০-১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কোনও দেহ দাহ হলে তার বা সেই ছাই থেকে কিংবা দেহ কবরস্থ করা হলে (অবশ্যই কোভিড প্রোটোকল মেনে) তা থেকে পুনরায় সংক্রামিত হওয়ার কোনও কারণই নেই।

● এদিন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হল করোনা আক্রান্ত রোগীদের কীভাবে চিকিৎসা করা হবে, সে বিষয়ে। এই নির্দেশিকায় কোভিডের মৃদু বা হালকা উপসর্গ, মাঝারি, বেশি এবং মারাত্মক উপসর্গ ঘটলে কী করতে হবে, কাদের ICU-তে দ্রুত ভর্তি করতে হবে, কাদের অক্সিজেন দিতে হবে, অন্যান্য রোগেও মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলে কীভাবে এগোতে হবে, কী কী টেস্ট করতে হবে ইত্যাদি বিস্তারিত বলা হয়েছে।

৩/৪/২০২০ : রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্য জেলার প্রতিটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র চিকিৎসক-শিক্ষকদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি/মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি রাখবার কথা নির্দেশিকায় বলা হল।

● যে সমস্ত কোভিড আক্রান্ত রোগী গৃহ নিভৃতাবাসে রয়েছেন, তাঁরা যাতে মানসিক সমস্যায় না ভোগেন, সেজন্যে প্রতিটি জেলা হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজে পর্যাপ্ত মনোবিদ চিকিৎসকের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ এদিন দেওয়া হল।

● যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরছেন এবং যাঁদের বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয় সর্বক্ষণ স্থানীয় প্রশাসনের নজরে রাখার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও এই ব্যবস্থাগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখবেন।

● কোভিড সন্দেহে মৃতদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ৫ সদস্যের কমিটি তৈরি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই কমিটির সদস্য হলেন—ডা. বিশ্বরঞ্জন শতপথী, ডা. প্লাবন মুখার্জি, ডা. আশুতোষ ঘোষ, ডা. জ্যোতির্ময় পাল এবং ডা. দেবাশিস ভট্টাচার্য।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের এই মহামারি মোকাবিলার কাজে যুক্ত করার জন্য বিস্তারিত নামের তালিকা প্রকাশিত হল।

৪/৪/২০২০ : প্রতিটি কোভিড হাসপাতালে নতুনভাবে আইসোলেশন ইউনিট খুলতে হবে এবং সন্দেহজনক উপসর্গযুক্ত রোগীদের সেখানেই রাখতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হল। এতে বলা হয়েছে, এই ধরনের রোগীদের আলাদা করে রাখার নানা পদ্ধতি রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কীভাবে কোনও রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং অবশ্যই ওই রোগীরা যেন সাধারণ রোগীর সংস্পর্শে না আসতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

● একই সঙ্গে এদিন রাজ্যের প্রতিটি জেলার সরকার নির্ধারিত কোভিড হাসপাতাল ও শয্যাসংখ্যার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হল।

৬/৪/২০২০ : জ্বর হলেই করোনা আক্রান্ত নয়। কিন্তু এ নিয়ে বহু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এজন্য রাজ্য সরকার প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে প্রথম 'ফিভার ক্লিনিক' চালু করার সিদ্ধান্ত নিল। যে কোনও রোগী, জ্বর নিয়ে এলেই প্রথমে এখানে দেখাতে হবে। এখানেই উপযুক্ত টেস্টের পর কোভিডের সম্ভাবনা/কোভিড নয়—এভাবে ভাগ করে নিয়ে সেভাবে চিকিৎসা করতে হবে। করোনা পজিটিভ হলেও লেভেল—১/২/৩/৪ স্তরের কোনও হাসপাতালে তাঁকে পাঠাতে হবে, সেটিও এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হল।

৭/৪/২০২০ : কৃষি বিপণনের কথা মাথায় রেখে কৃষক বাজার খোলা রাখার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর।

৮/৪/২০২০ : কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এক জায়গায় রাখা এবং গবেষণার জন্য Data Analysis Cell তৈরি হল। ৯ সদস্যের কমিটির সদস্যরা হলেন—অধ্যাপক সুজয় ঘোষ, অধ্যাপক বিমানকান্তি রায়, অধ্যাপক তমালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক দীপককান্তি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রমিত ঘোষ, ডা. অসিত বিশ্বাস এবং স্বাস্থ্য ভবনের ৩ জন কর্মী-আধিকারিক।

১০/৪/২০২০ : ICMR-এর নির্দেশ উল্লেখ করে স্বাস্থ্য দপ্তর জানাল, কোভিড পজিটিভ বা এই রোগের উপসর্গযুক্ত বা উপসর্গহীন রোগীদের ক্ষেত্রে, ১৫ বছরের উপরে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন—৪০০ মিগ্রা. ব্যবহার করা যাবে।

১১/৪/২০২০ : সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজ্যের সমস্ত চা-বাগান ২৫ শতাংশ খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হল।

কোভিড আক্রান্ত রোগীদের কীভাবে ডায়ালিসিস করতে হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশিত হল।

১২/৪/২০২০ : বাইরে বেরলেই মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক। এই মর্মে ফের নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব।

১৩/৪/২০২০ : একই সঙ্গে বেসরকারি স্তরে, অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন হোটেলে গৃহ নিভৃতাবাস পরিষেবা চালু করল রাজ্য সরকার। বিস্তারিত তালিকাও প্রকাশিত হল এদিনই। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর জানাল, কোভিড-১৯ নিয়ে ইতিমধ্যেই চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। কোথায় কোথায় এই ভাইরাস বেশি ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে কনটেনমেন্ট এবং ট্রিটমেন্ট পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। এই নির্দেশিকায় বলা হল, ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার যে শৃঙ্খল, তা দ্রুত ভাঙতে হবে। সেজন্য কী কী করতে হবে, তা-ও বিস্তারিত জানানো হল।

১৬/৪/২০২০ : সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মিষ্টির দোকান খুলবে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে, জানালেন মুখ্যসচিব। কোভিড আক্রান্ত রোগী দ্রুত বাড়ছে। ফলে চাপ বাড়ছে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নানা কর্মীদের। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর জানাল, এখন থেকে টানা ১ সপ্তাহ তাঁরা সরকারি হাসপাতালে ডিউটি করবেন। তারপর টানা ১ সপ্তাহ তাঁরা ছুটি পাবেন। এভাবেই পরবর্তী ডিউটি রোস্টার তৈরি করা হবে, জানালেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা।

১৭/৪/২০২০ : 'State Protocol for Covid-19'—অর্থাৎ কোভিড রোগীদের কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে এবং রাজ্য সরকার কী কী ওষুধ কীভাবে ব্যবহার করতে চাইছে, কোভিড রোগীদের কখন কীভাবে অক্সিজেন থেরাপি প্রয়োজন, কীভাবে গৃহ নিভৃতাবাসে চিকিৎসা সম্ভব এ বিষয়ে নির্দেশিকা দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। কোন ধরনের রোগীকে কি কি টেস্টের পর লেভেল-১-৪-এর মধ্যে কোথায় পাঠাতে হবে, একমো চিকিৎসা কখন করা দরকার, আই সি ইউ-তে কীভাবে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করতে হবে—সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

১৮/৪/২০২০ : স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাক্রমে ২৫ ও ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে রাজ্যে তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সংস্থা এবং পাটের কলকারখানা খোলার অনুমতি দেওয়া হল।

১৯/৪/২০২০ : কোভিডের লড়াইতে সামনের সারিতে যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী বা করোনা যোদ্ধারা রয়েছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই রোজ বাড়ি-হাসপাতাল-বাড়ি, এভাবে যাতায়াত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য এবং যাতায়াতের অসুবিধার কথা ভেবে স্বাস্থ্য দপ্তর সিদ্ধান্ত নিল, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা এখন থেকে হেড কোয়ার্টারেই থাকতে পারবেন এবং তাঁদের রোজ হাসপাতাল-বাড়ি ছোটাছুটি করতে হবে না।

১৯/৪/২০২০ : ICMR-এর নির্দেশিকা মেনে RT-PCR টেস্টের পাশাপাশি দ্রুত করোনা রোগী শনাক্ত এবং আলাদা করতে কনটেনমেন্ট এলাকায় ব্যাপক হারে Rapid Antibody Test চালু করার অনুমতি দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

২০/৪/২০২০ : সংক্রমণ বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে মিষ্টির দোকান ও ফুলের দোকান খোলা-বন্ধের সময় পরিবর্তন করল স্বাস্থ্য দপ্তর।

২১/৪/২০২০ : রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড-সহ সাংবাদিকদেরও এবার রাজ্য সরকারের কোভিড-বিমার আওতায় নিয়ে আসা হল।

২২/৪/২০২০ : করোনা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতাল করোনা চিকিৎসার জন্য অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু অভিযোগ, কিছু কিছু হাসপাতালে রোগীদের টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বা বেশি টাকাও বিল করা হচ্ছে। তাই এদিন স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে জানাল, করোনায় চিকিৎসার জন্য যে ক'টি বেসরকারি হাসপাতাল অধিগৃহীত হয়েছে, সেখানে একটি পয়সাও রোগীর বাড়ির লোকদের দিতে হবে না। একই সঙ্গে চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপের খরচের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হল।

২৫/৪/২০২০ : 'Management Protocol for Covid-19'-এ বিষয়ে ২৮ পৃষ্ঠার বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকায় একদিকে যেমন পিপিই কিট বা গ্লাভস বা মাস্ক কীভাবে পড়তে হবে তা ছবির মাধ্যমে দেখানো হল; তেমনি কাদের বাড়িতে রাখতে হবে, কাদের ICU-তে এনে চিকিৎসা করতে হবে, গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসা কীভাবে হবে—সে সম্পর্কে প্রতি ধাপের চিকিৎসা পদ্ধতি এই প্রথম প্রকাশ করল রাজ্য সরকার।

২৮/৪/২০২০ :
এক্কেবারে উপসর্গহীন কিংবা মৃদু উপসর্গ রয়েছে, এমন রোগীদের কীভাবে আলাদা করে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব। নির্দেশিকায় বলা হল—যাঁদের গৃহ নিভৃতাবাসে রাখা যাবে, কখনো চিকিৎসকদের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে বা হাসপাতালে ভর্তি করে নিতে হবে, যাঁরা রোগীর দেখাশোনা করবেন তাঁরা কী কী নিয়ম মেনে চলবেন, রোগী কী কী নিয়ম মেনে চলবেন ইত্যাদি।

৩০/৪/২০২০: যে সমস্ত হাসপাতালে কোভিড রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে না, সেখানে যেন দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়, সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকায় বলা হল, রাজ্যে বহু রোগী হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া রোগাক্রান্ত। ফলে কোভিডের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাঁরা কোনওভাবে যেন অবহেলিত না অনাদৃত না হন, তা অবশ্যই দেখতে হবে। বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়। প্রয়োজনে কোভিডের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে সার্জারি করতে হবে। যদি উপসর্গ থাকে, তবে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু আপৎকালীন প্রয়োজনে, কোভিডের টেস্ট বা তার ফলাফলের জন্য কোনওভাবেই প্রয়োজনীয় সার্জারি বন্ধ রাখা যাবে না। রাজ্য সরকার এই মর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল।

৪/৫/২০২০ : কনটেনমেন্ট জোনের বাইরে কী কী কাজ করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি হল। গ্রিন জোনের ক্ষেত্রে আন্তঃজেলা বাস পরিষেবা চালু একটু একটু করে চালু করা, পান ও চায়ের দোকান খোলা, ২৫ শতাংশ হাজিরা-সহ বেসরকারি অফিস খোলা, গ্রামীণ এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ, চালক-সহ দুজন যাত্রী নিয়ে প্রাইভেট গাড়ি চালানো, গ্রিন জোনে সেলুন খোলা, ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে ন্যূনতম ৭ জনের বেশি একসাথে জড়ো না হওয়া, গ্রিন ও অরেঞ্জ জোনে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের কাজ শুরু করা—ইত্যাদি চালু করার বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হল।

৫/৫/২০২০ : রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রতিটি কোভিড ও হাসপাতালকে চিঠি দিয়ে জানালেন, কিভাবে কোভিড নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য চার্ট করে প্রতিদিন ই-মেল করতে হবে। একটি মডেল চার্টও তাঁর নির্দেশিকার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল, যাতে প্রতিটি কোভিড হাসপাতাল সেভাবেই রোজ সেটি পূর্ণ করে পাঠায়। কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার বিনামূল্যে অনলাইন টেলিভিশন-ভিত্তিক মনোরোগ কাউন্সেলিং-এর পরিষেবা চালু করল। এই টোল ফ্রি নম্বর হল—০৩৩-২৩৪১-২৬০০/১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২; এই নম্বরে ফোন করলে যে টেলিফোনটি ধরবেন, তিনি ওই ব্যক্তির নাম ও ফোন নম্বর বুক করে নেবেন। নির্দিষ্ট সময়ে মনোবিদরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন। এই পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সরকারি স্তরে চালু হল।

৮/৫/২০২০ : কোভিডের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিত্যদিনে টিকাদান প্রক্রিয়া যেন ব্যাহত না হয়, তা আবার নির্দেশিকা দিয়ে প্রতিটি হাসপাতালকে জানানো হল। বিশেষ করে শিশুর জন্মের পরেই সমস্কা টিকাপ্রদান, কনটেনমেন্ট-বাফার-জোনের বাইরে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে, সেখানে কীভাব টিকাকরণ কর্মসূচি চলবে তার ব্যাখ্যা, টিকা প্রদান কেন্দ্রগুলিতে কীভাবে কোভিডের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, প্রতিটি গ্রাম বা পুরসভাকে কীভাবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে ইত্যাদি এই নির্দেশিকাতেই জানানো হবে।

৯/৫/২০২০ : শুধু কোভিডের চিকিৎসা করলেই তো হবে না, চিকিৎসার গুণমান বিবেচনা একটি বড় প্রশ্ন। প্রতিটি কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসায় গুণমান ঠিক হয়েছে কিনা তা মনিটর করার জন্য বিভিন্ন স্তরে কমিটি তৈরি হল। পর্যাপ্ত পরিমাণ পিপিই কিট না পাওয়া গেলে, অপেক্ষা না করে টোল ফ্রি নম্বরে দ্রুত জানাতে বলল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। শুধুমাত্র পিপিই কিট বিষয়ে জানানোর জন্য এই টোল ফ্রি নম্বরটি হল—১৮০০ ১২৩ ৪৪৪ ২২২; নির্দিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি (অধিগৃহীত) কোভিড হাসপাতালের ওপর সামগ্রিক নজরদারি বাড়াতে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে আলাদাভাবে দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। তাঁদের কয়েকটি টিমে ভাগ করে দেওয়া হল এবং প্রতিটিতে একজন করে নোডাল অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হল। টালিগঞ্জের বাঙুর হাসপাতালের নিযুক্ত নোডাল অফিসার হলেন—অধ্যাপক ডা. সৌমিত্র ঘোষ (এস এস কে এম) এবং তাঁর টিমের সদস্যরা হলেন ডা. রাজশেখর মাইতি এবং ডা. দিলীপ মণ্ডল। বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালের নিযুক্ত নোডাল

অফিসার হলেন—অধ্যাপক কেশব সিংহ রায় (এন আর এস) এবং তাঁর টিমের সদস্যরা হলেন ডা. মনোতোষ সূত্রধর এবং ডা. যোগীরাজ রায়। রাজারহাট চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের নোডাল অফিসার হলেন অধ্যাপক ডা. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সাগর দত্ত হাসপাতাল) এবং তাঁর টিমের সদস্যরা হলেন ডা. সজীব চক্রবর্তী এবং ডা. সুপান্থ চ্যাটার্জি। সল্ট লেক আমরি হাসপাতাল এবং দিশান হাসপাতালের জন্য অধ্যাপক ডা. জ্যোতির্ময় পাল (আর জি কর)-কে নোডাল অফিসার নিযুক্ত করা হল। তাঁর টিমের সদস্যরা হলেন—ডা. দিবাকর হালদার ও ডা. সুপ্রিয় সরকার। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জন্য নোডাল অফিসার হিসেবে অধ্যাপক ডা. বিভূতি সাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হল এবং তাঁর টিমের সদস্যরা হলেন—ডা. আশুতোষ ঘোষ ও ডা. নবনীতা ভট্টাচার্য।

- করোনা আক্রান্ত রোগীদের কী কী উপসর্গ থাকলে বা না-থাকলে কীভাবে কতদিন হাসপাতালে রাখতে হবে, কতদিন পরে ক'বার কোভিড টেস্ট হবে এবং কতদিন পরে রোগীকে দেওয়া হবে—সে বিষয়ে গাইডলাইন প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

- কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে পূর্ণমাত্রার কোভিড হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত করা হল এবং এই হাসপতালের বহির্বিভাগে যে সমস্ত রোগী আসছেন, তাঁদের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হল।

১১/৫/২০২০ : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে ১০০০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ কোভিড হাসপাতাল হিসাবে চিহ্নিত করা হল এবং কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইতে পুরোদমে কাজ শুরু করল। কোভিড রোগীদের চিকিৎসার পদ্ধতিতে বেশ কিছুটা পরিবর্তন করে পরিমার্জন করল রাজ্য সরকার এবং এ বিষয়ে 'Revised Management protocol for Covid-19'—পরিমার্জিত নির্দেশিকায় প্রকাশিত হল।

২২/৫/২০২০ : কোভিড রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি রাখা এবং হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময়ের ক্ষেত্রে পুনরায় পরিমার্জনা করে 'Revised Discharge Policy for Covid-19' নতুন নির্দেশিকা জারি করা হল।

২৬/৫/২০২০ : সে সমস্ত আন্তর্জাতিক উড়ান রাজ্যে আসছে, তাদের ক্ষেত্রে নয়া নির্দেশিকা জারি হল। এই নির্দেশিকায় বলা হল, বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস থাকলে অবশ্যই ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক গৃহ নিভৃতাবাসে যেতে হবে সেই যাত্রীদের।

২৭/৫/২০২০ : অন্যান্য রাজ্য থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক, পর্যটক বা ছাত্র-ছাত্রীরা একযোগে হেঁটে, বাসে, সাইকেলে, বিমানে বা অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার করে এই সময়ে রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইছেন, তাঁদের চিকিৎসা, গৃহ নিভৃতাবাস, টেস্ট ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বা Revised Standard Operating Procedure প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। নির্দেশিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল যে, দেশের ৫টি রাজ্য বাদে প্রকাশিত অঞ্চল যথা মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে বর্তমানে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ফলে চাপ খুব বেশি। মূলত এই ৫ রাজ্য থেকে আগত রাজ্যবাসীদের বিশেষ চিহ্নিত ও পৃথকীকরণ এবং প্রয়োজনে গৃহ নিভৃতাবাস ও চিকিৎসার ওপর জোর দিতে হবে।

৫/৬/২০২০ : কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃতদের ডেথ সার্টিফিকেট লেখার ক্ষেত্রে ICMR-এর নির্দেশিকা মেনে কাজ করা এবং পরিমার্জনার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের। নির্দেশিক বলা হল, এই ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ফর্ম-৪ এবং ফর্ম-৪এ সঠিকভাবে পূরণ করা বাধ্যতামূলক।

১০/৬/২০২০ : কোভিড আক্রান্ত বা সন্দেহযুক্ত রোগীদের নমুনা সংগ্রহ এবং যথাযথ সময়ে সঠিক হাসপাতালে রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে 'মনিটরিং'-এর জন্য কমিটি তৈরি করল রাজ্য সরকার।

১২/৬/২০২০ : করোনার এই অতিমারীয় সময়ে ইএনটি অর্থাৎ কান-নাক-গলার চিকিৎসা যাঁরা করতেন, সেই সমস্ত চিকিৎসকরা কীভাবে কি কি নিয়ম মেনে বর্তমানে রোগী দেখবেন। সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হল। বলা হল, টেলি কনসালটেশনের ওপরেই জোর দিতে হবে। যাঁরা আউটডোরে আসতে বাধ্য হবেন, তাঁদের অবশ্যই স্ক্রিনিং করে তবে হাসপাতালে ঢুকতে দিতে হবে। প্রত্যেকের জন্য পূর্ব নির্ধারিত সময় লাগবে। এই সমস্ত আউটডোরে যেন পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে, দেখতে হবে। যেহেতু, চিকিৎসক এবং রোগী খুব কাছাকাছি না এলে নাক-গলা-কানের চিকিৎসা করা কঠিন, তাই আলাদাভাবে ১৪ পাতার বিস্তারিত গাইডলাইন প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

'Safe Home Care Facility' চালু হল রাজ্যে। যে সমস্ত কোভিড রোগীর মৃদু উপসর্গ রয়েছে কিংবা উপসর্গহীন কোভিড পজিটিভ, এবং যাঁদের নিজেদের বাড়িতে সম্পূর্ণ আলাদভাবে গৃহ নিভৃতাবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তাঁদের সরকারি অর্থে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা চালু হল। কোভিড পজিটিভ রোগীকে এখানে ১৪ দিন রাখা হবে, আলাদা নার্স ও চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ির লোক ইচ্ছে করলে খাবার দিয়ে যেতে পারবেন, ১৪ দিন সেফ হোমে থাকার পর নমুনা সংগ্রহ করে তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে এবং পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

১৫/৬/২০২০ : ইতিমধ্যেই সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার সেখানে কোভিড রোগীদের ডায়ালিসিস করার বিশেষ পরিকাঠামো অনুমোদন করল স্বাস্থ্য দপ্তর।

কোভিড রোগী, হাসপতালে বা গৃহ নিভৃতাবাসে যেখানে সুস্থ হয়ে উঠুন, তাঁর জন্য ব্যবহৃত চিকিৎসার যাবতীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ ঠিকমতো নষ্ট করে দেওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

১৭/৬/২০২০ : যে সমস্ত কোভিড হাসপাতাল টার্সিয়ারি কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে কাজ করছে, সেখানে ডাক্তারির পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিভাগ কাজ শুরু করল। সেই সঙ্গে কোভিড রোগীদের সঙ্গে যে সমস্ত বিভাগ সংশ্লিষ্ট, সেখানেও কাজ একটু একটু করে স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেওয়া হল।

১৮/৬/২০২০ : সেফ হোমের পর এবার রাজ্যে কোভিড রোগীদের হাসপাতালে সরাসরি ভর্তি না করেও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্যাটেলাইট পরিষেবা চালু হল। এজন্য সংশ্লিষ্ট রোগীকে একটি হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে, ওই হাসপাতাল নির্দিষ্ট এবং তাদের কাছাকাছি, তাঁদের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আলাদা গৃহে থাকতে হবে। প্রায় সমস্ত ধরনের চিকিৎসা পরিষেবাই সেখানে থাকবে। একে বলা হবে, 'Satellite Facility : Observation Ward। উদ্দেশ্য, উপসর্গ জটিল আকার ধারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা শুরু করা।

১৯/৬/২০২০ : এখন থেকে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত স্বল্প মূল্যের ওষুধের দোকান রয়েছে, সেখানে স্বল্প মূল্যে পিপিই কীট, ত্রিস্তরীয় সার্জিকাল মাস্ক, ত্রিস্তরীয় পপলিন মাস্ক ব্যবহার করা যাবে।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে কোভিড রোগীদের জন্য আলাদা ১০ শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিট চালু হল।

২০/৬/২০২০ : রাজ্যে যে সমস্ত চিকিৎসা-শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানকার শিক্ষক-অধ্যাপক এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিদের কোভিড রোগ নিয়ন্ত্রণে সংযুক্ত করার কথা বলা হল। বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।

২১/৬/২০২০ : রাজ্যে সমস্ত এমডি, এম এস, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠরত অন্তিম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা কিংবা ইন্টার্ন করা ছাত্র-ছাত্রীরা ১ জুলাই থেকেই কোভিড রোগীদের চিকিৎসার কাজে যুক্ত হবে পারবেন। এই সমস্ত চিকিৎসকদের 'কোভিড যোদ্ধা' বা 'Covid Warrior' হিসেবে চিহ্নিত করে আলাদা শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

২৩/৬/২০২০ : হাসপাতালে ভর্তি থেকে শুরু করে CCU বা ICU পর্যন্ত প্রতিটি কোভিড রোগীর চিকিৎসা

ঠিকমতো চালু করার জন্য প্রতি হাসপাতালে ৫ জনের একটি 'Quick Response Team' বা (QRT) সর্বক্ষণের জন্য তৈরি রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। এই টিমে একজন অ্যানাস্থেটিস্ট, একজন মেহিক্যাল অফিসার, একজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি, একজন হাউজ স্টাফ এবং একজন CCU-তে কাজের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফ থাকবেন। ২৪x৪ এই টিমগুলি কাজ করবে। রাজ্য ১৬ মার্চ, ২০২০ থেকে The West Bengal Epidemic Disease, Covid-19 regulation 2020 বলবৎ রয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু হাসপাতাল তা সত্ত্বেও রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। সেজন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নির্দেশ দিলেন, কোনও অবস্থাতেই কোনও সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল রোগীদের ফেরাতে পারবে না। ওই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার বিষয়টি দেখাশোনা করবেন।

২৪/৬/২০২০ : ঝাড়গ্রাম জেলায় ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে ৭৫ শয্যার কোভিড হাসপাতাল চালু হল।

২৫/৬/২০২০ : চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী, ডা. সুজয় সরকার, ডা. সৌরভ কুণ্ডু এবং এস এস কে এম হাসপাতালের ডা. নন্দিনী চ্যাটার্জি, ডা. সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ডা. পরিমল মজুমদারকে নিয়ে প্রোটোকল মনিটরিং টিম (PMT) তৈরি হল।

২৬/৬/২০২০ : কোভিড রোগীদের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত জৈব বর্জ্য প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে COVID-19 BWM নামে একটি অ্যাপ চালু হল।

২৯/৬/২০২০ : কোভিড রোগীদের ঠিকমতো প্রেসক্রিপশন করার সময়ে নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় উল্লেখ রাখার কথা বলল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। যেমন—অক্সিজেন প্রেসক্রিপশন, পর্যায়ক্রমিক চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপ, বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ টপশিট, অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, প্রয়োজনে স্টেরয়েড ব্যবহার, রক্ত সঞ্চালন-বিরোধী ওষুধের ব্যবহার, কিভাবে প্রতিনিয়ত ফলো-আপ করতে হবে ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে হবে সংশ্লিষ্ট প্রেসক্রিপশনে।

২/৭/২০২০ : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর উর্দু আকাদেমি ১০০ শয্যার সম্পূর্ণ কোভিড হাসপাতাল হিসাবে কাজ শুরু করল।

৩/৭/২০২০ : কোভিড রোগীদের প্রেসক্রিপশন এবং টপসিট ঠিকমতো লেখা হচ্ছে না—এই বিষয়ে ফের একবার রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করে হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করল স্বাস্থ্য দপ্তর। গত ২৯/৬/২০২০-তে যে নির্দেশিকা জারি হয়েছিল, এটি তারই প্রতিফলন।

৪/৭/২০২০ : কোভিড রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে ফের এক দফা নির্দেশিকা। এতে বলা হল—(১) কোভিড রোগীদের প্রত্যেকের ECG এবং ABG পরীক্ষা করে নোট রাখা বাধ্যতামূলক, (২) রক্তচাপ এবং অক্সিজেনের মাত্রা প্রতি টপসিটে লেখা বাধ্যতামূলক, (৩) প্রতি রোগীকে ভেন্টিলেশনে দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত অক্সিজেন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, (৪) সঠিক পদ্ধতিতে পিপিই কীট পরতে ও খুলতে হবে, (৫) কোভিড ও কোভিড নয়, এরকম রোগীদের আলাদা করে রাখতেই হবে, যাতে একের সংক্রমণ অন্যের শরীরে প্রবেশ না করে, (৬) রোগীকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে গেলে রোগীকে চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত লিখে রাখবে হবে।

৭/৭/২০২০ : কোভিড রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে এতদিন যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, সেগুলিকেই পুনরায় স্মরণ করিয়ে প্রতিটি হাসপাতালে সার্কুলার পাঠানো হল।

৯/৭/২০২০ : হাওড়া সঞ্জীবন হাসপাতালের কোভিড শয্যা-সংখ্যা ৩০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ করা হল এবং হাওড়া নারায়ণা হাসপাতালের পুরনো বিল্ডিং-এ ১০০ শয্যা যুক্ত করে নতুনভাবে কাজ করা শুরু করল।

১৫/৭/২০২০ : মালদা জেলার মালদা মেডিক্যাল কলেজের ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি লেভেল-৩ ও লেভেল-৪ পরিকাঠামোযুক্ত ১২৫ শয্যার কোভিড হাসপাতালে হিসেবে কাজ শুরু করল।

১৬/৭/২০২০ : কলকাতার দিশান হাসপাতালের কোভিড শয্যা সংখ্যা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৮০ করা হল। সেই সঙ্গে উত্তর ২৪-পরগনার নিউ টাউন-তেঘরিয়া চার্ণক হাসপাতালের ২০টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য চিহ্নিত হল।

● প্রতিটি কোভিড হাসপাতালে Covid Patient Management System (CPMS) চালু হল। এই অনুসারে, এখন থেকে প্রত্যেক কোভিড রোগীর ভর্তি থেকে শুরু করে চিকিৎসা এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার যাবতীয় তথ্য একঝলকে দেখে নেওয়া সম্ভব হবে। প্রত্যেক হাসপাতালের মুখপাত্র বা নোডাল অফিসার প্রতিদিন প্রত্যেক রোগীর তথ্য আপডেট করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবেন।

১৮/৭/২০২০ : কালিম্পং-এর ত্রিবেণী হাসপাতালটি সারি (SARI) হাসপাতাল থেকে লেভেল-৪ কোভিড হাসপাতালে উন্নীত করা হল। শয্যা সংখ্যা হল ১২৫টি।

২০/৭/২০২০ : কোভিড রোগীদের চিকিৎসা-সহ প্রেসক্রিপশন লেখা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি ফের একবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রতিটি কোভিড হাসপাতালকে নোটিশ দিয়ে জানানো হল।

● কোভিড রোগীদের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশিকা জারি হল। এই নির্দেশিকায় প্রথমেই চিকিৎসকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হল—কোভিড-১৯ একটি ভাইরাস-ঘটিত রোগ। সুতরাং এর নিরাময়ে অ্যান্টিবায়োটিকের তেমন কোনও ব্যবহার নেই। সমস্ত টেস্ট ও বীরোমার্কার-এর মান খতিয়ে দেখে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুপারিশ করল স্বাস্থ্য দপ্তর।

২৮/৭/২০২০ : কোভিড রোগীর সঙ্গে ডেঙ্গুর কথা ভুলে গেলে চলবে না। ডেঙ্গু এবং কোভিড রোগীদের সংক্রমণের পার্থক্য কীভাবে করা সম্ভব এবং কোভিড পরিস্থিতিতে কীভাবে ডেঙ্গুর চিকিৎসা করতে হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

৩১/৭/২০২০ : কোভিড রোগীদের কোমর্বিডিটি, জটিলতা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে পরিমার্জিত, পরিবর্তিত নতুন নির্দেশিকা Management Protocol for Covid-19 প্রকাশিত হল।

১/৮/২০২০ : বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক চিকিৎসক এবং যে সমস্ত বিশিষ্ট স্থানীয় চিকিৎসক যাঁরা বিনা অর্থে শ্রম দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের নিয়ে টিম তৈরি করল রাজ্য সরকার। সোম থেকে শনিবার, প্রতিদিন ৩টি টিম তৈরি হয়েছে এ বিষয়ে। এঁরা সাপ্তাহিক নির্দিষ্টদিনে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন, স্যাটেলাইট সেন্টার এবং সেফ হোমগুলিতে যাবেন এবং কোভিড রোগাক্রান্তদের শারীরিক অবস্থার খবরাখবর নেবেন—চিকিৎসা করবেন—চিকিৎসা পদ্ধতি খতিয়ে দেখবেন। প্রতিটি পরিদর্শনের পর টিমগুলি রিপোর্ট জমা দেবে।

৩/৮/২০২০ : এখন থেকে ১৩৮টি শয্যাবিশিষ্ট নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, ১০৪টি শয্যাবিশিষ্ট শ্রীবলরাম সেবামন্দির এবং ৮০টি শয্যাবিশিষ্ট অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কোভিড হাসপাতাল হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও বারাকপুরের নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হাসপাতাল কোভিড হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হল।

(১) পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের ৩০টি শয্যা, খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের ৫০টি শয্যা, ডেবরা গ্রামীণ হাসপাতালের ৪০টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য চিহ্নিত হল। (২) এন আর এস হাসপাতালের ১১০টি শয্যাকে কোভিড রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট হল, যার মধ্যে ৪টি CCU শয্যা। (৩) মুর্শিদাবাদের ওল্ড মাতৃসদন হাসপাতালের কোভিড শয্যাসংখ্যা ১২০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০টি করা হল। (৪) রাজারহাট

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপালের ৪০০টি শয্যা থেকে বৃদ্ধি করে ৪২৫টি করা হল, (৫) হাওড়া সত্যবালা আই ডি কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ২৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫টি করা হল। (৬) মালদা ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি বিল্ডিং-এর ১২৫টি শয্যা বৃদ্ধি করে ১৫০টি করা হল। (৭) উত্তর দিনাজপুরের মিক্কি মেটা হাসপাতালের ৫০টি কোভিড শয্যা বৃদ্ধি করে ১০০টি শয্যা করা হল।

৪/৮/২০২০ : গৃহ নিভৃতাবাসে যাঁরা রয়েছেন, এমন করোনা পজিটিভ রোগীদের বাড়িতে থাকা অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাল্‌স অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেন মাত্রা মাপতে হবে। এছাড়া অক্সিজেন কমে যাওয়া বা হাইপো অক্সিমিয়া সুনিশ্চিত করতে অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপরও জোর দিতে হবে, জানাল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

৭/৮/২০২০ : হাসপাতালে শয্যা না থাকলেও কোনো কোভিড সন্দেহযুক্ত বা উপসর্গযুক্ত বা কোভিড পজিটিভ কোনো রোগীকে হঠাৎ করে অন্য হাসপাতালে রেফার করতে পারবেন না—নির্দেশিকায় জানাল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। তার আগে ওই হাসপাতালেই কোনোভাবে রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। এজন্য কোনো হাসপাতালে শয্যা খালি রয়েছে কি না জানতে টোল ফ্রি নম্বর—১৮০০ ৩৮৩ ৪৪৪ ২২২ তে ফোন করতে বলা হয়েছে।

১২/৮/২০২০ : অন্য হাসপাতালে কোভিড রোগী স্থানান্তরের আগে সেই হাসপাতালে শয্যা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে যে হাসপাতালে রোগীকে আনা হয়েছে, সেখানে আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য আইসোলেশান ওয়ার্ড তৈরি করে সেখানে চিকিৎসা করে ওই রোগীকে অন্য হাসপাতালে নেওয়ার মতো স্থিতিশীল অবস্থায় এনে আবার চেষ্টা করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর এই মর্মে সমস্ত কোভিড হাসপাতাকে নির্দেশিকা পাঠাবেন। সেই সঙ্গে বলা হল, রেমডিসিভির ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অবশ্যই প্রয়োজন ও মাত্রা বুঝে। স্টেরয়েড ব্যবহারের পরেও কোনো রোগীর অক্সিজেনের মাত্রা না বাড়লে কনভালসেন্ট প্লাজমাথেরাপির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২২/৮/২০২০ : CPMS অর্থাৎ Covid Patient Management System চালু করা এবং ওই পরিষেবা অর্থাৎ কোভিড আক্রান্ত কোনো ভর্তি থাকা রোগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পরিবারের প্রিয়জন নিয়মিত পেতে পারেন, সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকায় বলা হল— (১) সমস্ত কোভিড রোগীর ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য ও পদ্ধতি অনলাইনেই করতে হবে, (২) ভর্তির সময়, অন্যান্য তথ্য যেমন রোগীর আত্মীয় পরিজনের নাম ও ফোন নম্বর, রোগীর কো-মর্বিডিটি আছে কিনা, ICU বা CCU বা জেনারেল ওয়ার্ডে কোথায় ভর্তি করা হচ্ছে, প্রতিটি টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই অনলাইনে করতে হবে।

২৮/৮/২০২০ : সরকার নির্দিষ্ট প্রতিটি 'সেফহোম'-কে একটি নির্দিষ্ট কোভিড হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্তকরণ, নির্দিষ্ট চিকিৎসক এবং নার্সকে ওছ রোগীর পরিচর্যায় যুক্ত করা এবং প্রতি রোগীর নানা উপসর্গ বিষয়ক 'টপশিট' ঠিক মতো লেখার বিষয়ে পুনর্নির্দেশিকা জারি হল।

১২/৯/২০২০ : করোনা আক্রান্ত রোগীদের আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলার কোভিড হাসপাতালগুলিকে সরকারিভাবে এক সূত্রে গ্রথিত হওয়া প্রয়োজন। যাতে প্রয়োজনে সেই জেলার মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্পেশালিস্ট চিকিৎসকরা প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের কোভিড হাসপাতালের ওপর নজরদারি করতে পারেন এবং রোগী স্থানান্তর ও ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা না হয়। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ ছিল, JPGMER—এর অধিকর্তা নেফ্রোলজি, নিউরোলজি এবং কার্ডিওলজির চিকিৎসকদের নিয়ে একটি টিম তৈরি করবেন, যাঁরা এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের কোভিড রোগীদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। জেলাস্তরে যে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে, তাদের অধ্যক্ষরা প্রত্যেকে এরকম আর এম ও-সহ চেস্ট মেডিসিন, অ্যানাসথেসিয়া, জেনারেল মেডিসিন-এর সিনিয়র প্রতিনিধিদের নিয়ে টিম তৈরি করে রাখবেন। এভাবে

একাধিক টিম তৈরি রাখতে হবে এবং প্রথম টিম কাজ শেষ করে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় টিম কাজ করে নেবে।

১৪/৯/২০২০ : করোনা আক্রান্ত রোগীদের প্রয়োজন বেশি প্রোটিন এবং সুষম খাদ্য। না হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এই ভাবনা থেকে রাজ্য সরকার প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের কোভিড-ওয়ার্ডের রোগীদের খাদ্য তালিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। প্রতিদিন প্রতি রোগী-পিছু বিপুল অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে ১৭৫ টাকা করা হল। এদিনের নির্দেশ অনুসারে:—

আমিষ রোগীদের জন্য:—

সকালে চা ও ২টি বিস্কুট। এরপর ৪ পিস রুটি, ১টি ডিম সিদ্ধ, ১টি কলা এবং ২৫০ মিলি গরম দুধ। দুপুরে ১৫০ গ্রাম ভালো চালের ভাত, ৫০ গ্রাম ডাল, ৮০-৯০ গ্রামের মাছের টুকরো বা মুরগির মাংস, সবজি ১০০ গ্রাম, ১৫০ গ্রাম দই। সন্ধ্যায় চা ও ২টি বিস্কুট। রাতে রুটি বা ১০০ গ্রাম ভালো চালের ভাত, ৫০ গ্রাম ডাল, মাছ বা মুরগির মাংস ১০০ গ্রাম, সবজি ৭৫ গ্রাম।

নিরামিষ রোগীদের জন্য:—

সকালে চা ও ২টি বিস্কুট। এরপরে ৪ পিস রুটি, ১টি ডিম সিদ্ধ, ১টি কলা এবং ৩৫০ মিলি গরম দুধ। দুপুরে ১৫০ গ্রামের ভালো চালের ভাত, ৫০ গ্রাম ডাল, ৮০ গ্রাম পনির/মাশরুম/সয়াবিন, সবজি ১০০ গ্রাম এবং ১০০ গ্রাম দই। সন্ধ্যায় চা ও ২টি বিস্কুট। রাতে রুটি বা ভালো চালের ১০০ গ্রামের ভাত, ৫০ গ্রাম ডাল, ৮০ গ্রাম পনির/রাজমা/সয়াবিন, সবজি ৭৫ গ্রাম।

১৮/৯/২০২০ : বিভিন্ন চিকিৎসকরা সরকারি হাসপাতালগুলি ঘুরে দেখেছেন, কোভিড রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বেশ কিছু সুপারিশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। যেমন—(১) কোভিড রোগীদের অন্যতম উপসর্গ হল—নীরবে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া, যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলে হাইপোঅক্সিমিয়া (Hypooxemia)। সেজন্য হাসপাতালে বা গৃহ পর্যবেক্ষণে যেখানেই থাকুন, দিনে অন্তত ৩ বার, পাল্‌স অক্সিমিটার দিয়ে, অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করতে হবে। (২) যাঁদের বয়স ৬০ বছরের বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তত ৬মিনিট হাঁটাহাঁটির পরে অক্সিজেনের মাত্রা দেখতে হবে। (৩) হঠাৎ স্ট্রোক, কিডনি বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা, শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝতে হবে, শরীরে সাইটোকাইন ঝড় শুরু হয়েছে। সেই অনুসারে রোগীকে বিশেষ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে (৪) বুকের এক্সরে এবং সিটি স্ক্যান, জটিল কোভিড আক্রান্তদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই সেগুলিও করতে হবে।

২৩/৯/২০২০ : Protocol Management for Covid-19 অর্থাৎ কোভিড রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবার পরিবর্তন আনা হল। সুপারিশে বলা হল— (১) যেহেতু কোভিড-১৯ হল ভাইরাস আক্রান্ত রোগ এবং ব্যাকটিরিয়া আক্রান্ত কোনো রোগ নয়, তাই এই রোগে অ্যান্টিবায়েটিকের ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে, যাঁদের অক্সিজেনের চাহিদা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে বা শ্বাসযন্ত্রের দ্রুত নিষ্ক্রিয়তা নজরে আসছে, তাঁদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করাই ভাল। (২) অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার দরকার হলে C-রিয়্যাক্টিভ প্রোটিনের সঙ্গে রক্তের লিউকোসাইট, থুতু, মূত্র ইত্যাদি কালচার করে তবেই নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়েটিকের ব্যবহার প্রয়োজন। (৩) অ্যান্টিবায়োটিকদের ব্যবহার করতে হলেও প্রতিনিয়ত সেই রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং কোভিডের চিকিৎসার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ সিটি স্ক্যান করে নিতে হবে। অন্তত ৫ দিনের আগে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করা অনুচিত। কারণ, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের অনেক সময় দীর্ঘদিন দেহের তাপমাত্রা একই রকম থেকে যাচ্ছে। সুতরাং শুধু তাপমাত্রা দেখেই অ্যান্টিবায়োটিক চালু বা বন্ধ করা ঠিক নয়।

২৫/৯/২০২০ : কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় আরও একদফা পরিবর্তন আনা হল। বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল যা দেখেছেন, তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি কার্যকর করতে বলা হল নির্দেশিকায়—(১) যাঁদের কো-মর্বিডিটি রয়েছে, এমন রোগীদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চিকিৎসা চলবে, (২) স্টেরয়েড এবং হাইড্রক্লোরোকুইন ব্যবহার করার প্রয়োজনের কারণে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের শরীরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের রোগীরা ICU-তে ভর্তি থাকবে যাতে দিনে অন্তত ৩বার রক্ত শর্করার পরিমাণ ম্যাপতে হবে। (৩) হাইপারটেনশান কমানোর ওষুধ চললে সেগুলির মাত্রা পরিবর্তন না করে চালিয়ে যেতে হবে। (৪) সাইটোকাইন ঝড়ের জন্য কোভিড রোগীদের শরীরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া বা থ্রম্বোসিস, অ্যারিথজিরা বা হৃদযন্ত্রের রোগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যা থেকেও মৃত্যু হতে পারে। এজন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় টেস্টগুলি করে নিয়ে চিকিৎসা চালু করতে হবে।

২৬/৯/২০২০ : কোভিড রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করে নতুনভাবে 'Management Protocol for Covid-19 প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ৪৯ প্যারার এই সুপারিশে বেশ কিছু চিকিৎসা পদ্ধতির বিভিন্ন ধরনের পরিমার্জনা করা হল।

সেই সঙ্গে কোভিড রোগীদের ওপর স্টেরয়েড ও রক্ততঞ্চন রোগী ওষুধ ব্যবহারের বিষয়ে নতুন কিছু সুপারিশ করা হল—(১) স্টেরয়েড ব্যবহারে ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের ৩৩ শতাংশ এবং অক্সিজেন থেরাপিতে থাকা রোগীদের ২০ শতাংশ মৃত্যুহার কমিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এর ব্যবহারে খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না। (২) হাসপাতালে রোগী ভর্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত কমতে শুরু করলে বা রোগী অক্সিজেন থেরাপিতে থাকলে ডেক্সমেথাসোল বা মিথাইল প্রেডলিকোলেন স্টেরয়েড ব্যবহার করা যেতে পারে, (৩) স্টেরয়েডের দীর্ঘকাল ব্যবহারে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা তৈরি হবে অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে; সেদিকে নজর দিতে হবে, (৪) মৃত্যুর অন্য কারণ থাকলে অর্থাৎ রোগীর কো-মর্বিডিটি থাকলে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া ঠেকাতে 'অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ড্রাগ চালু করা যেতে পারে।

২৮/৯/২০২০ : কোভিড হাসপাতালগুলিতে সিসিইউ স্তর পর্যন্ত চিকিৎসকদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিককে যুগ্মভাবে মনিটরিং-এর দায়িত্ব দেওয়া হল। এজন্য র‍্যাপিড রেসপন্স টিম বা RRT তৈরির কথাও সুপারিশ করা হল। সেই সঙ্গে প্রতিটি SARI ওয়ার্ডে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট চালুর পাশাপাশি যে কোনও কোভিড রোগীকে স্থিতাবস্থা আসার পরেই স্থানান্তরের ওপর জোর দেওয়া হল।

২৯/৯/২০২০ : মৃদু বা মাঝারি উপসর্গযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে Doxycycline-100mg এবং Ivermectin-12Mg কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রকাশ করা হল। বিশেষ করে Ivermectin ব্যবহারের পরে কী কী পাওয়া যাচ্ছে, তা নথিভুক্ত করে স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রতিটি কেসস্টাডি জানানোর কথাও বলা হয়।

● কোভিডে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে পরিবারের প্রিয়জন বা নিকটতম আত্মীয় এখন থেকে সৎকারের জন্য দেহ নিতে পারবেন। অর্থাৎ, কোভিড রোগীদের সৎকারের নির্দেশিকা পরিবর্তন করে নতুন পরিমার্জিত নির্দেশিকা প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকায় বলা হল (১) মৃতদেহ সৎকারের জন্য পরিবারের নিকটতমের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে দেহ গ্রহণ থেকে সৎকার পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬ জনের বেশি ব্যক্তিকে এই কাজে অনুমতি দেওয়া হবে না। (২) স্থানীয় প্রশাসন নির্দিষ্ট গাড়িতে এবং শ্মশান/ কবরস্থানেই দেহ নিয়ে যেতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন এই নির্দিষ্ট গাড়ির তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। মৃতদেহের সঙ্গে নয়, পরিবারের আত্মীয়রা অন্য গাড়িতে চেপে

যাবেন। (৩) মৃত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট বাক্সে ভরতে হবে, যাতে মুখ দেখে বাইরে থেকে শনাক্ত করা যায়। ওই ব্যাগের বাইরের চারিদিক ভালো করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। (৪) নিকটআত্মীয়রা অবশ্যই সার্জিকাল মাস্ক, গ্লাভ্‌স পরবেন এবং প্রয়োজনে পিপিই কিট ব্যবহার করবেন। সেই সঙ্গে হাসপাতাল থেকে দেহ গ্রহণের সময়েই সরকারি নির্দেশিকা কোভিডে মৃত বৃক্তির সৎকার পদ্ধতির নিয়মাবলি তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে, সমস্ত কাগজপত্র হাতে ধরিয়ে দিতে হবে। (৫) একেবারে শেষ সময়ে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্য সমস্ত নিয়ম মেনে প্লাস্টিকের ব্যাগের মুখ খুলে মৃত ব্যক্তির মুখ ও মাথা দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।

১২/১০/২০২০ : বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোভিড টেস্টের ঊর্ধ্বসীমা ১৫০০ টাকায় বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। এর ফলে টেস্ট খরচ আগের তুলনায় অনেকটাই কমে গেল। যে প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশিকা মানবে না, তাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২০ অনুসারে জরিমানা করা হবে বলেও নির্দেশিকায় বলা হল।

২২/১০/২০২০ : উত্তর ২৪-পরগনার অনেকগুলি কোভিড হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পেল— (১) রাজারহাট চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটে ৫০টি HDU শয্যা বাড়ল। (২) সাগর দত্ত হাসপাতালে আরও ২৫টি HDU শয্যা বৃদ্ধি পেল। (৩) অশোক স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ৩০টি শয্যা, নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ৪০টি শয্যা, শ্রীবলরাম সেবা প্রতিষ্ঠানের ৪০টি শয্যাকে HDU-তে পরিবর্তন করা হল, (৪) বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ৮০টি শয্যাকে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হবে। (৫) গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালের ৫০টি শয্যাকে কোভিড চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হবে, যার মধ্যে ৬০টি HDU শয্যা হিসেবে কাজে লাগানো হবে।

২৮/১০/২০২০ : (১) কোচবিহারের ইয়ুথ হোস্টেল রাজবাড়ি স্টেডিয়মে ৮০টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য চালু হল, যার মধ্যে ১৫টি শয্যা হবে HDU স্তরের। (২) বীরভূমে নিরাময় টিবি স্যানেটোরিয়াম হাসপাতালে ১৫০টি শয্যা কোভিড রোগীর চিকিৎসার জন্য চিহ্নিত হল, যার মধ্যে ১৫টি শয্যা HDU হিসেবে নির্দিষ্ট। (৩) পুরুলিয়ার হাটুয়ারা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৯৩টি শয্যা কোভিড চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হল, যার মধ্যে ১১টি HDU এবং ১২টি CCU হিসেবে কাজে লাগানো হবে। (৪) উত্তর ২৪-পরগনার বনগাঁয় বিভূতিভূষণ হাসপাতালে ৩৫টি শয্যা কোভিড শয্যা হিসেবে চিহ্নিত হল।

৩১/১০/২০২০ : গৃহ নিভৃতাবাসে যে সমস্ত উপসর্গহীন/ মৃদু উপসর্গযুক্ত কোভিড রোগী রয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার জন্য নতুন করে ১৭ পৃষ্ঠার চিকিৎসা সুপারিশ এবং নির্দেশিকা প্রকাশ করলেন রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা।

৬/১১/২০২০ : (১) যাদবপুরের কে এস রায় টিবি হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গ কোভিড হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। এখানে ১৩০টি শয্যা রয়েছে এবং এর মধ্যে ৫০টি HDU, (২) বাঁকুড়ার ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ৪০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে মোট শয্যাসংখ্যা দাঁড়াল ২৫০টি, যার মধ্যে ১০টি হল CCU এবং ৪০টি HDU। (৩) তপসীকাঁথা আয়ুষ হাসপাতালের ১০টি কোভিড শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে মোট শয্যাসংখ্যা হল ১১০টি, যার মধ্যে ৭টি CCU এবং ১০টি HDU শয্যা। (৪) বড়মা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের ১০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালে কোভিড রোগীর জন্য নির্দিষ্ট শয্যাসংখ্যা বেড়ে হল ১৫০টি, যার মধ্যে ১৮টি CCU এবং ১০টি HDU, (৫) পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ২০টি শয্যাকে HDU-তে পরিণত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের কোভিড শয্যা বেড়ে হল ২০০টি, যার মধ্যে ১০টি CCU এবং ৪০টি HDU, (৬) কালিম্পং-এর ত্রিবেণী টুরিস্ট লজ কোভিড হাসপাতালের ৬টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা

হল। এর ফলে, ওই হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা হল ১৫০টি, যার মধ্যে ৬টি CCU এবং ৬টি HDU, (৭) এম আর বাঙ্গুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ৫২টি শয্যাকে HDU-তে পরিণত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা হল ৬৭০টি, যার মধ্যে ৯৪টি CCU এবং ১৪৯টি HDU শয্যা। (৮) রাজারহাট চিত্তরঞ্জন ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ৫০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা হল ৪২৫টি, যার মধ্যে ৫০টি CCU এবং ৫০টি HDU শয্যা। (৯) সাগর দত্ত হাসপাতালের ২৫টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে মোট শয্যাসংখ্যা বেড়ে হল ৫০০টি, যার মধ্যে ১৮টি CCU এবং ৫০টি HDU শয্যা। (১০) মুর্শিদাবাদ ওল্ড মাতৃসদনের ২৪টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের কোভিড শয্যা সংখ্যা হবে ৩০০টি, যার মধ্যে ২৬টি CCU এবং ৩২টি HDU শয্যা। (১১) ঝাড়গ্রাম রাত্রি আবাস কোভিড হাসপাতালের ৫টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল, এর ফলে ওই হাসপাতালের মোট কোভিড শয্যাসংখ্যা হল ৭৫টি, যার মধ্যে ১০টি CCU এবং ১০টি HDU শয্যা। (১২) সিঙ্গুরের ২০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের বর্তমান শয্যাসংখ্যা হল ১০০টি যার মধ্যে ১১টি CCU এবং ৯টি HDU শয্যা, (১৩) নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ৪০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের বর্তমান শয্যাসংখ্যা হল ৯০টি, যার মধ্যে ৪০টি হল HDU, (১৪) উত্তর ২৪-পরগনার শ্রী বলরাম সেবামন্দিরের ৪০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে মোট শয্যা বেড়ে হল ৮০টি, যার মধ্যে HDU হল ৪০টি। (১৫) অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ৩০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বেড়ে হল ৬০টি, যার মধ্যে ৩০টি HDU শয্যা। (১৬) কল্যাণী নেতাজি সুভাষ স্যানেটোরিয়াম হাসপাতালের ৪০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা হল ৩০০টি, যার মধ্যে ১০টি CCU এবং ৪০টি HDU শয্যা। (১৭) এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২৩টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বেড়ে হল ১১০টি, যার মধ্যে ৪টি CCU এবং ৪০টি HDU শয্যা। (১৮) কোচবিহার মিশন হাসপাতালের ১০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে ওই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বেড়ে হল ১১০টি, যার মধ্যে ১৬টি CCU এবং ১৬টি HDU শয্যা। (১৯) জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে ২০০টি শয্যা বৃদ্ধি করা হল এবং ১২টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এর ফলে এখানে কোভিড শয্যা সংখ্যা বেড়ে হল ৫০০টি এবং CCU শয্যা হল ৩০টি, HDU শয্যা হল ১২টি। (২০) উত্তর ২৪-পরগনার নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হাসপাতালের অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ ৫০টি শয্যাকে HDU-তে রূপান্তরিত করা হল। এই সিদ্ধান্ত ১ মাসের জন্য কার্যকরী হবে। এর ফলে ওই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা হল ১৪৪টি (৯৪টি মূল বিল্ডিং এবং ৫০টি অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ, যার মধ্যে ৬৫টি CCU/HDU শয্যা রয়েছে মূল বিল্ডিং-এ এবং ৫০টি HDU শয্যা অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ)।

*[**তথ্যসূত্র :** পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইটে করোনা নিয়ে প্রকাশিত সরকারি সুপারিশ ও আদেশনামা। সংগ্রহ সম্পাদনা, অনুবাদ ও অনুলিখন: রাতুল দত্ত, সহ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ]*

করোনা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- কোভিড ১৯ নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হেল্পলাইন নম্বর :- ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২
- সরাসরি টেলি মেডিসিন পরিষেবা ০৩৩-২৩৫৭ ৬০০১
- অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা : ০৩৩-৪০৯০ ২৯২৯
- গুগল প্লে স্টোর-এ রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা কোভিড টেলিমেডিসিন অ্যাপ—"Covid Telemedicine WB"
  - রাজ্যের কোন কোভিড হাসপাতালে এবং সেফ হোমে সরকারি স্তরে কত শয্যা রয়েছে তা জানা যাচ্ছে।
  - যাঁরা গৃহ নিভৃতাবাসে রয়েছেন, তাঁদের জন্য এই অ্যাপের মাধ্যমে টেলি মেডিসিন পরিষেবা প্রদান।
  - অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান।
- ২০২০ সালের ১ আগস্ট থেকে টেলি-কাউন্সেলিং পরিষেবা চালু।
- কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের সংখ্যা–৯২।
  - সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা–৩৭। বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা–৫৪
- কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য রাজ্যে বর্তমানে শয্যাসংখ্যা—১২,৭১৫
- কোভিড রোগীদের জন্য মোট আইসিইউ শয্যাসংখ্যা—১,২৪৩
- কোভিড হাসপাতালে বর্তমানে ভেন্টিলেটরের সংখ্যা—৭৯০
- মোট সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক গৃহ নিভৃতাবাসের সংখ্যা—৫৪২
- মোট সেফ হোমের সংখ্যা—২০০
- সেফ হোমে মোট শয্যাসংখ্যা—১১,৫০৭
- এখনও পর্যন্ত করোনাতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা এবং মৃত্যু—সবক্ষেত্রেই কলকাতায় পরিসংখ্যান সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি।
- রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিয়ে কোভিড আক্রান্ত রোগীর শরীরের অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে।
- রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করোনাজয়ীরা প্লাজমাদানের আবেদন অনলাইনেই করতে পারছেন।
- করোনা টেস্টের বর্তমান ল্যাবরেটরির সংখ্যা—৯১

[তথ্যসূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৫ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত।]

রাজ্য সরকার চিহ্নিত সরকারি কোভিড হাসপাতাল এবং শয্যাসংখ্যা
(১০ অক্টোবর, ২০২০ হিসেবে)

নম্বর	জেলা	কোভিড হাসপাতালের নাম	শয্যা সংখ্যা
১.	কলকাতা	এম আর বাঙুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	৬৭০
২.		চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট	৪২৫
৩.		এ এম আর আই, সল্টলেক	৭২
৪.		দিশান হাসপাতাল, কলকাতা	১১৩
৫.		বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতাল	১১৫
৬.		কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ	২০০
৭.		কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ	৬৬০
৮.		এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	১১০
৯.	আলিপুরদুয়ার	ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতাল, তপসিকাঁথা	১০০
১০.	বাঁকুড়া	ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	২৫০
১১.		মেডিকেয়ার জেনারেল হাসপাতাল	৫০
১২.	বীরভূম	গ্লোবাল হাসপাতাল	৯০
১৩.		আর এম ওয়াই এফ রয়্যাল নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার	৫০
১৪.		মধুমমতা লজ	১৬০
১৫.	কোচবিহার	কোচবিহার মিশন হাসপাতাল	১১০
১৬.	দক্ষিণ দিনাজপুর	নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র	৮০
১৭.		প্রয়াস আত্রেয়ী আই হসপিটাল	৩০
১৮.	দার্জিলিং	চ্যাং হাসপাতাল	১০০
১৯.		দিশান কোভিড হাসপাতাল	১৬০
২০.		মেডিকা হাসপাতাল	১১০
২১.		মেডিকা ক্যানসার হাসপাতাল	৫০
২২.		নিবেদিতা ক্যানসার হাসপাতাল	৬৪
২৩.	হুগলি	শ্রমজীবী হাসপাতাল	১০০
২৪.		ইএসআই হাসপাতাল, ব্যান্ডেল	২৫০
২৫.		ব্লু ভিউ নার্সিং হোম	৩০
২৬.		সেভেন রেঞ্জারস	৯০
২৭.		কমলা রায়	৫০
২৮.		আরামবাগ নার্সিং হোম	৩০
২৯.		আই এস আই হাসপাতাল, গৌরহাটি	২১৬

৩০.	হাওড়া	সঞ্জীবন হাসপাতাল	৫০০
৩১.	হাওড়া	আই এল এস, গোলাবাড়ি	১০০
৩২.		সত্যবালা আইডি হাসপাতাল	২৫
৩৩.		ইএসআই হাসপাতাল, বালটিকুরি	৪০০
৩৪.		উলুবেড়িয়া ইএসআই হাসপাতাল	২১৬
৩৫.		নারায়ণা হাসপাতাল, পুরনো বিল্ডিং ওয়েস্ট ব্যাংক হাসপাতাল	১৩০
৩৬.		টি এল জে হাসপাতাল	২৫০
৩৭.	জলপাইগুড়ি	বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন	৩০০
৩৮.		অগ্রসেন হাসপাতাল	৪১
৩৯.	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম রাত্রিআবাস	৭৫
৪০.	কালিম্পং	ত্রিবেণী হাসপাতাল	১৫০
৪১.	মালদা	ইএইচসি গ্লোবাল হাসপাতাল, মালদা	১০০
৪২.		দিশারি নার্সিং হোম, চাঁচল	৩০
৪৩.		মানিকচক মডেল স্কুল, মানিকচক	৫০
৪৪.		ট্রমা কেয়ার সেন্টার	১৫০
৪৫.	মুর্শিদাবাদ	ওল্ড মাতৃসদন হাসপাতাল	৩০০
৪৬.		মনোমোহিনী প্রাইভেট হেলথ কেয়ার	১০০
৪৭.		গীতারাম প্রাইভেট হাসপাতাল	১০০
৪৮.		লালবাগ রেনবো নার্সিং হোম	৫০
৪৯.		বসুমতী হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড	৫০
৫০.		খ্রিস্ট্রীয় সেবাসদন	১০০
৫১.	নদিয়া	এস এন আর কার্নিভাল হাসপাতাল	১২০
৫২.		গ্লোবাল হাসপাতাল, নদিয়া	১৫০
৫৩.		টি বি হাসপাতাল, কল্যাণী	৩০০
৫৪.	উত্তর ২৪-পরগনা	আল আমিন গোপালপুর নার্সিং হোম	৫০
৫৫.		অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	৬০
৫৬.		জি এন আর সি হাসপাতাল	৮৪
৫৭.		মেগাসিটি নার্সিং হোম	৫০
৫৮.		নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হাসপাতাল	১৩৪
৫৯.		বিভূতি নার্সিং হোম	১০
৬০.		সুবোধ মিত্র ক্যানসার হাসপাতাল	৪০
৬১.		কলেজ অব মেডিসিন ও সাগর দত্ত হাসপাতাল	৫০০
৬২.		চার্নক হাসপাতাল	৩০

৬৩.		নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	৯০
৬৪.		শ্রীবলরাম সেবা মন্দির স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	৮০
৬৫.	পশ্চিম বর্ধমান	সনকা হাসপাতাল	৪০০
৬৬.		এইচ এল জি হাসপাতাল	১০০
৬৭.	পশ্চিম মেদিনীপুর	সেন্ট জোসেফ হাসপাতাল	১০০
৬৮.		আয়ুষ করোনা হাসপাতাল, পশ্চিম মেদিনীপুর	১০০
৬৯.		আয়ুষ স্যাটেলাইট হাসপাতাল	১০০
৭০.		গ্লোবাল করোনা হাসপাতাল, পশ্চিম মেদিনীপুর	৫০
৭১.		শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	২০০
৭২.		ডেবরা গ্রামীণ কোভিড হাসপাতাল	৪০
৭৩.		খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল	৫০
৭৪.		ঘাটাল মহকুমা কোভিড হাসপাতাল	৮০
৭৫.	পূর্ব বর্ধমান	কামরি হাসপাতাল	১৮০
৭৬.		বেঙ্গল মেডিকা হাসপাতাল	১০০
৭৭.	পূর্ব মেদিনীপুর	চণ্ডীপুর মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল	১৫০
৭৮.		আর সি এন সঞ্জীবন হাসপাতাল	৫০
৭৯.		বড়মা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল	১৫০
৮০.	পুরুলিয়া	রোটারি ক্লাব অব পুরুলিয়া সার্ভিস সেন্টার-নার্সিং হোম	৬০
৮১.		সিংহানিয়া সেবাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতাল	৬০
৮২.		রোটারি হাসপাতাল	৩০
৮৩.	দক্ষিণ ২৪-পরগনা	ই এস আই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	৪৭০
৮৪.		দ্য সাহারাহাট নার্সিং হোম	১২০
৮৫.		মা দুর্গা নার্সিং হোম	৫০
৮৬.		ক্যানিং কোভিড হাসপাতাল (স্টেডিয়াম)	৫৫
৮৭.		ভারত সেবাশ্রম সংঘ	১০০
৮৮.		জগন্নাথ গুপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	১০০
৮৯.		ইস্পাত কো-অপারেটিভ হাসপাতাল	১২৫
৯০.	উত্তর দিনাজপুর	মিক্কি মেঘা হাসপাতাল	১০০
৯১.		জীবনরেখা নার্সিং হোম	৪৫
৯২.		ইসলামপুর উর্দু আকাদেমি	১০০
		সর্বমোট	১২,৭১৫

[তথ্যসূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার]

রাজ্য সরকার চিহ্নিত বেসরকারি কোভিড হাসপাতাল এবং শয্যাসংখ্যা (১৩ অক্টোবর, ২০২০ হিসেবে)			
নম্বর	**জেলা**	**কোভিড হাসপাতালের নাম**	**শয্যা সংখ্যা**
১.	কলকাতা	অল এশিয়া মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট	৩২
২.		এ এম আর আই হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া	৯৪
৩.		এ এম আর আই হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	২৩
৪.		এ এম আর আই হাসপাতাল, মুকুন্দপুর	৩০
৫.		অ্যাপেক্স আই এম এস	৮
৬.		অ্যাপেলো গ্লেনিগলস হাসপাতাল	৭৮
৭.		অ্যাপেলো গ্লেনিগলস হাসপাতাল (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	৬৫
৮.		বি পি পোদ্দার হাসপাতাল	৯৮
৯.		বেলভিউ ক্লিনিক	১৬৬
১০.		বেলভিউ ক্লিনিক (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	২৫
১১.	উত্তর ২৪-পরগনা	ভাগীরথী নেওটিয়া হাসপাতাল, নিউটাউন	৩
১২.	কলকাতা	বি এম আর সি	১২
১৩.		ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক, সল্টলেক	৩০
১৪.		ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক, সল্টলেক (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	২৫
১৫.		সেন্টিনারি হাসপাতাল, এসএমপি, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট	৪০
১৬.		সেন্টিনারি হাসপাতাল, এসএমপি, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	২০
১৭.		চার্নক হাসপাতাল	৮৪
১৮.		চ্যারিং ক্রস	৩৮
১৯.		সি এম আর আই	৮৪
২০.		কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল, সল্টলেক	১২
২১.		কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল, সল্টলেক (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	৫৯
২২.	উত্তর ২৪-পরগনা	ড্যাফোডিল হাসপাতাল	৫৮
২৩.	কলকাতা	ডিভাইন নার্সিং হোম	২৫
২৪.		ড্রিমল্যান্ড নার্সিং হোম	১৬
২৫.		ই ই ডি এফ মেডিকেয়ার সেন্টার (শ্রী অরবিন্দ)	৩০
২৬.		ইকবালপুর নার্সিং হোম	৪৩
২৭.		ই এম কে এ জি সঞ্জীবনী হাসপাতাল, বাগবাজার	১৪
২৮.		ফর্টিস হাসপাতাল	৬৩
২৯.		জি ডি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট	৪৫

৩০.	হাওড়া	জি ডি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	১৮
৩১.		হেলথ পয়েন্ট নার্সিং হোম	১৭
৩২.	পশ্চিম বর্ধমান	হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, দুর্গাপুর	২২
৩৩.	কলকাতা	হরাইজন লাইফ লাইন প্রাইভেট লিমিটেড	১৭
৩৪.	উত্তর ২৪-পরগনা	আই এল এস, দমদম	৭৪
৩৫.		আই এল এস, দমদম (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	২৪
৩৬.	কলকাতা	আই এন কে, কলকাতা	৪
৩৭.		আইরিস হাসপাতাল	১০
৩৮.		কস্তুরিদাস মেমোরিয়াল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	৬৫
৩৯.		কস্তুরি মেডিক্যাল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড	৪০
৪০.		ক্ষুদিরাম হাসপাতাল	১৭
৪১.		কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার	১৩৭
৪২.		মাড়ওয়ারি রিলিফ সোসাইটি	৩১
৪৩.		মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	১৬২
৪৪.		মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	৫২
৪৫.		মার্সি হাসপাতাল	৪০
৪৬.		নবজীবন হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড	৩৪
৪৭.		নর্থ সিটি হাসপাতাল	৪০
৪৮.		ওহিও হাসপাতাল	২২
৪৯.		পিয়ারলেস হাসপাতাল	১০০
৫০		আর এন টেগোর আই আই সি এস	১০৫
৫১		আর এন টেগোর আই আই সি এস (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	৫২
৫২.		রেমেডি হাসপাতাল	৪২
৫৩.		রয়েড নার্সিং হোম	৩
৫৪.		আর এন ভি হাসপাতাল	২৬
৫৫.		রুবি জেনারেল হাসপাতাল	৬০
৫৬.		সুশ্রূষা নার্সিং হোম	২১
৫৭.	উত্তর ২৪-পরগনা	স্পন্দন, তেঘরিয়া	১৫
৫৮.	কলকাতা	এস ভি এস মাড়োয়ারি	২২
৫৯.		স্বস্তিক সেবা সদন	১০
৬০.		টাটা মেডিক্যাল সেন্টার, নিউটাউন [শুধুমাত্র ক্যানসার আক্রান্ত কোভিড রোগীদের জন্য]	১৫
৬১.		টি আর এ	১০

৬২.		উডল্যান্ডস মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল	৭৫
৬৩.		উডল্যান্ডস মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল (স্যাটেলাইট ফেসিলিটি)	৫৪
৬৪.		জেনিথ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	১৫
৬৫.		জোডিয়াক মেডিকেয়ার প্রাঃ লিমিটেড (ক্লেমিং নার্সিং হোম)	৫০
		সর্বমোট	২,৮২১

রাজ্য সরকার চিহ্নিত কোভিড-১৯ পরীক্ষার সমস্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

নম্বর	টেস্টিং ল্যাবরেটরির নাম	কী পদ্ধতি	কবে থেকে চালু
১.	নাইসেড	RT-PCR	প্রথম থেকে
২.	এস এস কে এম	”	১৭ মার্চ
৩.	মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২৪ মার্চ
৪.	উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২৯ মার্চ
৫.	স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন	”	১ এপ্রিল
৬.	অ্যাপোলো হাসপাতাল	”	৬ এপ্রিল
৭.	টাটা মেডিক্যাল সেন্টার	”	৬ এপ্রিল
৮.	মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	৮ এপ্রিল
৯.	ডঃ লাল প্যাথলাবস	”	১৭ এপ্রিল
১০.	কমান্ড হাসপাতাল	”	১৭ এপ্রিল
১১.	চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট	”	২২ এপ্রিল
১২.	আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২৪ এপ্রিল
১৩.	সুরক্ষা	”	২৪ এপ্রিল
১৪.	মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২৬ এপ্রিল
১৫.	পিয়ারলেস হাসপাতাল	”	৩০ এপ্রিল
১৬.	বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	৬ মে
১৭.	কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	৮ মে
১৮.	এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	১২ মে
১৯.	সমকা হাসপাতাল	”	১২ মে
২০.	মেডিকা হাসপাতাল	”	১৫ মে
২১.	বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২২ মে
২২.	সিউড়ি জেলা হাসপাতাল	”	২২ মে
২৩.	কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	৬ জুন
২৪.	কলেজ অব মেডিসিন জে এন এম, কল্যাণী	”	১০ জুন
২৫.	দিশান হাসপাতাল	”	১৭ জুন

২৬.	আর এন টেগোর হাসপাতাল	”	২৪ জুন
২৭.	রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২৬ জুন
২৮.	জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস	”	৬ জুলাই
২৯.	ই এস আই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ	RT-PCR	১৬ জুলাই
৩০.	রেমেডি লাইফকেয়ার, কলকাতা	”	২১ জুলাই
৩১.	এ এম আর আই, ঢাকুরিয়া	”	১৯ মে
৩২.	রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	১৯ মে
৩৩.	চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২০ মে
৩৪.	ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	২০ মে
৩৫.	কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হাসপাতাল	”	২৭ মে
৩৬.	পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	”	৩ জুন
৩৭.	এস আর এল ল্যাবরেটরি	”	১৮ জুন
৩৮.	প্রোব ডায়াগনস্টিকস	”	১৪ আগস্ট
৩৯.	পাল্‌স ডায়াগনস্টিকস	”	১২ সেপ্টেম্বর
৪০.	আর বি ডায়াগনস্টিক কলকাতা	”	২০ সেপ্টেম্বর
৪১.	পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল	”	২৪ সেপ্টেম্বর
৪২.	রি প্রোমেড ডায়গনস্টিক লিমিটেড	”	২৪ সেপ্টেম্বর
৪৩.	এ এম আর আই, সল্টলেক	”	১ মে
৪৪.	সি এম আর আই	CBNAAT	১৩ মে
৪৫.	আসানসোল জেলা হাসপাতাল	TRUENAT	১৯ মে
৪৬.	ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতাল	”	১৯ মে
৪৭.	ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	২০ মে
৪৮.	বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল	”	২২ মে
৪৯.	শ্রীরামপুর জেলা হাসপাতাল	”	২৫ মে
৫০.	উলুবেড়িয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	২৭ মে
৫১.	জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল	”	২৭ মে
৫২.	এগরা মহকুমা হাসপাতাল	”	৭ মে
৫৩.	এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল	”	২৮ মে
৫৪.	চাঁচল মহকুমা হাসপাতাল	”	২৮ মে
৫৫.	বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন কোভিড হাসপাতাল	”	৩১ মে
৫৬.	উডল্যান্ডস	CBNAAT	১১ জুন
৫৭.	আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল	TRUENAT	১৬ জুন
৫৮.	বসিরহাট জেলা হাসপাতাল	”	১৯ জুন

৫৯.	আনন্দলোক মোনোস্ক্যান, শিলিগুড়ি	”	২৭ জুন
৬০.	গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল	CBNAAT	১৬ জুলাই
৬১.	কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল	TRUENAT	২৩ জুলাই
৬২.	আই এল এস হাসপাতাল	”	২৫ জুলাই
৬৩.	উত্তর লাটাবাড়ি জেলা হাসপাতাল	”	৪ আগস্ট
৬৪.	নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	৪ আগস্ট
৬৫.	পাঁশকুড়া হাসপাতাল	”	৬ আগস্ট
৬৬.	চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতাল	”	১০ আগস্ট
৬৭.	ডাঃ পি কে সাহা হাসপাতাল, কোচবিহার	”	১১ আগস্ট
৬৮.	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল	”	১৩ আগস্ট
৬৯.	চার্নক হাসপাতাল	”	১৪ আগস্ট
৭০.	গাববেড়িয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	”	১৫ আগস্ট
৭১.	স্পন্দন ডায়গনস্টিক সেন্টার	”	১৬ আগস্ট
৭২.	কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	১৭ আগস্ট
৭৩.	মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	১৮ আগস্ট
৭৪.	হাওড়া জেলা হাসপাতাল	”	২১ আগস্ট
৭৫.	সাগরদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	২ সেপ্টেম্বর
৭৬.	ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল	”	৬ সেপ্টেম্বর
৭৭.	উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	”	৭ সেপ্টেম্বর
৭৮.	জি ডি হাসপাতাল ও ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট, হাওড়া	”	৮ সেপ্টেম্বর
৭৯.	নাইটিঙ্গেল ডায়গনস্টিক সেন্টার	TRUENAT	১২ সেপ্টেম্বর
৮০.	ভাগীরথী নেওটিয়া উওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার সেন্টার	CBNAAT	১৬ সেপ্টেম্বর
৮১.	কৃষ্ণনগর ডিটিসি	TRUENAT	২৯ সেপ্টেম্বর
৮২.	মিশন হাসপাতাল, দুর্গাপুর	”	২৯ সেপ্টেম্বর
৮৩.	মেডিনোভা, কলকাতা	”	১ অক্টোবর
৮৪.	স্পেশালিটি ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক, বারাসাত	”	১ অক্টোবর
৮৫.	এম এস এস বনসাল মেডিক্যাল, কলকাতা	”	২ অক্টোবর
৮৬.	টি এল আই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, হাওড়া	”	২ অক্টোবর
৮৭.	নারায়ণ মেমোরিয়াল হাসপাতাল, কলকাতা	”	২ অক্টোবর
৮৮.	কালিম্পং জেলা হাসপাতাল	”	৬ অক্টোবর
৮৯.	মিরিক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দার্জিলিং	”	৯ অক্টোবর
৯০.	বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, বাঁকুড়া	”	১১ অক্টোবর
৯১.	দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল	”	১১ অক্টোবর

‘আমার জেলা’

পশ্চিমবঙ্গ ২৩ জেলার রাজ্য। উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে জেলার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ৯ বছর ধরে এই রাজ্যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে সর্বক্ষেত্রে। সমন্বয়ের স্বপ্ন পেয়েছে সার্থকতার দিশা। এই রাজ্য সেজে উঠছে ধীরে ধীরে।

এই পরিবর্তনের দৃশ্যপটই তুলে ধরা হবে এই নতুন বিভাগে।

নিজের জেলার প্রতি মানুষের ভালবাসা, আন্তরিকতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি নিজের জেলা সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্খাও সবসময় পূর্ণ হওয়ার পথ খোঁজে।

রাজ্যবাসীর কাছে এই আকাঙ্খা পূরণের চাবিকাঠি হয়ে উঠুক আমার জেলা। সকলেই খুঁজে নিক নিজের জেলা-কে।

জেলায় জেলায় প্রকৃতি-পর্যটন কেন্দ্র

পরিবেশ সংরক্ষণে রাজ্য সরকারের প্রয়াস প্রতিদিনই আমাদের নজর কাড়ছে। তবু জেলার আনাচে কানাচে যে কর্মকাণ্ড চলছে সেটা সকলের কাছে ধরা পড়ছে না। রাজ্যে প্রকৃতি-পর্যটনের প্রসারের মাধ্যমে, আঞ্চলিক উন্নয়নের ছত্রছায়ায়, কর্মসৃজনের সুযোগ সৃষ্টি করে পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ চলছে। এক অর্থে, বহুমুখী কর্মোদ্যোগ। ইকো-টুরিস্ট সেন্টারগুলিকে সযত্নে গড়ে তোলার কাজ চলেছে। পর্যটকেরাও দু-এক দিনের অবসরে কাছাকাছি বেড়িয়ে পড়তে পারেন। বিভিন্ন জেলার ইকো-টুরিস্ট সেন্টারগুলির হদিশ দেওয়া হল।

বান্দাপানি—

পাহাড় যেখানে নেমে আসে, আর মাটিকে স্পর্শ করে প্রকৃতির সেই শান্ত, অনাবিল রূপের হাতছানির মাঝে বান্দাপানি। জলপাইগুড়ি ফরেস্ট ডিভিশিনে ছবির মতো সুন্দর যেসব জায়গা আছে, বান্দাপানি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল ২০০৭ সালে। লক্ষ্য ছিল, বান্দাপানি বিট জলগাঁও রেঞ্জের এই প্রান্তিক অঞ্চলে ইকো ট্যুরিজম-এর বিস্তার ঘটানো।

কোথায় থাকবেন—

রাজ্য ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির রেস্ট হাউস আছে এখানে। দ্বিশয্যা বিশিষ্ট ঘরের ভাড়া বর্তমানে ৫০০ টাকা।

কিভাবে পৌঁছাবেন—

জলপাইগুড়ি থেকে শেয়ার ট্যাক্সি করে পৌঁছে যাওয়া যায় বান্দাপানি।

যোগাযোগ—

ক) ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—9832519516

খ) সেন্টার ইনচার্জ—8145843477

বান্দাপানি ফরেস্ট ক্যাম্প থেকে গাড়িতে মাত্র ৫ মিনিট গেলেই সুন্দর ছিমছাম নদী-ঘেরা পাহাড়ি গ্রাম গারোচিরা বা গারুচিরা। জলপাইগুড়ি থেকে দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার, বান্দাপানি থেকে চলে আসুন গারুচিরাতেই। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অর্থনীতিকে জোরদার করতে ইকো-ট্যুরিজম সরকারের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

বেথুয়াডহরি—

নদিয়া জেলার বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে প্রায় ৬৭ হেক্টর এলাকা জুড়ে অভয়ারণ্য। চিতল হরিণ, জংলি বিড়াল, সজারু, মংগুস, বুনো শেয়াল থেকে মনিটর লিজার্ড, পাইথন, কোবরা, পঞ্চাশটিরও বেশি পাখির প্রজাতি কী নেই অভয়ারণ্য। ১৯৬১ সালে বেথুয়াডহরি জঙ্গলকে সংরক্ষিত অরণ্য হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপর ১৯৮০ সালে বেথুয়াডহরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সম্মান লাভ করে।

ব্র্যান্ডিস ট্রেল আর সেলিম আলি ট্রেল—দুটি পথ আছে অভয়ারণ্যে। নানাজাতের পাখির কলকাকলিতে মুগ্ধ হতে হতে জঙ্গলের শোভা উপভোগ করুন। তবে, অভয়ারণ্যে ঘুরে বেড়ানোর আগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের পরামর্শ শুনে নেওয়া ভালো।

কোথায় থাকবেন—

বনদপ্তরের বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা আছে। ২টি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট ঘর। ভাড়া দৈনিক ৫০০ টাকা। ওয়েবসাইটে সহজেই বুক করা যায়।

যোগাযোগ—

থানা - নাকাশিপাড়া

ক) ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—7003379256

খ) সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—8013871313

কিভাবে পৌঁছবেন—

২ কিলোমিটার দূরে বেথুয়াডহরি রেলওয়ে স্টেশন। একই দূরত্বে রয়েছে বাস টার্মিনাসও। তবে মনে রাখা দরকার, সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে বিকাল সাড়ে চারটের পর প্রবেশ করা যায় না।

বিহারীনাথ —

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ব্লকে পাহাড়ের কোলে মন্দির। গড়ে উঠেছে বিহারীনাথ ধাম। এই বিহারীনাথ পাহাড় বাঁকুড়া জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪৫১ মিটার। পাহাড়ি পথে ঘুরে ঘুরে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় একেবারে মন্দিরের দোরগোড়ায়। মন্দির আর দেবমাহাত্ম্য নিয়ে নানা গল্পকথা প্রচলিত। শিবরাত্রি আর সরস্বতী পুজোয় মন্দির ঘিরে বসে মেলা। বিশাল জনসমাগম হয় এলাকায়। শুধু শিবভক্তদের জন্যই নয়, প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছেও বিশেষ জনপ্রিয় এই বিহারীনাথ পাহাড়। জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট এলাকা-এ রাজ্যের আরাকু ভ্যালি। ট্রেকিং-এর জন্য আদর্শ।

কোথায় থাকবেন—

মন্দিরের কাছেই রাজ্য বনদপ্তর গড়ে তুলেছে ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার। ৬টি (ছয়) কটেজ আছে সেখানে। ঘরভাড়া দৈনিক ৮০০ টাকা। প্রতি কটেজে দুটি করে ঘর আর একটি হল রয়েছে। এছাড়া ইকো সেন্টারে রয়েছে একটি রান্নাঘর ও ডাইনিং হল। তবে মনে রাখা ভালো, ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার লাক্সারি রিসর্ট নয়। যাঁরা প্রকৃতি ভালোবাসেন, সহজ বন্যপ্রকৃতির মেদুরতা যাঁদের টানে—অল্প ছুটি নিয়ে চলে আসতে পারেন বিহারীনাথ দর্শনে।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

আসানসোল থেকে সড়কপথে পৌঁছতে পারেন বিহারীনাথ। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন রানিগঞ্জ। সেখান থেকে গাড়িভাড়া করে সহজেই বিহারীনাথ পাওয়া যায়। এছাড়া বাঁকুড়া থেকে দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার।

যোগাযোগ—

গ্রাম---বিহারী, পোস্ট অফিস---বামুনতোড়।
সেন্টার ইনচার্জ---9064751096

বোলপুর প্রকৃতি উদ্‌ভাসন কেন্দ্র(এন আই সি) —

বোলপুর বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস, কাচঘর, ছাতিমতলা। সেই বোলপুরের শ্যামবাটিতেই রাজ্য বন দপ্তর তৈরি করেছে।

শ্যামবাটি নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার(এনআইসি)। কাছেই ডিয়ার পার্ক। চিতল হরিণ রয়েছে ৮০টিরও বেশি। এছাড়া স্যাংচুয়ারিতে রয়েছে বিশাল জলাশয়। হাজার হাজার পাখির বাস সেখানে।

কোথায় থাকবেন—

বনদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ৬ শয্যার ডর্মিটরি। ভাড়া—শয্যাপ্রতি ২৫০টাকা, এছাড়া রয়েছে বাতানুকূল দ্বিশয্যার ৬ টি ঘর। ভাড়া দৈনিক ১২০০টাকা।

কীভাবে পৌঁছবেন—

হাওড়া, শিয়ালদহ থেকে প্রচুর ট্রেন প্রতিদিন বোলপুর যাচ্ছে। যে কোনও ট্রেনে উঠে পড়ুন। নামতে পারেন বোলপুর স্টেশন। সেখান থেকে দূরত্ব ৪ কিলোমিটার। প্রান্তিক স্টেশনে নামলে দূরত্ব মাত্র ২ কিলোমিটার।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—শ্যামবাটি

থানা—বোলপুর

ক) ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—7872195612

খ) সেন্টার ইনচার্জ—9434210095

গোপগড় ইকো পার্ক—

শীতের সকালের পিকনিক করতে গিয়ে যদি ইতিহাসের গন্ধ গায়ে নিতে চান, আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছোটখাটো পাহাড়ি পথে ট্রেকিং-এর আমেজও পেতে চান, তাহলে উইকএন্ডে চলে আসুন গোপগড় ইকোপার্কে। পোশাকি নাম গোপগড় হেরিটেজ অ্যান্ড নেচার ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার। জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। কাছেই বইছে কংসাবতী বা কাঁসাই। গোপ রাজাদের কেল্লা ছিল এই গোপগড়ে। আর সেই থেকেই এলাকার এই নাম। ইকো পার্কের ভিতরে পুরনো এই কেল্লার ধ্বংসস্তূপ দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে, এই ধ্বংস স্তূপ সম্পর্কে নানা গল্পকথা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন মহাভারত-খ্যাত বিরাট রাজার গোশালা ছিল এই ভগ্নগৃহ। আবার কারো কারো মতে, এর বয়স ২০০ বছরের বেশি নয়। তবে, ঐতিহাসিকেরা মনে করেছেন, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল যে দুটি কেল্লার কথা উল্লেখ করেছেন, গোপগৃহ তারই একটি। ঘন শাল বনসৃজন করা হয়েছে এখানে। পার্কের পূর্বদিকে রয়েছে একটি বিশাল জলাশয়। সেখানে বোটিং করার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে, এই ইকো পার্কের পশ্চিম দিকটি অনেক বেশি সুসজ্জিত এবং বেশ ভালোভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। রয়েছে একটি ফুলের বাগান, রকগার্ডেন, নার্সারি, শিশুদের পার্ক আর পুরনো কেল্লাটি। পার্কের ভিতরে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার, সেখান থেকে গোটা এলাকার ছবি এক্কেবারে আপনার চোখের সামনে। এমনকি দূর থেকে দেখতে পাবেন কংসাবতীও।

কোথায় থাকবেন—

গোপগড় ফরেস্ট বাংলোতে থাকার সুযোগ আছে। বেশ কয়েকটি কটেজ (এসি এবং নন-এসি) আছে। ক্যানটিন-এর সুবিধা রয়েছে। আগে থেকে অর্ডার দেওয়া হলে ক্যানটিন থেকে খাবার পাওয়া যায়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটেই বুকিং করা যায়। ১০ শয্যার ডর্মিটরি। ভাড়া শয্যাপ্রতি ১০০টাকা। ২টি নন-এসি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা দৈনিক। ৪টি এসি ঘর। ভাড়া দৈনিক ১০০০টাকা।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

এখানে বেড়ানোর সেরা সময় বর্ষা। খড়্গপুর থেকে দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার, মেদিনীপুর সদর থেকে ৫ কিলোমিটার। মেদিনীপুর পৌছে বাস বা অটো রিকশা নিয়ে সহজেই চলে আসা যায় গোপগড় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—এম এম নগর
মেদিনীপুর শহর
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—03222-275869
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—9635216927

গোঁসাইমারি টুইন কটেজ্—

পর্যটকদের ভিড় এড়িয়ে প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় যদি কিছুদিন হারিয়ে গিয়ে বাঁচতে চান, তাহলে আপনার গন্তব্য হওয়া উচিত গোঁসাইমারি। কোচবিহার জেলার দিনহাটা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরত্বে এই গ্রাম। গোঁসাইমারির অতীত ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল। পূর্ব তথা গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে যার স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে (১২২৮খ্রিঃ থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) কামতাপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল এই গোঁসাইমারি। ১২২৮ সালে মহারাজা সান্ধ রায় কামতাপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাবা মহারাজা পিথু রায় ছিলেন কামরূপ রাজ্যের শেষ রাজা। সান্ধ রায় কামরূপ রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন কামতাপুর। রাজধানীর নামও এক। সেই রাজধানীই আজ গোঁসাইমারি নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিম দিক থেকে কোশী নদী পর্যন্ত ছিল রাজ্যের বিস্তার। মহারাজা নীলাম্বর সেন হুসেন শাহের হাতে পরাজিত হলে ১৪৯৮-৯৯ সময়কাল থেকে ১৫০১ সাল পর্যন্ত কামতাপুর আফগান অধিকৃত ছিল। মহারাজা দুর্লভেন্দ্র ছিলেন কামতাপুরের শেষ রাজা ১৫১০ সালে। পরবর্তীকালে কামতাপুর রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হয়ে কোচবিহার হয়। অতীতের সেইসব গুরুত্বপূর্ণ মন্দির আর ভবন আজ মাটির ঢিবির নীচে। এখনো পর্যন্ত খননকার্য করে দুটি পাথরের কুয়ো আবিষ্কৃত হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে পুরনো কিছু মূর্তি এবং সেকালে ব্যবহৃত নানা আকারের পাত্র। মূর্তির মুখের আদলে পাল ও সেন যুগের প্রভাব স্পষ্ট। সাধারণ পর্যটকদের মধ্যে গোঁসাইমারি সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। তবে যাঁরা ইতিহাস ভালোবাসেন, তাঁরা অবশ্যই ঘুরে দেখতে পারেন এই জায়গা। এই গোঁসাইমারি থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত কামতেশ্বরী রাজমাতা মন্দির। আসল মন্দিরটি ধবংস করে ফেলা হয়েছিল। পরে ১৬৬৫ সালে মহারাজা প্রাণনারায়ণ মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে দেবীর সিংহাসন। এছাড়া, মূল মন্দিরের পাশে রয়েছে আরো দুটি ছোটো মন্দির।

কীভাবে যাবেন—

কলকাতা এবং গুয়াহাটি থেকে বিমানে আসা যায় কোচবিহার বিমানবন্দর। ডাউনটাউন এলাকা থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৩ কিলোমিটার। তবে, বাগডোগরা বিমানবন্দর দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই-সহ নানা শহরের সঙ্গে আর ভালোভাবে সংযুক্ত। দুটি বিমানবন্দর থেকেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ট্যাক্সি পাওয়া যায়। এছাড়া ডাউনটাউন থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে রয়েছে নিউ কোচবিহার জংশন, যা নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের বারাউনি-গুয়াহাটি লাইনের অংশ। এমনকী অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা থেকে সরকারি-বেসরকারি নানা রুটের বাসও চলে।

কোথায় থাকবেন—ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর ওয়েবসাইট থেকে অনলাইন বুকিং সম্ভব। শালের জঙ্গলে শান্ত পরিবেশে রয়েছে দুটি কটেজ। প্রতিটির ভাড়া দৈনিক ৭৫০ টাকা।

যোগাযোগ—

ক) ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর— 03582-227727

খ) সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর— 97349-79475

হর্নবিল নেস্ট—

গোরুমারা জাতীয় উদ্যান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে হর্নবিল নেস্ট ইকো-ট্যুরিজম সেন্টার। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে অকৃপণভাবে সাজিয়ে তুলেছে গোরুমারাকে। আবার এশিয়াটিক এক-শৃঙ্গবিশিষ্ট গন্ডার এবং আরো নানা জাতের বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থানও এই জঙ্গল। জাতীয় উদ্যান-সহ আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখার জন্য উদ্যানের কাছেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় পর্যটকদের থাকার নানা জায়গা তৈরি হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম লাটাগুড়ির ইকোভিলেজ, গোরুমারা হর্নবিল নেস্ট, বিছাভাঙা। জাতীয় উদ্যানের সীমানা এলাকায় অবস্থিত লাটাগুড়িকে এককথায় এই আরণ্যক প্রকৃতির বেসক্যাম্প বলা যায়।

কোথায় থাকবেন—গোরুমারা হর্নবিল নেস্টে ৪ টি কটেজ রয়েছে যার বুকিং অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে করা যায়। ভাড়া দৈনিক ২৪০০ টাকা। এখানকার কটেজগুলি কুঁড়ে ঘরের আকারে তৈরি। সহজ সাধারণ ব্যবস্থাপনায় মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করার আনন্দ পেতে হর্নবিল নেস্ট এককথায় অনবদ্য।

হর্নবিল নেস্টে থেকেই ঘুরে নেওয়া যেতে পারে চাপতামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। হাতির বসতির জন্যে যা বিখ্যাত। আবার গোরুমারা ন্যাশানাল পার্কের প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হলে যেতে হবে হর্নবিল নেস্টের কাছেই প্রকৃতি উদ্‌ভাসন কেন্দ্রে। সেখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর মাধ্যমে ফ্লোরা ও ফনা সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিতি পাওয়া সম্ভব।

মূর্তি নদীর জলে স্নানরত হাতির দল আপনার অরণ্যবাসকে অবিস্মরণীয় করে তুলতে পারে। শুধু জঙ্গল সাফারি নয়, আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে সন্ধ্যায় জমে উঠবেই ক্যাম্প ফায়ার। সবুজ প্রকৃতি ও ক্যাম্প ফায়ারের গনগনে আগুন আপনাকে মুগ্ধ করতে বাধ্য।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে ৬২ কিলোমিটার দূরত্বে হর্নবিল নেস্ট পৌঁছতে পারেন। তবে, মালবাজারের নিউ মাল জংশন আপনার গন্তব্য থেকে নিকটতম রেল স্টেশন।

যোগাযোগ—

গ্রাম-বিছাভাঙা
পোস্ট অফিস-লাটাগুড়ি
জেলা-জলপাইগুড়ি
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—03561-220017
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—9002290933

কুঞ্জনগর—

আপনার ডুয়ার্স ট্যুর প্যাকেজ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যদি কুঞ্জনগর না যাওয়া সম্ভব হয়। পিকনিক অথবা শিক্ষামূলক ভ্রমণ এই দুইয়ের জন্যই আদর্শ হতে পারে কুঞ্জনগর।

ঘন অরণ্য আর ভুট্টাখেত এখানে যেন হাত ধরাধরি করে রয়েছে। সময় করে অবশ্যই ঘুরে দেখবেন ঝুলন্ত ব্রিজ। এই ব্রিজে পা রাখলে আপনার একদিকে কুঞ্জনগর আর অন্যদিকে পড়বে জলদাপাড়া ন্যাশানাল পার্ক। মাঝখান দিয়ে বইছে তোর্সা। ঝুলন্ত ব্রিজের কাছেই রয়েছে একটি ওয়াচটাওয়ার, যেখান থেকে সহজেই দেখতে পাবেন আশেপাশের বন্যপ্রাণীগুলিকে—হরিণ, হাতি তো বটেই অনেক সময় দেখা মেলে চিতারও। ইচ্ছা থাকলেও খোঁজ নিয়ে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা করে ফেলুন। কুঞ্জনগর থেকে জলদাপাড়ার দূরত্ব মাত্র ৩২ কিলোমিটার। এলাকার মানুষজনের বিশ্বাস, কুঞ্জনগরে একসময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেশ কিছুদিন ছিলেন। ছিলেন এখানকার শোলমারি আশ্রমে। এই নিয়ে বিতর্কের জল বহুদুর গড়িয়েছে। তবে, বনভ্রমণের পাশাপাশি ইতিহাসের সন্ধানে শোলমারিতেও একবার ঢুঁ মারতে পারেন। এছাড়া, অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন কোচবিহার রাজবাড়ির কথা। ১৮৮৭ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে তৈরি এই প্রাসাদের সঙ্গে বাকিংহাম প্যালেসের সাদৃশ্য রয়েছে। আজো বহু ভ্রমণার্থী প্রাসাদ দর্শনে যান। কুঞ্জনগর থেকে গাড়িতে ২১/২ ঘন্টার পথ---বক্সাদুয়ার। এখান থেকে ভুটানে প্রবেশ করা যায়। এছাড়া বক্সা টাইগার রিজার্ভের জন্যও বিখ্যাত এই এলাকা। প্রায় ৭৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা টাইগার রিজার্ভের শেষ সীমায় রয়েছে রসিকবিল। জয়ন্তী নদীর ওপারে ভুটানের ফিপ্সু ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। আর সিঞ্চুলা পর্বতমালায় ৮৬৭ মিটার উচ্চতায় রয়েছে বক্সা দুর্গ। ফলে, বলা যায়, কুঞ্জনগর ইকোপার্ক ভ্রমণে এলে হাতে ৩-৪ দিন সময় নিয়ে আসাই ভালো।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন ফালাকাটা থেকে দূরত্ব মাত্র ১২ কিলোমিটার। আবার মাদারিহাট স্টেশন থেকে কুঞ্জনগরের ব্যবধান ২০ কিলোমিটার। এছাড়া বিমানে বাগডোগরা এসে পৌঁছালে গাড়িভাড়া করে কুঞ্জনগর পৌঁছতে হবে। দূরত্ব ১০৮ কিলোমিটার। ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকায় প্রবেশের জন্য সঙ্গে একটি পরিচয়পত্র অবশ্যই রাখবেন। ঘুরে দেখার সেরা সময় জানুয়ারি থেকে এপ্রিল।

যোগাযোগ—

গ্রাম—কুঞ্জনগর
পোস্ট অফিস—মোরাডাঙা
জেলা—আলিপুরদুয়ার
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—03582-227185
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—9700014201

মাঠা গাছবাড়ি—

ডিসেম্বরের ঠান্ডায় বনফায়ারের পাশে বসে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের কাপে জমিয়ে আড্ডা অথবা পরিবারের সঙ্গে গাছবাড়িতে সময় কাটান- আর কী চাই? এসবের স্বাদ পেতে উইক-এন্ডে আপনাকে চলে আসতেই হবে পুরুলিয়ার মাথায়। চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে পেতে পারেন স্থানীয় প্রাণখোলা সরল মানুষের সাহচর্য আর সেখানকার খাবারের স্বাদ।

কোথায় থাকবেন—মাটি থেকে প্রায় ১০ ফুট উচ্চতায় শালগাছের উপরে তৈরি করা হয়েছে ট্রি হাউস অর্থাৎ গাছবাড়ি। দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘরের সঙ্গেই সংযুক্ত টয়লেটের সুবিধা রয়েছে। সঙ্গেই খোলা বারান্দা ও একটি খাবার ঘর। বনদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় থাকার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করবে আপনাকে। ভাড়া দৈনিক ১০০০ টাকা।

কী ভাবে পৌঁছাবেন— পুরুলিয়া রেলস্টেশন থেকে ৬৩ কিলোমিটার দূরে। তবে, নিকটবর্তী রেলস্টেশন বরাভূম। দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। অযোধ্যা পাহাড় থেকে এখানকার দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—মাঠা রেঞ্জ
থানা—বাগমুন্ডি
জেলা—পুরুলিয়া
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর— 7044639250
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর— 6297239827

মানেভঞ্জন ট্রেকার্স হাট—

সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি— স্লিপিং বুদ্ধ। শনশনে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে—সারি সারি প্রেয়ার ফ্ল্যাগ আর তার পিছন থেকে মেঘের পেঁজা তুলো খেলে বেড়াচ্ছে আপনার দৃষ্টিপথের সামনে। ঠান্ডা হাওয়ায় নিজের নাক, হাতের আঙুলও সময় সময় যেন অনুভূতির বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছেন তাকে অনুভব না করে থাকবেন কী করে ? এর জন্য তো সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ করে, অফিসের ছুটি ম্যানেজ করে হাতের কাজ সেরে পাহাড়ে ছুটে আসা। শান্ত সমাহিত স্লিপিং বুদ্ধ –আপনাকে মোহিত করবেই। বাঁ হাতে দেখতে পাবেন মাউন্ট এভারেস্টও। ভোরের সূর্যের আলোয় যেন আগুন ধরে গেছে পাহাড়চুড়োয়। সান্দাকফু-ফালুট যাত্রাপথে সিঙ্গালীলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়ে একের পর এক পাহাড়ি জনপদ ট্রেক করতে করতে এগিয়ে চলতে হবে আপনাকে। কখনো আপনি ভারতে, আবার কখনো নেপালে। এই অনির্বচনীয় যাত্রাপথের বেসক্যাম্প হল মানেভঞ্জন। পাহাড়ি উচ্চতায় ওঠার আগে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এখানেই কিছুটা সময় কাটান ট্রেকাররা। সান্দাকফু যেতে এখান থেকে ল্যান্ড রোভার-ও ভাড়া করতে পারেন আর যদি ভাবেন ট্রেকিং করতেই স্লিপিং বুদ্ধ দর্শনে যাবেন- তাহলে মানেভঞ্জন থেকে আপনাকে গাইডের বন্দোবস্ত করতে হবে। সুবিধা হল, বর্ষা ছাড়া প্রায় সারা বছরেই এই পথে ট্রেকিং এ যেতে পারেন। তবে সেরা সময় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর। যদি, তুষারপাতের আনন্দ নিতে চান- তাহলে অবশ্যই যেতে হবে জানুয়ারিতে। এই বেশি বরফ পড়লে গাড়ির জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা আশংকা থাকে। তখন কালিপোখরিতে গাড়ি রেখেই আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হবে পদব্রজে। সান্দাকফুতে রাত্রিবাস করতে হলে আগে থেকেই আপনাকে বুকিং করে রাখতে হবে, না হলে ট্রেকারদের ভিড়ে থাকার জায়গা নাও পেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন—

বনদপ্তরের ট্রেকার্স হাট রয়েছে মানেভঞ্জনে। এখানে ২ টি ঘর রয়েছে দ্বিশয্যার। সঙ্গে টয়লেট। ট্রেকিং-এর আগে অথবা ফেরার পথে ৫৮০০ ফুট উচ্চতায় এই মনোরম পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

এই পথে ট্রেকিং-এর দিক থেকে মানেভঞ্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে শেয়ার ট্যাক্সি করে প্রথমে মিরিক, তারপর আর একটা ট্যাক্সিতে চেপে পৌঁছন মানেভঞ্জন। সময় লাগবে চারঘন্টা। অন্যদিকে, দার্জিলিং ঘুরেও মানেভঞ্জন যেতে পারেন। দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে দেড় ঘন্টার কাছাকাছি। ট্রেকাররা সাধারণত আগের দিন মানেভঞ্জন পৌঁছে যান। বনবাংলোতে রাত্রিবাস করে ভোর ভোর বেড়িয়ে পড়েন সিঙ্গালীলার জঙ্গলপথে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

বারাকাঝোরা
ডি বি গিরি রোড
জেলা—দার্জিলিং
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—0354-2252159
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—8116602234

মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্প—

তারায় ভরা আকাশের নীচে চারিদিকে যখন চুপচাপ, তখন ফরেস্ট বাংলোর ভিতরে বসে কান পেতে আপনি শুনতে চাইছেন বন্য জন্তুদের পায়ের শব্দ—কথাগুলো ভাবলেই বেশ কেমন একটা গা ছমছমে অনুভূতি হয় যেন।

গন্তব্য—মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্প। চিলাপাতার জঙ্গলের ভিতরে আরো ২ কিলোমিটার গিয়ে কোদাল বস্তিতে এর অবস্থিতি। নামেই রয়েছে জঙ্গলের গন্ধ। নিজের ক্যাম্পে বসেই হয়তো দেখতে পাবেন নানান বন্যপ্রাণী; কারণ, জলদাপাড়া ন্যাশানাল পার্ক এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ---দুইয়ের মাঝে এই ক্যাম্প যেন ন্যাচারাল করিডোর। এশিয়াটিক এক-শৃঙ্গ গন্ডার আর হাতি এই পথে যাতয়াত করে।

আদিবাসী জীবন সম্পর্কে যাঁরা গভীরভাবে জানতে আগ্রহী মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্প তাঁদের কাছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। মেন্দাবাড়ি ক্যাম্পের আর্কিটেকচারই এমন আর যে ধরনের খাবার এখানে পরিবেশন করা হয় সবমিলিয়ে নিজেকে আপনার এই কোদাল বস্তির বাসিন্দাই মনে হবে। সমস্ত খাবারই এখানে অর্গানিক উপায়ে জাত উপাদান থেকে প্রস্তুত করা হয়।

দূষণমুক্ত আলো-বাতাস,পুষ্টিকর খাবার আর সৌন্দর্যে ভরা প্রকৃতি—মেন্দাবাড়ি এলে একসঙ্গে একজায়গায় সবকিছু পেতে পারেন আপনি। ২৩টি তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রজাতি, ২২ টি সরীসৃপ এবং ১৮০টি পাখির প্রজাতি এখানে রয়েছে। কপাল ভালো হলে মেন্দাবাড়ির ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখতে পাওয়া যায় শম্বর হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, হগ ডিয়ার এমনকী চিতাও। উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এখানে চোখে পড়বে বহু দুষ্প্রাপ্য অর্কিড, বেড়ানোর সেরা সময় অক্টোবর-নভেম্বর। আর মার্চ-এপ্রিল। বর্ষায় বন্ধ থাকে জঙ্গল ক্যাম্প। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক এবং খয়েরবাড়ি লেপার্ড রেসকিউ সেন্টার ছাড়াও দেখতে পারেন মথুরা টি এস্টেট, রাভা উপজাতি গোষ্ঠীর বসতি। নলরাজা গড়ের ধ্বংসস্তূপ এখানকার আরো একটি দ্রষ্টব্য স্থান । পঞ্চম শতকে গুপ্ত বংশের শাসকদের আমলে তৈরি একটি প্রাচীন কেল্লা ছিল এটি।

সারা জীবনে হয়তো বহু সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সাক্ষী থেকেছেন আপনি। কিন্তু মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্পে থাকার সময়ে তোর্সা নদীতে যে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত উপভোগ করার সুযোগ আপনার হবে –তা হয়তো সর্বসেরা। সীমানারেখায় আকাশ আর নদী যেখানে মিলেমিশে একাকার, সেখান থেকে ডুবন্ত সূর্যের আলো যেন চলকে চলকে পড়ছে। তোর্সার এই রূপ আপনাকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে রাখবে।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

নিকটবর্তী রেলস্টেশন—হাসিমারা। মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্প থেকে এর দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার আর চিলাপাতার জঙ্গল থেকে নিউ আলিপুর দুয়ার জংশন ২৫ কিলোমিটার দূরে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে মেন্দাবাড়ি পৌঁছতে হলে ১৪৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। সব জায়গা থেকেই গাড়ি ভাড়া করে মেন্দাবাড়ি যাওয়া যায়।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্লক—কালচিনি

জেলা—আলিপুরদুয়ার

ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—89181-20414

সেন্টার ইনচার্জের মোবাইল নম্বর—89181-20414

কোথায় থাকবেন—

রাজ্য বন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় থাকতে হলে আগে থেকে বুকিং জরুরি। নন এসি চার শয্যার ডর্মিটরি রয়েছে। ভাড়া ২৫০ টাকা প্রতি শয্যা। দ্বিশয্যার ঘরভাড়া ৩০০০ টাকা প্রতিদিন।

মৌচাকি ক্যাম্প—

নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের সীমানায় মৌচাকি ক্যাম্প পূর্ব হিমালয়ের এই এলাকা জীববৈচিত্র্যগত দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। বন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সামসিং-এর মৌচাকি ক্যাম্প এককথায় ডুয়ার্সের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থায় সেরা বাংলো বলা চলে।

চায়ের সবুজ-বাগিচা আর ঘন জঙ্গলের হাতছানি---মৌচাকি, প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছে স্বর্গরাজ্য। শুধু অরণ্যবাস নয়। ট্রেকিং আর ক্লাইম্বিং-এরও নানা পথ আছে এই মৌচাকি ঘিরে। প্রজাপতি এবং পাখির বিভিন্ন প্রজাতির দেখা পেতে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে এই ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পে এসে দেখতে পারেন মাত্র ৩৪ কিলোমিটার দূরের গোরুমারা ন্যাশানাল পার্ক। গোরুমারা বিখ্যাত এক-শৃঙ্গ গন্ডারের জন্য। মৌচাকি ক্যাম্প থেকেই ডে-ট্রিপে ঘুরে দেখে নিন গোরুমারা। এছড়াও রয়েছে সানতালেখোলা। সামসিং থেকে এর দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। ছবির মতো সুন্দর এই পাহাড়ি জনপদ সানতালেখোলা চারদিকে নেওড়া উপত্যকার জঙ্গল।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সামসিং-এর দূরত্ব ৯৮ কিলোমিটার। এই বাগডোগরা থেকে গাড়িভাড়া করে মৌচাকি পৌঁছানো যায়। সময় লাগে ৩ ঘন্টা। রাজাভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার বা চালসা স্টেশনে নেমেও আপনার গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। চালসা নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন। যেকোনো স্টেশন থেকেই গাড়িভাড়া করে চলে আসুন মৌচাকি।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—-লাটা সামসিং
গ্রাম—সামসিং
জেলা—দার্জিলিং
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—03561-220017
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—9932786001

এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তৈরি জিনিস ভ্রমণার্থীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। বনদপ্তর এখান থেকে যা আয় করে তার একটা বড়ো অংশ এলাকার মানুষের উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় সংরক্ষিত এলাকার উন্নয়নেও।

কোথায় থাকবেন—বন দপ্তরের বাংলোয় ৪ টি নন-এসি দ্বিশয্যার ঘর রয়েছে। প্রতিটির ভাড়া দৈনিক ২৭০০টাকা।

গোরুমারা—মূর্তি তাঁবু

জীবনের নানা বাঁকে নানা মুহূর্তে অপেক্ষায় থাকে চমক। রোমাঞ্চকর সেই সব অভিজ্ঞতা ছাড়া জীবন আজ এককথায় অলস। একটা ফোনেই যখন মানুষের সব প্রয়োজন মিটে যায় তখন আর জীবনে বৈচিত্র্যের অবকাশ কোথায় !

তবে হা-হুতাশ না করে এই চক্র যদি ভাঙতে চান, তাহলে অবশ্যই হাতে একটু সময় নিয়ে আপনাকে সোজা চলে আসতে হবে গোরুমারা ন্যাশনাল পার্কে। মূর্তি আর জলঢাকার প্লাবনভূমিতে ঘন সবুজ এই জঙ্গল পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে আছে এক-শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের জন্য। একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর সেইসঙ্গে কুয়াশার আস্তরণে মোড়া অজানা এক জগত। গোরুমারা আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

ডুয়ার্স ঘুরে দেখার সেরা সময় সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ। এই সময় যেমন আবহাওয়া বেড়ানোর উপযোগী থাকে, তেমনই পরিযায়ী পাখির সংখ্যাও থাকে অগণিত।

তবে মার্চ-এপ্রিলেও বহু পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন।

ক্যাম্পিং আপনার নেশা হোক বা না হোক জীবনে অন্তত একবার হলেও ক্যাম্পিং-এর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চলে আসুন গোরুমারার মূর্তি টেন্ট-এ। সরকারি ব্যবস্থাপনায় জঙ্গল এখানে আপনার চোখের সামনে ধরা দেবে তার আদিম আবিল চেহারায়।

যে নদীর নামে টেন্ট, সেই মূর্তি বইছে গোরুমারা জঙ্গলের একেবারেই ভিতর দিয়ে। টেন্ট থেকেই শুনতে পাবেন মূর্তির কলকল শব্দ। ঘুরে দেখতে পারেন চিলাপাতার জঙ্গল, চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি—প্রকৃতি তার রূপের আগল খুলে বসে আছে এখানে। আর অবশ্যই যাবেন খুনিয়া ওয়াচ টাওয়ার, অপর নাম চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ার—যা মূর্তি নদীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এই ওয়াচ টাওয়ার গোরুমারাকে এনে দেবে ঠিক আপনার চোখের সামনে। সহজেই দেখতে পাবেন বন্য হাতি, বাইসনও।

গোরুমারার মূর্তি টেন্টে প্রায় নিয়মিত ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম শো চলে। এমনকি নেচার স্টাডি সেন্টারে দেওয়া হয় প্রকৃতি পাঠও। শুধু জঙ্গল সাফারি নয়, পর্যটকেরা মূর্তি নদীতে মাছ ধরেও ভালো সময় কাটান।

আপনি অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষ হোন বা শুধুই একজন এক্সপ্লোরার যিনি প্রকৃতির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন মাঝমধ্যেই—গোরুমারা টেন্ট আপনার জন্য আদর্শ।

নদীর ধারে পায়চারি করতে করতে প্রকৃতির মায়াজালে বিভোর হতে পারেন, গ্রামবাসীদের হাতে তৈরি স্থানীয় খাবারের স্বাদ চেখে দেখতে পারেন। আবার উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনযাপন খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে দর্শন করতে পারেন—এতো কিছু সম্ভব মূর্তির গোরুমারা টেন্টে।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

শিলিগুড়ি থেকে গাড়িভাড়া করে সোজা পৌঁছন মূর্তি। দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশান নিউ মাল জংশন। দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। তবে, ৬৬ কিলোমিটার দূরত্ব হলেও অধিকাংশ পর্যটক নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেই নামেন। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে নিন।

অথবা আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে আসুন মূর্তিতে।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—

গ্রাম—মূর্তি

থানা—চালসা

জেলা—জলপাইগুড়ি

ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—03561-220017

সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—9679828878

কোথায় থাকবেন—

মূর্তি টেন্টে ৪ টি নন-এসি দুই শয্যার কটেজ আছে। দৈনিক ভাড়া ২৫০০ টাকা।

নেওড়া জঙ্গল ক্যাম্প—

গোরুমারা জঙ্গলেই বন দপ্তর গড়ে তুলেছে নেওড়া জঙ্গল ক্যাম্প। এই ক্যাম্প নেওড়া নদীর ধারে—লাটাগুড়ির সুরসুতি জঙ্গলের কাছে।

হাইওয়ে থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। গোরুমারার ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে রোমাঞ্চকর যাত্রা। যাঁরা জঙ্গল ভালোবাসেন—নেওড়া জঙ্গল ক্যাম্প, তাঁদের জন্য এককথায় অসাধারণ। কিন্তু অবশ্যই আগে থেকে বুকিং করে নেবেন।

কোথায় থাকবেন—

৪ টি কটেজে ৮ জনের থাকার ব্যবস্থা। প্রতিটি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট। অ্যাটাচ্ড টয়লেট। ভিতরে রেস্তোরাঁয় মেলে প্রয়োজনমতো ভারতীয় খাবার। বনদপ্তরের ওয়েবসাইটে বুকিং করার ব্যবস্থা আছে।

কী করবেন—

নেওড়া ক্যাম্প থেকে গোরুমারার জঙ্গলে জিপ সাফারিতে যেতে পারেন। সরস্বতী, বুধুরাম, বিছাডাঙা, চাটুয়া, কৈলিপুর, মূর্তি—এমন কতশত গ্রাম পড়বে পথে। ওয়াচটাওয়ার গুলি বাদ দেবেন না—যাত্রাপ্রসাদ, চাপড়ামারি, মেঠলা, চুকচুকি। এখান থেকেই দেখতে পাবেন হাতি, এক-শৃঙ্গ গণ্ডার, ইন্ডিয়ান বাইসন, লেপার্ড আর হরিণ। আর দেখতে পাবেন নানা জাতের পাখি।

নেওড়া ক্যাম্পের একেবারে কাছ দিয়ে বইছে নেওড়া নদী। নদীর পথ পাথরে পরিপূর্ণ। হয়তো এই কারণেই আরো সুন্দর লাগে। অনেক নাম না জানা পাখি নদীর ধারে দেখতে পাবেন। ময়ূরও দেখতে পারেন বরাত ভালো হলে। ফলে এই নদীর ধারে বসে কিছুটা সময় কাটালে হয়তো এমন কিছু স্মৃতি সঞ্চয় করতে পারবেন, যা সারা জীবনই আপনার মনকে দোলা দেবে। এখান থেকে সামসিং, সানতালেখোলা, মূর্তি, জলঢাকা, পারেন, ঝালং—এসব জায়গা বেড়াতে যান বহু পর্যটক।

বেড়ানোর সেরা সময়—বর্ষার সময়টুকু ছাড়া সারাবছর খোলা থাকলেও ঘোরার সেরা সময় নভেম্বর থেকে মার্চের গোড়া পর্যন্ত।

কীভাবে পৌঁছবেন—শিলিগুড়ি থেকে নেওড়া ক্যাম্প ৮৩ কিলোমিটার। লাটাগুড়ি পর্যন্ত ২টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর ২ টো বাস আছে শিলিগুড়ি থেকে। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে ক্যাম্পে পৌঁছনো যেতে পারে। তবে ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে দূরত্ব মাত্র ২৫ কিলোমিটার।

যোগাযোগ—

পোস্ট অফিস—লাটাগুড়ি

জেলা—জলপাইগুড়ি

ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—03561-232016

সেন্টার ইনচার্য মোবাইল নম্বর—8250716589

কোথায় থাকবেন—

ক্যাম্পে রয়েছে ৪টি নন-এসি দুই শয্যার কটেজে। ভাড়া ৮০০ টাকা দৈনিক।

কালিপুর ইকো ভিলেজ

শহুরে ব্যস্ততা থেকে দূরে, অরণ্যের মাঝে সময় কাটাতে হলে ডুয়ার্সে রয়েছে বেশ কিছু জায়গা। গোরুমারার কালিপুর ইকো ভিলেজ সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

কাঠের খুঁটির উপর তৈরি কটেজে থাকা, হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল ঘোরা—সারা জীবনে এমন অভিজ্ঞতা অল্পই হয়। বনের জন্তুদের বিরক্ত না করে তাদের নিজস্ব পরিবেশে দেখুন দূর থেকে। মেঠলা ওয়াচ টাওয়ার খুব কাছে। মহিষে-টানা গাড়িতে চেপে ন্যাশানাল পার্কের ভিতরের টুকরো টুকরো ছবি আপনার মনে গেঁথে নিন। মূর্তি নদী বইছে কাছেই। দূর থেকে দেখুন, হয়তো বুনো হাতির দলকে নদী পেরিয়ে যেতে দেখতেও পারেন। কালিপুর ইকো ভিলেজে থাকার মস্ত বড়ো সুবিধা হল, এখানে একই সঙ্গে জঙ্গল আর চা-বাগানে থাকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন আপনি।

যাদবপুর টি এস্টেট ঘুরে দেখুন। টি-প্ল্যানটেশন সম্পর্কে একটা ধারণাও পেতে পারেন এখানে।

প্রায় ৫০টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১৯৩টি পাখির প্রজাতি, ২২ রকমের সরীসৃপ, ৭ ধরনের কচ্ছপ, ২৭ রকম মাছের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে গোরুমারা ন্যাশানাল পার্কে। প্রকৃতি নিজের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে—দরকার শুধু প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাওয়ার ইচ্ছা।

কীভাবে পৌঁছবেন—

শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে মাত্র ২ ঘণ্টা। ট্রেনে করে এলে নামতে হবে চালসায়। কালিপুর সেখান থেষক ২০ মিনিট। তবে সব ট্রেন এখানে থামে না। সেক্ষেত্রে নামতে হবে মালবাজারের নিউ মাল জংশনে। মালবাজার থেকে ৪৫ মিনিটের পথ। এছাড়া ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন—

বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশন-II এই ইকো ভিলেজ থাকার ব্যবস্থা পরিচালনা করে। কটেজ বুক করা যায় বন দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। উঁচু খুঁটির উপর বাঁশের তৈরি ঘর, কাচের জানলা—সঙ্গে খোলা বারান্দা। এখানে বসে থাকলেও দিব্যি সময় কেটে যাবে। ট্রি হাউজ-এ থাকার অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। ৪টি নন-এসি দ্বি-শয্যার কটেজে আছে, ভাড়া দৈনিক ২৯০০ টাকা।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—কালিপুর বনছায়া,
রামসাই
জেলা—জলপাইগুড়ি
সেন্টার ইনচার্য মোবাইল নম্বর—9932543943

রাইনো ক্যাম্প, রামসাই

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক—

প্রকৃতির এক অকৃপণ দান। ঘন সবুজ জঙ্গল, মখমলের মতো চা-বাগিচা আর কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বাসরুদ্ধকারী দর্শন কী নেই তার ঝুলিতে?

হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণী আর উদ্ভিদের স্বাভাবিক বাসস্থান এই গোরুমারা সারাবিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছে এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের জন্য।

কোথায় থাকবেন—

গোরুমারা ন্যাশানাল পার্কের অন্দরে থাকতে চান? জঙ্গলকে অনুভব করতে হলে জঙ্গলের অন্দরমহলে থাকার চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে? সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে কয়েকটি থাকার জায়গা গোরুমারায় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় রামসাই রাইনো ক্যাম্প। রামসাই-এর ক্যাম্প কালিপুরের খুব কাছে। রয়েছে চারটি কটেজ। অনলাইনে আগে থেকে বুকিং করে নিতে হয়। ভাড়া দৈনিক ২৯০০ টাকা। গোরুমারা রাইনো ক্যাম্প যাওয়ার পথে প্রকৃতির সরল-সুন্দর রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। ক্যাম্পে হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। এক-শৃঙ্গ গণ্ডার ছাড়াও দেখতে পারেন হাতি, বাইসন, লেপার্ড, রক পাইথন, জায়ান্ট স্কুইরেল আর হরিণ।

চুকচুকি ওয়াচ টাওয়ার বা বার্ডিং পয়েন্ট এখান থেকে খুব কাছে। কতশত পাখি যে এখান থেকে দেখা যায়—তার সংখ্যা হাতে গুনে শেষ করতে পারবেন না। রামসাই রাইনো ক্যাম্প গোরুমারা ন্যাশানাল পার্কের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। সবুজ জঙ্গলকে মূর্তি নদীর চকচকে জলধারা ঘিরে রেখেছে—এই অনাবিল সুন্দর দৃশ্য আপনার হৃদয়ে আঁকা হয়ে থাকবে। প্রযুক্তির কলুষতা এখানে প্রকৃতিকে গ্রাস করতে পারেননি। কপাল ভালো হলে গণ্ডারও দেখতে পেতে পারেন।

কীভাবে পৌঁছাবেন—

বাগডোগরা বা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়িভাড়া করে পৌঁছে যান রাইনো ক্যাম্পে। আঁকাবাকা পথ চা বাগানের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে রামসাই। সময় লাগবে ২ ঘণ্টা। তবে, অনেকে মালবাজার স্টেশন থেকেও রামসাই যান। দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার। সড়কপথে গেলে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগোতে পারেন।

যোগাযোগ—

ঠিকানা—কালিপুর বনছায়া,
রামসাই
জেলা—জলপাইগুড়ি
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর—9932786001
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর—6296463934

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প—

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্কের অন্যতম সেরা আকর্ষণ ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। পার্কের দক্ষিণ প্রান্তে মূর্তিনদীর তীর বরাবর এই ফরেস্ট রিসর্টের অবস্থান। এখানেই অবস্থিত গোরুমারা ন্যাশানাল পার্কের পোষা হাতিদের আস্তাবল অর্থাৎ পিলখানা। আর এটাই এখানকার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

গোরুমারা পার্কের যাবতীয় আকর্ষণের সঙ্গে এই পিলখানা যেন পর্যটকদের কাছে অতিরিক্ত লাভ। মূর্তি নদীর ধারে ঘুরে বেড়ান, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত উপভোগ করুন আর ফরেস্ট রিসর্টে পালিত হাতিগুলির সঙ্গে খেলায় মেতে উঠুন। এমনকী ইচ্ছা হলে তাদের খাওয়াতেও পারেন। এই হাতিদের দৈনিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাবেন না। মাহুত যখন তাঁর হাতিকে স্নান করাতে নদীতে নিয়ে যাবেন—ইচ্ছা হলে তাঁদের সঙ্গীও হতে পারেন।

আর এলিফ্যান্ট সাফারি? সেটা নিশ্চয়ই বাদ পড়বে না? সকাল সকাল হাতির পিঠে চেপে নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়ুন জঙ্গলের গভীরে। জঙ্গলের বাসিন্দারা সেখানে আপনার অপেক্ষায়। তাদের বিরক্ত না করে দূর থেকেই উপভোগ করুন প্রকৃতির আগলখোলা রূপ। এছাড়া ধূপঝোরা ক্যাম্পে রয়েছে তার নিজস্ব ওয়াচ টাওয়ার।

কোথায় থাকবেন

গোরুমারা সাউথ রেঞ্জের ধূপঝোরা বিটে এই এলিফ্যান্ট ক্যাম্প অবস্থিত। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে তৈরি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এই সেন্টারটি চালায়। সদস্যদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় অর্থের অনেকটাই আসে এই ক্যাম্প থেকে। ৭টি নন-এসি দ্বি-শয্যার কটেজে থাকার ব্যবস্থা আছে।

দৈনিক ভাড়া ২৯০০ টাকা।

গাছবাড়ি—

এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের প্রধান আকর্ষণ এখানকার গাছবাড়ি। গোটা ডুয়ার্সের মধ্যে যা অন্যতম সেরা। দুটি শাল গাছের মধ্যে ভর দিয়ে গাছবাড়িটি বানানো হয়েছে মাটি থেকে বেশ কিছুটা উচ্চতায়। ঘরের লাগোয়া একটি বারান্দাও রয়েছে। গাছবাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা এককথায় অনবদ্য। ভাড়া দৈনিক ৩০০০ টাকা।

কীভাবে পৌঁছবেন—

ক্যাম্প থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে মাল স্টেশন। শিলিগুড়ি থেকে ২ ঘণ্টার যাত্রা। তবে, মালবাজার স্টেশনে নেমে ধূপঝোরা পৌঁছানো সুবিধাজনক। সময় লাগে মাত্র ৪৫ মিনিট।

যোগাযোগ —

ঠিকানা দক্ষিণ ধূপঝোরা
বাতাবাড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি
পোস্ট অফিস – চালসা
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর- 9932786001
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর- 6294059870

চন্দ্রকোনা/পরিমল কানন —

প্রায় ৩০ হেক্টর এলাকা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে এই পরিমল কানন পার্ক। গোলাপ বাগিচা ছাড়াও রয়েছে আরো নানা ফুলের বাগান। আছে ভেষজ গাছের নানা সম্ভার। বোটিং, টয়ট্রেন, বাচ্চাদের খেলার জায়গা সব মিলিয়ে জমিয়ে পিকনিকের জন্য আদর্শ। অথবা উইকএন্ডে কলকাতা থেকে পালানোর একটা আদর্শ হাইডআউট।

কোথায় থাকবেন – এখানে রাত্রিবাস করতে হলে বনদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে। দ্বিশয্যা বিশিষ্ট ২টি কটেজ, এছাড়া আছে আরও ৪টি ঘর, ২৪ শয্যার ডর্মিটরি, একটি মিটিং হল। বলাকা আর বকুল কটেজের ভাড়া ৭৫০ টাকা। এসি ঘরের ভাড়া ১২০০ টাকা দৈনিক। নন-এসি ঘর দৈনিক ৯০০ টাকা করে। ডর্মিটরিতে শয্যার দাম মাথাপিছু ১০০ টাকা।

কীভাবে পৌঁছবেন—

পরিমল কানন, চন্দ্রকোনা রোড রেল স্টেশন থেকে খুব কাছে। দূরত্ব মাত্র ৫০০ মিটার।

যোগাযোগ —

জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর

ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর- 033-2248-2504

সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর – 75950-78305

ক্ষুদিরাম বসু পার্ক —
কংসাবতীর তীরে ছোটো জঙ্গল ঘিরে তৈরি হয়েছে ক্ষুদিরাম বসু পার্ক। ৬ হেক্টর এলাকা। আছে ফুলের বাগান, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, পিকনিক শেড, বোটিং-এর ব্যবস্থাও।

কোথায় থাকবেন—
পার্কের ভিতরে রাতে থাকার জন্য রয়েছে ৫টি ঘর। মৌবনি, কংসাবতী, শিলাবতী, বুনোহাঁস ও ক্ষণিকা। প্রতিটির ভাড়া ৭৫০ টাকা করে। ক্ষণিকার ভাড়া ৮০০ টাকা দৈনিক।

কীভাবে পৌঁছবেন—
মেদিনীপুর স্টেশন থেকে দূরত্ব ২ কিলোমিটার।

যোগাযোগ —
জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর – 033-2248-2504
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর – 75950-78305

দেবগ্রাম—সাউথ খয়েরবাড়ি ইকোপার্ক

খয়েরবাড়ি মূলত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং লেপার্ড রেসকিউ সেন্টার। একটা সময় যখন সার্কাসে বন্যপ্রাণীর ব্যবহার নিষিদ্ধ হল তখন বনদপ্তর বহু প্রাণী উদ্ধার করেছিল। তার মধ্যে ছিল ১১টি বাঘ। এদের খয়েরবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এই জায়গাটি পর্যটকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। বাঘ আর লেপার্ডদের চিকিৎসা এবং তাদের জঙ্গলের জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়েই খয়েরবাড়ির যাত্রা শুরু হয়। ব্যাটারি-চালিত গাড়িতে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। বুড়ি তোর্সা নদী বইছে খয়েরবাড়ির মধ্য দিয়ে। সেখানে বোটিং-এর ব্যবস্থা আছে।

কীভাবে পৌঁছবেন—

কাছাকাছি রেলস্টেশন হাসিমারা। সেখান থেকে মাদারিহাট ১২ কিলোমিটার দূরে। মাদারিহাট থেকে সাউথ খয়েরবাড়ি ইকোপার্কের দূরত্ব আরো ১৫ কিলোমিটার। অনেকে ফালাকাটা থেকেও খয়েরবাড়ি যান। দূরত্ব মাত্র ৯ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন—

৩টি নন-এসি দ্বিশয্যার কটেজ রয়েছে। প্রতিটির ভাড়া ২০০০ টাকা দৈনিক।

যোগাযোগ—

গ্রাম পঞ্চায়েত – দেবগ্রাম
থানা – ফালাকাটা
জেলা – আলিপুরদুয়ার
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর – 7478356534
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর – 8972399799

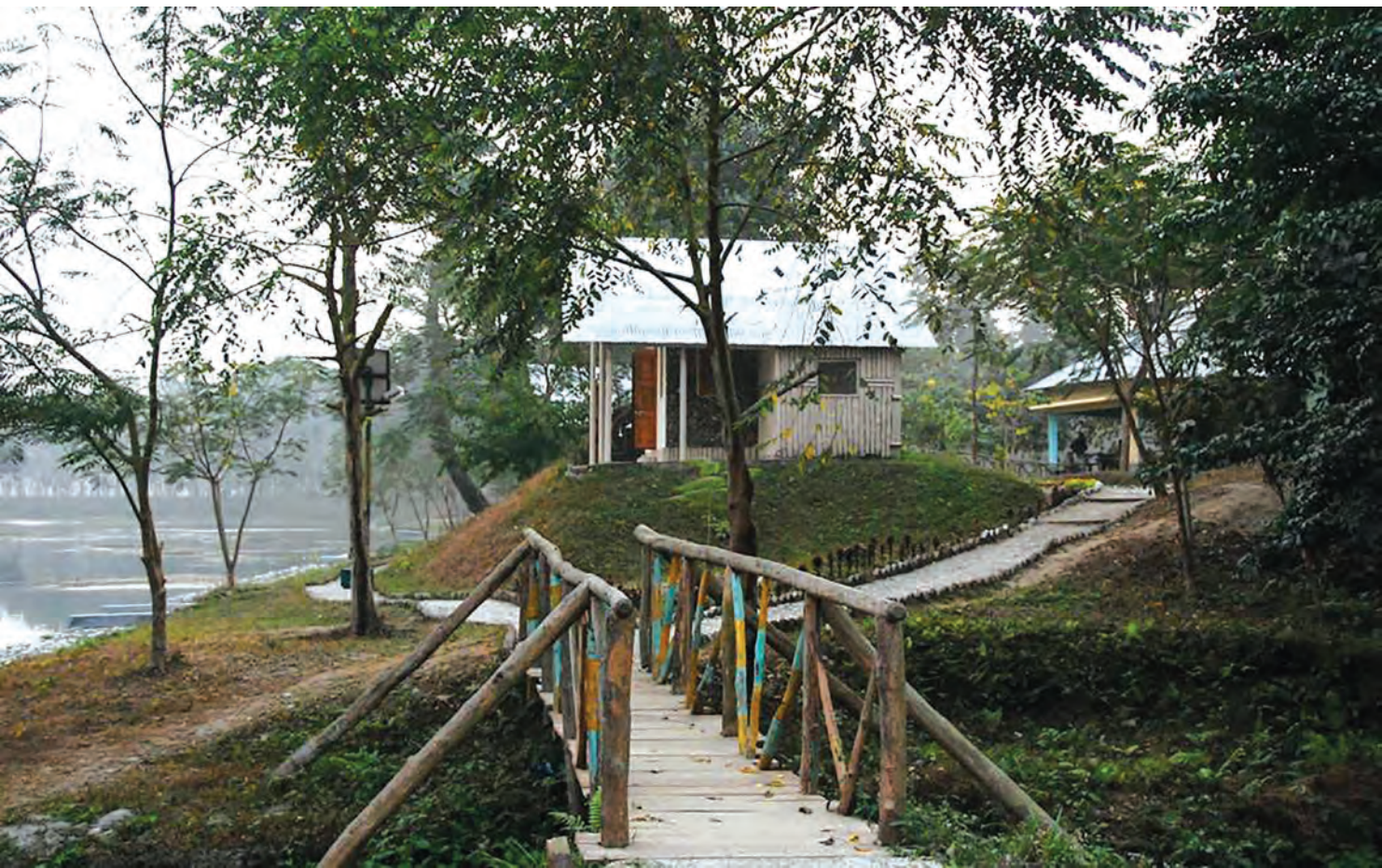

পানঝোরা ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প—

জঙ্গলের রূপ দেখা আর অনুভব করা – এই দুইয়ের মধ্যের ফারাকটা ঘুচে যাবে তখনই যখন জঙ্গলের ফিসফিসানি তার অন্দরে বসে শুনতে পারবেন। আর তার জন্য আপনাকে বনবাংলোতেই রাত কাটাতে হবে।

পানঝোরায় চাপড়ামারি ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প এমন হাতে গোনা কয়েকটি বনবাংলোর অন্যতম – সেখানে গেলে এই দুইয়ের ফারাক ঘুচে যাবে একেবারে প্রথম দেখাতেই। স্থানীয় ভাষায় 'চাপড়া'- এক জাতের ছোটো মাছ আর 'মারি' শব্দের অর্থ 'প্রাচুর্য'।

চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির পরিধি এলাকায় এই ক্যাম্প। ১৮৯৫ সালে চাপড়ামারিকে ফরেস্ট রিজার্ভ এবং ১৯৯৮ সালে একে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মর্যাদা দেওয়া হয়।

চাপড়ামারির জঙ্গল গোরুমারা ন্যাশনাল পার্কেরই অংশ। কেবল মূর্তি নদী এই দুইয়ের মাঝে বইছে। নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে চাপড়ামারি আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে গোরুমারা।

চাপড়ামারিতে রয়েছে একের পর এক আকর্ষণ। খুনিয়া ওয়াচটাওয়ার খুব কাছেই। নতুন সংযোজন পানঝোরা। এখানে ঘড়িয়াল আর মাছ খেকো কুমিরের দেখা মেলে। এখানে সারা বছরই অর্কিডের ফুল ফোটে। এছাড়া মিলবে নানা প্রজাতির পাখি। বিশেষ উল্লেখ্য, মাইগ্রেটরি ওয়াটার ফাউল। চাপড়ামারি ওয়াচটাওয়ার থেকে বাইসন আর এক-শৃঙ্গ গণ্ডার দেখা যায় ভালোভাবে। হাতি, বার্কিং ডিয়ারেরও দেখা পেতে পারেন। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর জঙ্গল বন্ধ থাকে।

কীভাবে পৌঁছবেন—

চালসা স্টেশনে নেমে চাপড়ামারি যাওয়া যায়। দূরত্ব মাত্র ৪ কিলোমিটার। তবে নিউ মাল জংশনেই সাধারণত পর্যটকেরা নামতে পছন্দ করেন যোগাযোগের সুবিধার জন্য। এখান থেকে ক্যাম্পের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার।

এছাড়া নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস পাওয়া যায় শিলিগুড়ি থেকে। তাতে চেপে চালসা বা লাটাগুড়ি পৌঁছতে পারেন। লাটাগুড়ি থেকে ক্যাম্প ২৩ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন—

এই সেন্টারে ৪টি নন-এসি দ্বিশয্যার কটেজ রয়েছে। ভাড়া ৩০০০ টাকা দৈনিক। থাকা-খাওয়া, চাপড়ামারি ওয়াচ টাওয়ার বেড়ানো – সমস্তই এই টাকায়। এমনকী আদিবাসী নাচেরও ব্যবস্থা করা হয় সময় সময়।

যোগাযোগ —

ঠিকানা – পানঝোরা ফরেস্ট ভিলেজ
পোস্ট অফিস – চালসা
জেলা – জলপাইগুড়ি
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর – 9932786001
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর – 9733722212

রসমতী টুইন কটেজ

একসময় ছিল কোচ রাজাদের শিকার – খেলার অরণ্য। জঙ্গলের গাছগাছালিতে কান পাতলে – যেন সেসব দিনের গল্প শোনা যায়। আজো তোর্সার তীরে পাটলাখাওয়া জঙ্গল আর ওয়েটল্যান্ড বিখ্যাত তার গন্ডার বসতির জন্য। এছাড়া দেখা মিলবে নানা জাতের পাখি, হরিণ আর হগ-ডিয়ারের।

কীভাবে পৌঁছবেন—

নিউ কোচবিহার স্টেশন বা কোচবিহার শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার। সময় লাগবে ৫০ মিনিট মতো।

কোথায় থাকবেন—

দ্বিশয্যার ২টি ঘর আছে। ভাড়া দৈনিক ১০০০ টাকা।

যোগাযোগ —

ঠিকানা – পাটলাখাওয়া
জেলা – কোচবিহার
ডিভিশন অফিস ফোন নম্বর – 03582-227727
সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর – 9775987796

শুশুনিয়া ইকো ট্যুরিজম সেন্টার —

ছোটোনাগপুর মালভূমির অংশ এই শুশুনিয়া পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে পাথরশিল্পীরা নানা সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

কিছুটা এগোলেই প্রাচীন এক নরসিংহ মূর্তি। এখান থেকেই পুণ্যার্থীরা পবিত্র জল সংগ্রহ করেন যা পান করলে নানা রোগ-ব্যাধি দূর হয় বলে স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস। উচ্চতা – 448 মিটার।

নেচার ক্যাম্পিং এবং রক ক্লাইম্বিং-এর জন্য এই পাহাড় খুবই জনপ্রিয়। এই পাহাড়েই বহু প্রাচীন শিলিলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কীভাবে পৌঁছবেন—

ছাতনা থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে শুশুনিয়া পাহাড়। ছাতনা স্টেশনে নেমে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছতে পারেন।

কোথায় থাকবেন—

এই সেন্টারে রয়েছে ৮ শয্যার নন-এসি ডর্মিটরি। শয্যাপ্রতি ভাড়া ২০০ টাকা। ২টি এসি ঘর দ্বিশয্যা বিশিষ্ট। ভাড়া দৈনিক ১২০০ টাকা।

যোগাযোগ —

জেলা – বাঁকুড়া

সেন্টার ইনচার্জ মোবাইল নম্বর – 9749829779

সংকলন: সর্বাণী আচার্য

আমার জেলা

সুন্দরবন

ভারত ও বাংলাদেশে দুই দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে সুন্দরবন। পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনা জুড়ে সুন্দরবনের বিস্তার।

ম্যানগ্রোভ ঘেরা বনভূমি সুন্দরবন। বাংলার বাঘের দেশ সুন্দরবন। লোককথার দেশ সুন্দরবন। একের পর এক নদী-খাল-বিল-কুমির-প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার খেলায় ডুবে যাওয়া সুন্দরবন। মৎস্যজীবীদের নিত্য লড়াইয়ের নিত্যনতুন জীবনগাথার দেশ সুন্দরবন। প্রতি মুহূর্তে জোয়ার-ভাটার খেলা চলতে থাকা এক আশ্চর্য ভূপ্রকৃতির দেশ সুন্দরবন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কিংবা গাঙ্গেয় ডলফিনের সৌন্দর্য্য আর ভয়ঙ্করতার সহাবস্থান যেখানে, সেই সুন্দররবনে পর্যটকরা স্বাগত। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক জলাভূমি সংরক্ষীণকারী সংস্থা 'রামসার সাইট'-এর অন্তর্ভুক্তির কারণে সুন্দরবনের মুকুটে আর এক নতুন পালক সংযুক্ত হয়েছে। পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পর রাজ্যে এই প্রথম, দ্বিতীয় কোনও জলাভূমি রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হল। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু ম্যানগ্রোভ অরণ্য, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া পলি-সমৃদ্ধ নতুন দ্বীপ—এটাই সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে বহু প্রাণের সমাহার সুন্দরবনকে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে।

ইতিহাসের পাতায় :

সুন্দরবনের ইতিহাস খুঁজতে অনেকটাই পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের, খ্রিস্টীয় ২০০-৩০০ অব্দে। বাঘমারা ফরেস্ট ব্লক এলাকায় সম্ভবত চাঁদসদাগরের রাজত্ব ছিল। অর্থাৎ সে-সময়ের চাঁদ সদাগরের রাজধানী চম্পকনগরের সঙ্গে সুন্দরবনের সরাসরি সম্পর্ক ছিল, বোঝা যায়। দেবী মনসা, যাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব থেকেই মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি। তাঁর ধাত্রী বা পালক মা ছিলেন নেতা। মনে করা হয়, বর্তমানে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প যে এলাকায় বেড়ে উঠেছে, সেখানেই ছিল মনসার ধাত্রীমায়ের বাসস্থান। বহু বছর পরে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের সময়

মোগল সম্রাটরা সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, লিজ হিসেবে। সম্রাট আকবরের তুখোড় সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে বহু আসামী সুন্দরবনে লুকিয়ে আশ্রয় নিত, এমনও শোনা যায়। এদের অনেকেই মারা যেত বাঘের হাতে। তারা যে ছোটছোট ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল, পরবর্তীকালে সেগুলি পর্তুগিজদের হাতে চলে যায়।

সুন্দরবনের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রথম লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখার কাজ শুরু করেছিল কিন্তু পর্তুগিজরাই। পরবর্তীকালে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পার্শি সার্ভেয়ার জেনারেল সুন্দরবনকে প্রথম মানচিত্র-বন্দী করলেন, অর্থাৎ প্রথম সুন্দরবনের মানচিত্র তৈরি হল। এর আগে, ১৭৫৭ সালে অবশ্য ব্রিটিশ 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগিরের কাছ থেকে সুন্দরবনের দায়িত্ব অর্পণ হয়েছে। এর প্রায় ১০০ বছর পর ১৮৬০ সালে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার, বেঙ্গল প্রভিন্সের মাধ্যমে সুন্দরবনের ,ই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের দেখাশোনার জন্য, আলাদা ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন খোলা হল। ১৮৭৫ সালে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ১৮৬৫ সালের বনাঞ্চল আইনের আওতায়, সংরক্ষিত অরণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হল। প্রথম বনাঞ্চল ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প লেখা হল ১৮৯৩-৯৮ সালে। এর প্রায় ১২৫ বছর পর, ১৯৮৭ সালে, সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে তকমা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর নতুন ৭ বিস্ময়ের তালিকায় রয়েছে সুন্দরবন।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য :

সুঁদরি বা সুন্দরী গাছ এবং সুন্দরবন যেন সমার্থক। কারণ, মনে করা হয় সুন্দরী গাছ থেকেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে। সুন্দরবনে রয়েছে প্রচুর সুন্দরী, গেঁওড়া, গরাণ, কেওড়া, গোলপাতা গাছের অরণ্য। মূলত, ছোট ছোট ঘরবাড়ি এবং নৌকা তৈরিতেই সুন্দরী গাছের কাঠ ব্যবহার করা হয়। রয়েছে নানা ধরনের পাম গাছ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, ৫০ ধরনের ম্যানগ্রোভ প্রজাতির মধ্যে ২৬ ধরনের প্রজাতির গাছ এই সুন্দরবনেই পাওয়া যায়।

বদলে যাওয়া ভূপ্রকৃতি :

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, সুন্দরবনের প্রকৃতিক চিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। তার একটি কারণ যদি বিশ্ব উষ্ণায়ণ এবং সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি হয়; অন্য কারণ হল অবিরাম নদীর গতিপথ পরিবর্তন। ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ম্যানগ্রোভ অভয়ারণ্যে পরিষ্কার জলের পরিমাণ বেড়ে গেছে যার মূল কারণ হল ফরাক্কা বাঁধ। অন্যদিকে ভূমিতলের নিও-টেকটিক আন্দোলন বা নড়াচাড়ার ফলে বাংলার উপকূলভাগ পূর্বদিকে একটু ঢাল খেয়ে বসে গেছে বলে সুন্দরবনের পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় পরিষ্কার জল বেশি করে বাংলাদেশের দিকে সরে যাচ্ছে। যদিও ১৯৯০ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, হিমালয় পর্বতের নড়াচড়ার ফলে সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু ২০০৭ সালের UNESCO রিপোর্ট 'Case Studies on Climate Change and World Heritage' অনুসারে জানা যায়, সুন্দরবনে সমুদ্রের জলস্তর ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সেন্টিমিটার বেড়ে গেছে। এর ফলে হয়তো একবিংশ শতকের শেষের দিকে সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ ম্যানগ্রোভ অরণ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই লেহাচারা দ্বীপ এবং নিউ মুর দ্বীপ/ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ সাগরের জলের নীচে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে এবং ঘোড়ামারা দ্বীপ অর্ধেক নিমজ্জিত।

অন্যদিকে ২০১২ সালের জুলজিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডন-এর সমীক্ষা অনুসারে দেখা যায়, প্রতি বছর সুন্দরবনের তটভূমি ২০০ মিটার বা ৬৬০ ফুট সরে যাচ্ছে। কৃষিকাজ অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুন নতুন করে ১৭,১৭৯ হেক্টর বা ৪২,৪৫০ একর ম্যানগ্রোভ অরণ্য-সহ কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে (১৯৭৫-২০১০) অর্থাৎ ৩৫ বছরে। বাড়ছে সমুদ্রতটের তাপমাত্রা। প্রতিবছর নিঃশব্দে ১-১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা ক্ষতি করছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ বনভূমি এবং প্রাণীসম্পদকে। প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভ অরণ্য হারিয়ে যাওয়ার ফলে আরও একটি ক্ষতি হচ্ছে সুন্দরবনের। তা হল, মানবসম্পদ কমে আসছে এই বিস্তীর্ণ এলাকায়। একটি কারণ অবশ্যই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সাইক্লোন এবং সুনামি। অপর কারণ, সমুদ্র এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যের চরিত্রের পরিবর্তন। জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে সুন্দরবনের ওপর গবেষণা চালিয়েছিল। তাতে তারা দাবি করেছিল, বিস্তীর্ণ এলাকায় ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে বহু মানুষ এখন সুন্দরবন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ইউনেস্কো রিপোর্টে বলছে, ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডার, সুন্দরবনের ৪০ শতাংশ নষ্ট করে দিয়েছিল।

সুন্দরবনের প্রাণীবৈচিত্র্য :

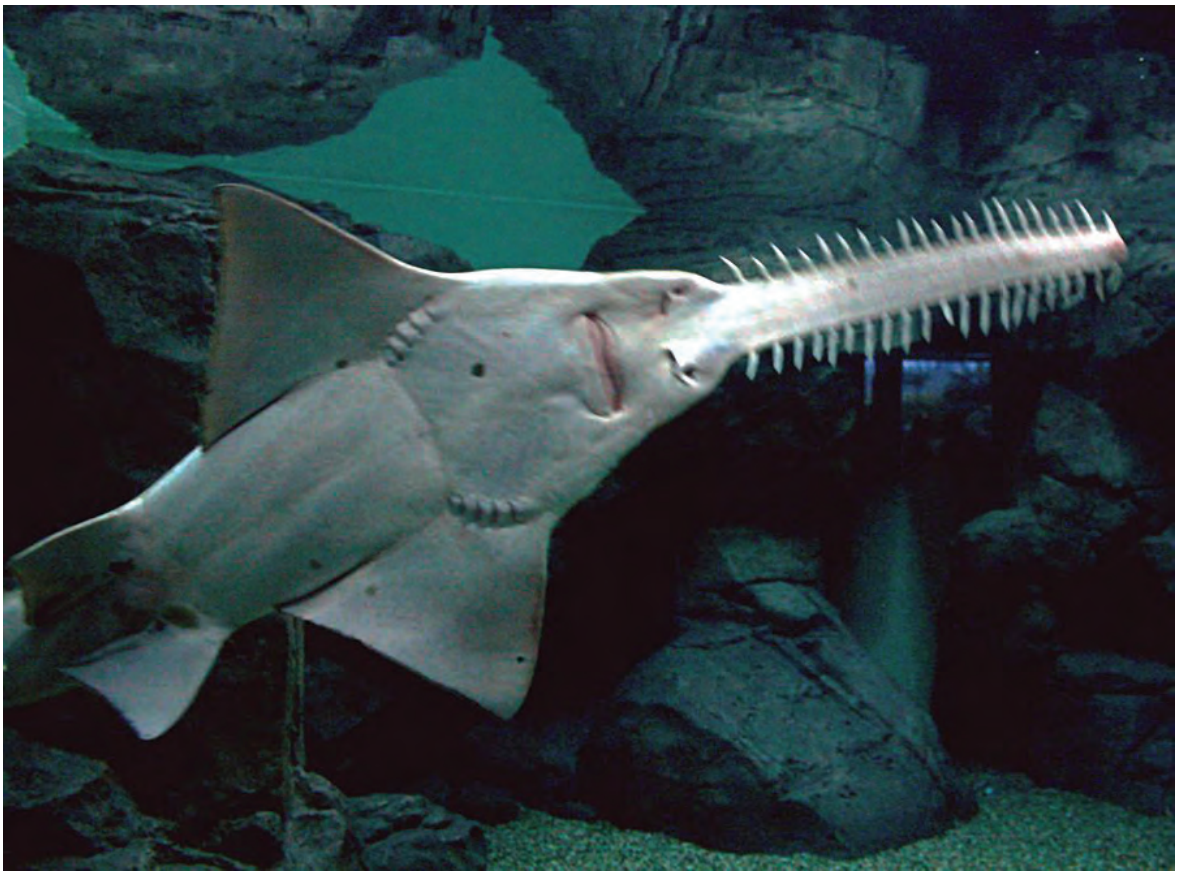

রহস্যে ঘেরা সুন্দরবনে রয়েছে এমন বহু প্রাণী, যাদের নিয়ে গবেষণায় উঠে এসেছে বহু নতুন তথ্য। এদের কোনোটি স্তন্যপায়ী, কোনোটি নাম-না জানা পাখি, কোনোটি পতঙ্গ। এক কথায় প্রাণীবৈচিত্র্যে ভরপুর হল সুন্দরবন। তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য যে-কটি প্রাণীর জন্য সুন্দরবন সর্বদা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কুমির এবং গাঙ্গেয় ডলফিন। আর একধরনের ডলফিনেরও দেখা মেলে এখানে, সেটি হল ইরাওয়াদি ডলফিন (Irrawady Dolphin)। প্রাণীবিজ্ঞানীদের গবেষণার চারণভূমি হল সুন্দরবন।

সুন্দরবনে রয়েছে বাঘ, ফিশিং ক্যাট, জঙ্গল ক্যাট, ভারতীয় শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, গন্ধগোকুল, ধূসর বর্ণের বেঁজি, টডি ক্যাট ইত্যাদি। এছাড়া বন্য শূকর, স্পটেড ডিয়ার, কাঠবিড়ালি, নানা ধরনের ইঁদুর, বিড়াল লেজের ইঁদুর, হলুদ বাদুড়, পিগমি, বাদুড়, ইন্ডিয়ান ফল্‌স ভ্যাম্পায়ার, পিনটেল, পাতিহাঁস, নানা ধরনের পোচার্ড, ব্রাহ্মণী হাঁস, লিট্‌ল করমোরান্ট, স্পট বিল্‌ড পেলিকান, লিটল টার্ন, ব্ল্যাকবিল্‌ড টার্ন, ইন্ডিয়ান রিভার টার্ন, কমন টার্ন, সুটি টার্ন, কাস্পিয়ান টার্ন,

হুয়িস্কার্ড টার্ন, ইউরোপিয়ান হেরিংগাল, ধূসর ও সাদা বক, বেগুনি বক, নাইট হেরন, ব্ল্যাক বিটার্ন, লিটল বিটার্ন, লার্জ এগ্রেট, ক্যাট্‌ল এগ্রেট, সিনামন বিটার্ন, দৈত্যাকার বক বা জায়ান্ট হেরন, সাদা জলমোরগ, ইউরেশিয়ান কুট, হুইমরেল, প্যাসিফিক গোল্ডেন লাভার, ধূসর ডানার মাছরাঙা, সাদা গলার মাছরাঙা, স্টকবিল্‌ড কিংফিশার, ব্ল্যাক ক্যাপ্‌ড কিংফিশার, চিল, শঙ্খচিল, ব্রাহ্মণী চিল, সাদা বুকের সমুদ্র ঈগল, কমন কেস্ট্রেল, ক্রেস্টেড সারপেন্ট ঈগল, ওয়েস্টার্ন মার্স হেরিয়ার, ইউরোয়ান ঈগল পেঁচা, ব্রাউন ফিস পেঁচা, স্পটেড আউলেট, স্কপস আউল, সোনালি পিঠওয়ালা কাঠবিড়ালি, কোয়েল, তিতির, নানা ধরনের কোকিল, হুপি, জংলি কাক, ব্ল্যাক ড্রঙ্গো, ব্ল্যাক হেডেড স্রাইক, জঙ্গল ব্যাকলার, প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, গ্রেটিট, স্পটেড মুনিয়া, ইন্ডিয়ান ট্রি পিপিট, ইয়েলো ওয়াগটেইল, নানা ধরনের কচ্ছপ এবং কাছিম, ভারতীয় নরম খোলসের কচ্ছপ, অলিভ রিডলে টার্টল, গ্রিন টার্টল, হকস বিল টার্টল, কুকুর মুখো সমুদ্র সাপ, রাশিয়ান সমুদ্র সাপ, ইস্টুয়ারিন ক্রোকোডাইল, গার্ডেন লিজার্ড, ওয়াটার মনিটর, ক্যামেলিয়ন, ব্লাইন্ড স্নেক, ট্রিস্কেট স্নেক, কুবারি স্নেক, স্ট্রিপড কিল ব্যাক, ব্যান্ডেড ক্রেট, ভারতীয় কোবরা, বুল ফ্রগ, ট্রিফ্রগ, গাঙ্গেয় হাঙর, গ্রে ব্যাম্বু শার্ক, ব্ল্যাক টিপ শার্ক, গিটার কিম, চাইনিজ হেরিং, জেরা শার্ক, পনি ফিশ, মিল্ক ফিস, সোলজার ক্যাট ফিশ, বম্বে ডাক, থ্রেডফিন সি ক্যাট ফিশ, মটল্‌ড ঈল, জংলি ময়না, টাফ্‌ড ডাক, ওয়াটার মনিটর, কিং কোবরা, এশিয়ান কোয়েল ইত্যাদি।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং তাৎপর্য :

গঙ্গায় ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় অবস্থিত সুন্দরবন ব-দ্বীপ হল পৃথিবীর সবথেকে বড় এবং উল্লেখযোগ্য ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঘেরা বনভূমি। এটি হল পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ ব্যাঘ্র চারণভূমি, যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের ৫৫ শতাংশ বনভূমি এবং ৪৫ শতাংশ জলাভূমি। রয়েছে নানা ধরনের ছোট-বড় নদী যেমন—হুগলি, বড়তলা, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, মাতলা, গোসাবা, হরিণডাঙা।

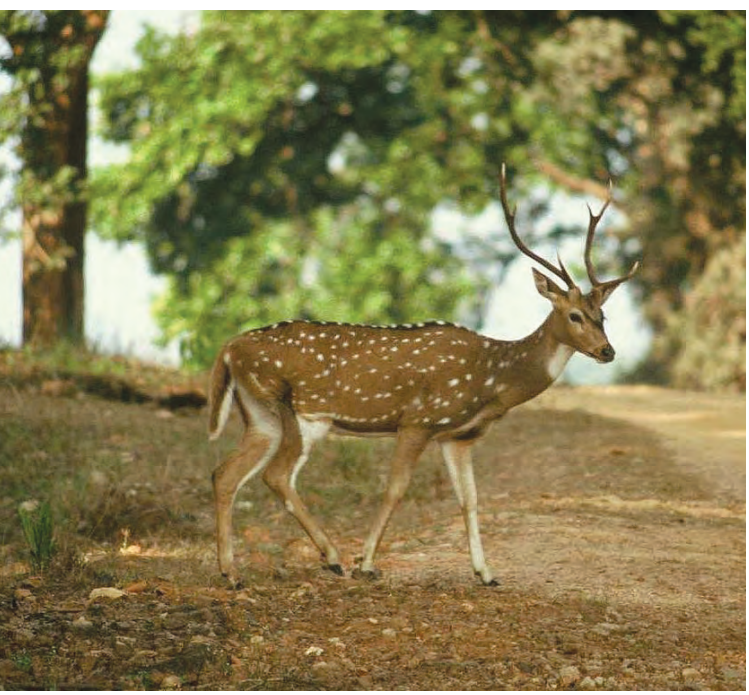

সুন্দরবনের পূর্বদিকে মাতলা নদী, পশ্চিমে ঠাকুরাণ নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে আজমলমারি ও ঠাকুরাণ নদীর সংযোগস্থল। মোট ৫৫৬.৪৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবন অভয়ারণ্যে রয়েছে ২টি ব্লক—চুলকাটি এবং ডুলিভাসানি। মোট জমির ৫৫ শতাংশে শস্যের চাষ হয় এবং ৪৫ শতাংশ জলের নীচে থাকে বলে জলভূমি একের পর এক ছোট-বড় নদী এবং অজস্র খাল এই জলাভূমিকে ঘিরে রেখে এর জীব বৈচিত্র্যের রক্ষা করে চলেছে, যা আজও রাষ্ট্র সংঘের বিস্ময়। এই

সবকটি নদী গিয়ে মিশেছে সাগরে—বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এবং বাংলা 'ব'-র আকার ধারণ করেছে। জোয়ারের সময় সাগর-নদীর জল মিশে গিয়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রায় ৬ কিলোমিটার ভেতর পর্যন্ত ধুয়ে দিয়ে যায়। আবার ভাটার সময় সেখানেই পলি পড়তে থাকে।

সুন্দরবন এলাকা ভারত এবং বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত হলেও ভারতীয় অংশে সুন্দরবনের মোট এলাকা ৪২৬০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ২৬০০ বর্গ কিলোমিটারই সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প এলাকার মধ্যে পড়ে। ১৯৮৯ সালে মানুষ এবং বায়োস্ফিয়ার (Man and Biosphere, MAB) প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবন জাতীয় বায়োস্ফিয়ার সংরক্ষণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং কালক্রমে রাষ্ট্রসংঘের তালিকায় ২০০১ সালে সুন্দরবনকে গ্লোবাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়।

রামসার তালিকাভুক্ত হল সুন্দরবন :

সুন্দরবনকে জলাভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দিল আন্তর্জাতিক সংস্থা রামসার সাইট। ২০১৯-এর ৩০ জানুয়ারি সুন্দরবনকে 'Wetland of National Importance' হিসেবে স্বীকৃতি দিল রামসার সম্মেলন। কিন্তু কেন এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মুকুট, সুন্দরবনের মাথায়? তা জানতে হলে আগে বুঝতে হবে, রামসার সম্মেলন কী?

আসলে গোটা বিশ্বের কাছেই দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন—জলাভূমিকে চিহ্নিত এবং সংরক্ষণ করতে না পারলে সে দেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে। সালটা ছিল ১৯৭৫। ইরানের রামসার শহরে প্রথম বসল সম্মেলন। ঠিক হল, ১৯৭৫ সাল থেকে জলাভূমির সংরক্ষণ শুরু হবে এবং সেজন্য জলাভূমির সখ্যা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে। জলাভূমি হল সম্পূর্ণ আলাদা একটি বাস্তুতন্ত্র, যেখানে স্থির জল থাকবে না—সবসময় জোয়ার-ভাটা খেলতে

হবে। সেই সঙ্গে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ, নানা ধরনের প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, জলে ভেজা মাটি এবং যেখানে উপকূল রেখা বা তটরেখা সারাক্ষণ ভাঙছে এবং স্থির হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। জলাভূমি মূলত ৩ প্রকার। (১) মনুষ্যসৃষ্ট জলাভূমি, (২) সামুদ্রিক ও উপকূল অঞ্চলবর্তী জলাভূমি, (৩) স্থলভাগের মধ্যে তৈরি হওয়া জলাভূমি।

প্রায় প্রতি বছর কোনো না কোনো দেশের কোনও জলাভূমিকে রামসার সম্মেলনের অন্তর্ভুক্তি করা হচ্ছে। সুন্দরবনের জলভূমি হল দেশের মধ্যে ২৭তম এবং রামসার সাইটের ২৩৭০তম জলাভূমি। ভারতের সমস্ত ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ৬০ শতাংশের বেশি এলাকা রয়েছে সুন্দরবনে এবং কোনো ম্যানগ্রোভ অরণ্যে যত ধরনের প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেখা যায়, তার প্রায় ৯০ শতাংশ প্রজাতিই দেখা যায় এই সুন্দরবনে। অন্যদিকে সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গের গোটা ব-দ্বীপ অঞ্চলকে সমস্ত ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও লোনা জলের অবাধ প্রবেশকে বাধা দিচ্ছে। গোটা পূর্বাঞ্চলের জন্য রোজ নানা ধরনের মাছের আবদার পূর্ণ করছে সুন্দরবন। সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প 'সংকটময় ব্যাঘ্র বাসভূমি' (Critical Tiger Habitat) এবং 'ব্যাঘ্র সংরক্ষণ চারণভূমি' (Tiger Conservation Landscape) নামেও পৃথিবীতে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ৪টি বৈশিষ্ট্যই সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা গেছে বলে একে রামসার সম্মেলনের সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্বপ্রাণ সংরক্ষণের মানদণ্ড অনুসারে সুন্দরবন এমন এক জলাভূমি এলাকা যেখানে একমাত্র বিলুপ্ত প্রজাতির রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়। এছারা সুন্দরবনের উত্তরাংশের নদীঘেরা জলাভূমিতেই একমাত্র পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির নদীচর কচ্ছপ (বাটাগুর বাস্কা)-এর দেখা মেলে। এখানেই একমাত্র ইরাওয়াদি ডলফিন (Irrawady Dolphin) এবং ভীষণ বিলুপ্ত প্রজাতির বন্য বিড়াল 'ফিশিং ক্যাট' দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে ৪ ধরনের কাঁকড়া দেখতে পাওয়া যায়, যাদের অনেকটা ঘোড়ার নালের মতো দেখতে। সুন্দরবনে, এদের মধ্যে ২ ধরনের বিশেষ প্রজাতির কাঁকড়ার সন্ধান মিলেছে, যা রামসার সাইট হিসেবে সুন্দরবনের দাবিকে জোরালো করেছে। এছাড়া ভারতে ১২ ধরনের মাছরাঙা পাখি দেখা যায়, যার ৮টিই রয়েছে সুন্দরবন এলাকায়। ১৯৪৩ সালের ২৯ মে, গেজেট নোটিফিকেশন ৭৭৩৭ অনুসারে, ২৪-পরগনা জেলায় (তখন অখণ্ড জেলা) বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলকে 'সংরক্ষিত অরণ্য' হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪-পরগনায় ২টি ব্লক-সহ সাউথ ডিভিশন, ডুলিভাসানির কিয়দংশ, চুলকাটি ব্লকের কিছু এলাকা মিলে তৈরি হয়েছে পশ্চিম সুন্দরবন বন্যপ্রাণ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ২০১৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এই বনাঞ্চলকে ভৌগোলিকভাবে এবং জীবপ্রাণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা যায়, জীববৈচিত্র্য এবং নানা ধরনের উদ্ভিদ ও শ্যাওলার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সুন্দরবন জলাভূমি রাজ্যের সম্পদ, দেশের গর্ব।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং জাতীয় স্তরে গুরুত্ব :

১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন অনুসারে ৭টি প্রাণীকে বিশেষ তালিকা-১ (Schedule-I) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৭টি প্রাণীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাণীবিজ্ঞানের ভাবনায় গুরুত্ব অপিরিসীম। এরা হল—(১) টাইগার (Panthera Tigers), (২) ফিশিং ক্যাট (Felis Viverrina), (৩) গাঙ্গেয় ডলফিন (Platinista Gangetica), (৪) ওয়াটার মনিটর লিজার্ড (Varanus Salvator), (৫) ইস্টুয়ারিন প্রজাতির কুমির (Crocodilus Porosus), (৬) অলিভ রিডলে প্রজাতির কচ্ছপ (Lepidochelys Olivacea) এবং (৭) ইরাওয়াদি ডলফিন (Orcaella Brevirostris)। এছাড়াও ২৩টি প্রাণী বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির লাল তালিকাভুক্ত।

–রাতুল দত্ত

বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন

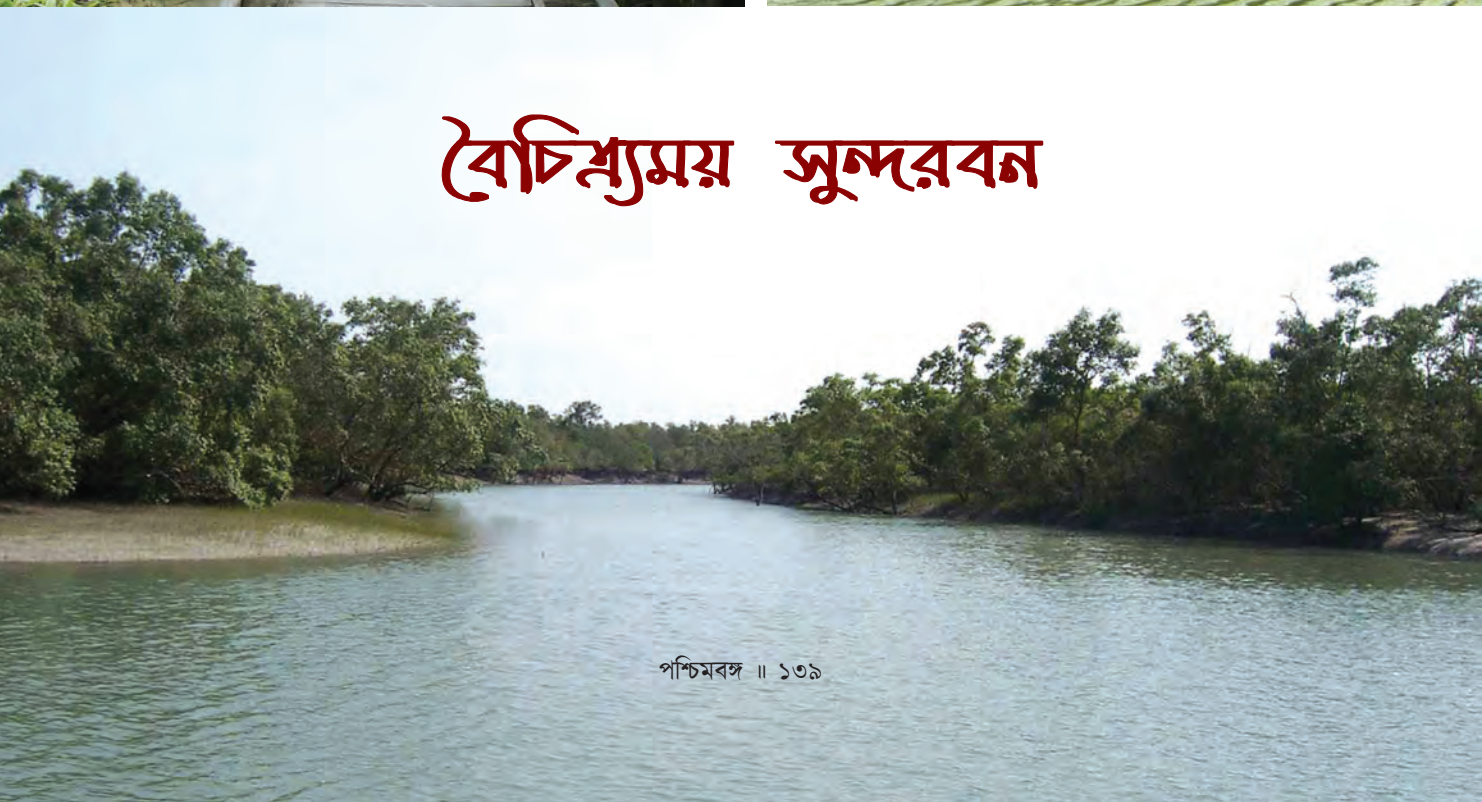

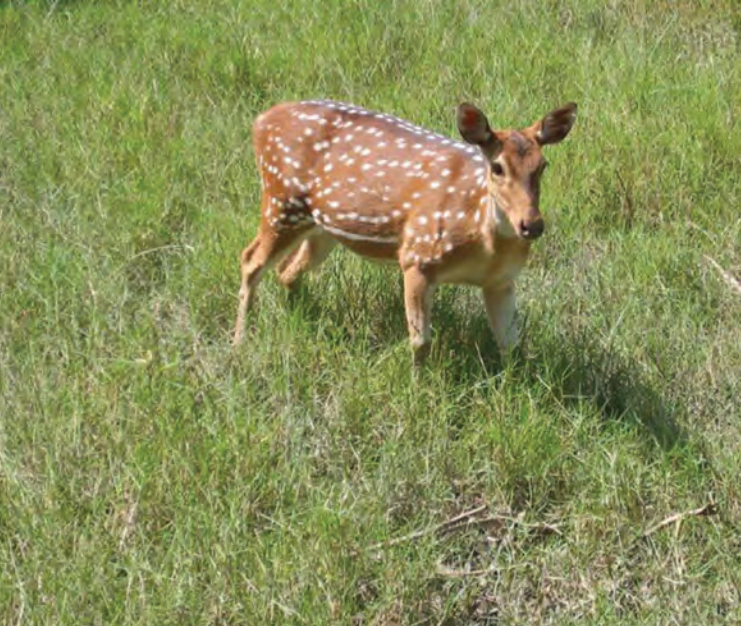

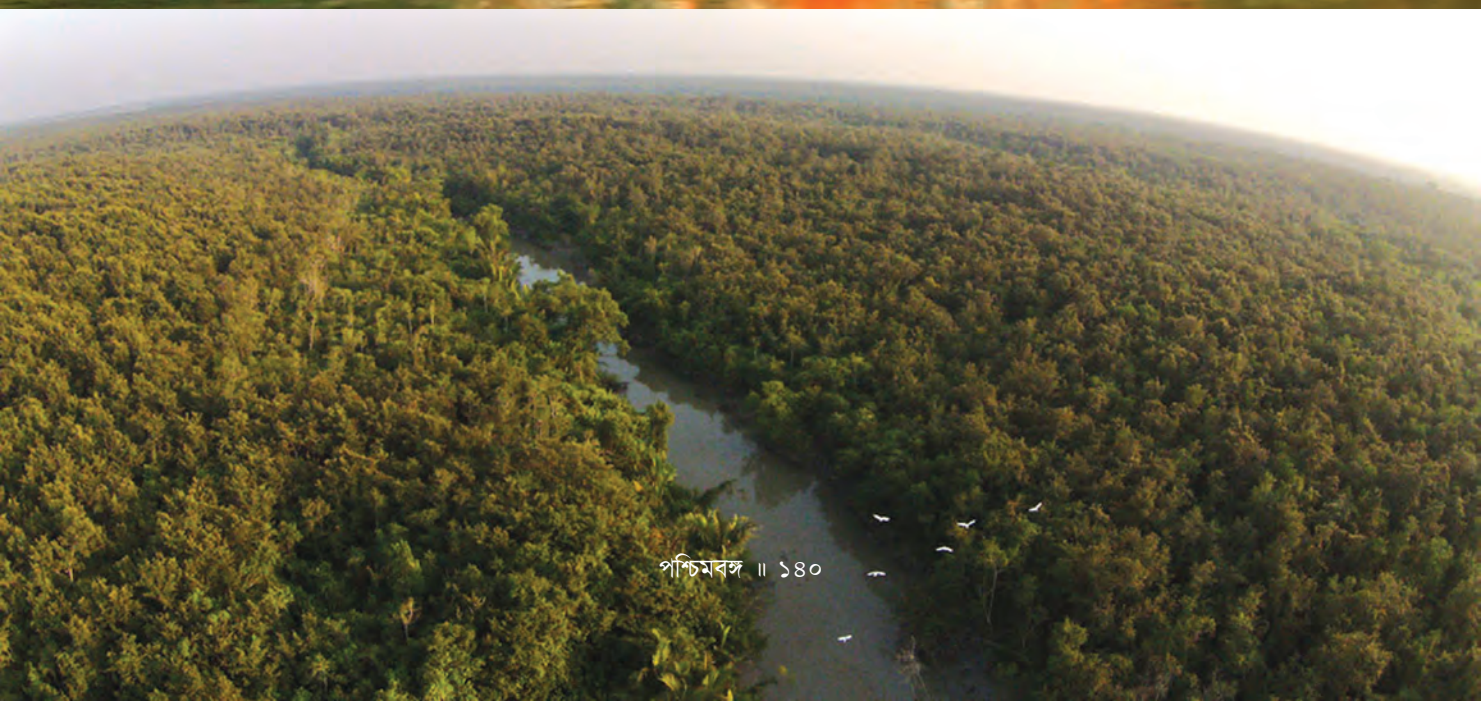

ঝাড়গ্রামের চিলকিগড়ে কনকদুর্গা মন্দির সংস্কারে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ অক্টোবর, ২০২০

করোনা যুদ্ধে রাজপথে মুখ্যমন্ত্রী।